বৈষম্যবিরোধী
ছাত্র গণ-আন্দোলন
বরিশাল বিভাগ

জানুয়ারি ২০২৫ ■ পৌষ-মাঘ ১৪৩১

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মেধার বিজয়

নতুন কালের ভোরে
শিশুরা দেখুক স্বপ্নের রূপ

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জানুয়ারি ২০২৫ ❑ পৌষ-মাঘ ১৪৩১

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা: বরিশাল বিভাগ

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১লা জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশ ২০২৪ এর যোদ্ধাদের মাঝে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন— পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

তারুণ্য অদম্য, অপ্রতিরোধ্য। তারুণ্যের জোয়ার কোনো কিছু দিয়ে ঠেকানো যায় না। অতীতের প্রতিটি আন্দোলনের সূচনা করে ছাত্র-তরুণরা। তাতে শামিল হয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। জুলাই আন্দোলনও ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কারের অরাজনৈতিক দাবিতে যে আন্দোলনের সূচনা, তা পর্যায়ক্রমে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, পরবর্তীতে ছাত্র-জনতার গণবিদ্রোহে রূপ নেয়। বিজয় হয় অকুতোভয় ছাত্র-জনতার। তারুণ্যের গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটে। এ আন্দোলনে তরুণ প্রজন্ম মেধা, দক্ষতা, যোগ্যতা ও আত্মত্যাগের অতুলনীয় নজির স্থাপন করে। আমরা আশাবাদী, এই সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্ম সব ক্ষেত্রে উদ্যমী ভূমিকা পালন করবে।

২০২৪ সালের জুন মাসের একপর্যায়ে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে সভা-সমাবেশ শুরু হয়। এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে বরিশালে। পর্যায়ক্রমে জুলাই মাসে শুরু হওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দক্ষিণাঞ্চল তথা বরিশালে সবচেয়ে বেশি সরব ছিল সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু তাদের শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশকে প্রতিহত করা হয়। সারাদেশে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে নিহত হয় কয়েকশো শিক্ষার্থী, আহত হয় সহস্রাধিক। দেশব্যাপী এই সংঘর্ষে আবু সাঈদ, মুগ্ধসহ অসংখ্য শিক্ষার্থী শহিদ হন। ফুঁসে উঠে আপামর জনগণ। তারা অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। কোটা সংস্কারের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রূপ নেয় এবং সরকার পতনের 'এক দফা' দাবির আন্দোলনে পরিণত হয়।

৫ই আগস্ট প্রবল গণ-অভ্যুত্থানে তৎকালীন সরকারের পতন ঘটে। এরপরই সারাদেশের মতো বরিশাল নগরীর সদর রোড লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে পৃথক মিছিল নিয়ে সদর রোড অতিক্রম করে। এসব মিছিলে শিশু-ছাত্র-জনতাদের উল্লাস করতে দেখা যায়। স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ ছিল মুখরিত। দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য শহরও বিজয়োল্লাসে মেতে উঠে। গ্রামীণ মাঠ-ঘাটেও ছিল বিজয় মিছিল।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে তরুণদের স্লোগান ছিল– 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম'। তারা ছিল দুর্বার, দুর্দম ও অনড়। নিজের মৃত্যুকে তারা ভয় করেনি। তারা ছিল সুদৃঢ়। অন্যান্য অঞ্চলের মতো বরিশালের তরুণরাও আন্দোলনে ছিল আপোশহীন ও অকুতোভয়। বরিশালের সংগ্রামী অদম্য তরুণদের দুর্বার আন্দোলন আর গৌরবগাথা তুলে ধরবে এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ*। 'জুলাই বিপ্লবের ক্যালেন্ডারে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়', 'বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণে সম্ভাবনাময় তরুণরা', 'বরিশালে ছড়িয়ে পড়েছে আন্দোলন, যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান', 'শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বরিশালে নতুন মাত্রা', 'বরিশালে বিজয় উল্লাসে জনতার ঢল' শীর্ষক নিবন্ধসহ সংবাদ প্রতিবেদন রয়েছে আমাদের এবারের বিশেষ সংখ্যায়।

সচিত্র বাংলাদেশ জানুয়ারি ২০২৫ সংখ্যা 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন: বরিশাল বিভাগ' নিয়ে সাজানো হয়েছে। আশা করি, সকলের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

ভাষণ/নিবন্ধ/সংবাদ প্রতিবেদন/শহিদ স্মরণ

২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ ৪

জুলাই বিপ্লবের ক্যালেন্ডারে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ৭

বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণে সম্ভাবনাময় তরুণরা ১২
প্রফেসর ড. মো. ফখরুল ইসলাম

কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন ১৬

কোটা আন্দোলনে উত্তাল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ ১৭

কোটা বাতিলের দাবিতে কাফন পরে ববি শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ ১৮

কোটা বাতিলের দাবিঃ মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে ববি শিক্ষার্থীরদের আন্দোলন ২০

বৃষ্টিতে থেমে নেই আন্দোলন, বরিশালে 'বাংলা ব্লকেড' ২২

কোটা বাতিলের দাবিঃ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ববি শিক্ষার্থীদের ২৪

কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএম কলেজের শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ২৫

বরিশালে ছড়িয়ে পড়েছে আন্দোলন, যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২৮

প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়েও আটকানো যায়নি শিক্ষার্থীদের ২৯

কোটা সংস্কার আন্দোলনঃ শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে পবিপ্রবিতে বিক্ষোভ ৩০

কোটা সংস্কারের দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মশাল মিছিল ৩১

নতুন ৪ দফা দাবি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ৩২

বরিশালে গ্রাফিতি এঁকে প্রতিবাদ ৩৩

বরিশালে শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ ৩৫

বরিশালে বৈষম্যবিরোধী বিক্ষোভে ছাত্র-জনতার ঢল ৩৬

শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্টের সামনে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ৩৮

গেজেট থেকে বরিশাল বিভাগের শহিদদের তালিকা ৩৯

গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকার পঞ্চমাংশ ৫০

শিক্ষার্থী নিপীড়ন ও হয়রানির প্রতিবাদে ববির ৩৫ শিক্ষকের বিবৃতি ৫১

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বরিশালে নতুন মাত্রা ৫৩

বরিশালে বিজয় উল্লাসে জনতার ঢল ৫৪

বুলেটে স্বপ্ন ছারখার ৫৫

বরিশালে শহর পরিষ্কার ও ট্র্যাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কার আন্দোলন ৫৬

শান্তর উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্নযাত্রা থামল গুলিতে ৫৭

বরিশালে বাজার মনিটরিংয়ে শিক্ষার্থীরা ৫৮

বাবা এখনও দৌড়ায় কেন, বাসায় কেন আসে না ৬০

বরিশালে শহিদি মার্চ পালন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ৬২

মৃত্যুর আগে 'বিজয় অথবা শহিদ' পোস্ট দিয়ে মিছিলে নামেন রাজিব ৬৩

পিরোজপুরে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ও আহতদের স্মরণসভা ৬৪

'একটা গুলিতে সবকিছু তছনছ হইয়্যা গেল' ৬৫

'যদি মারা যাই, বিজয়ের পতাকা কবরে দিও' ৬৯

'এখনও বাবাকে খোঁজে ছোট্ট দ্বীন ও সুমাইয়া' ৭২

টিটুর পরিবারে এখন শোকের মাতম ৭৬

গল্প

আশুফান্ড ৬৬
ইজামুল হক

আগুন ঝরা বৃষ্টি ৭৩
শামীমা চৌধুরী

কবিতাগুচ্ছঃ ৭৭-৭৯

আজাদুল হক আজাদ, তরুন ইউসুফ, মিয়াজান কবীর, শিউলি আক্তার শিতল, আবুল কালাম তালুকদার, মুহাম্মদ ইসমাঈল, রুস্তম আলী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন অভিনেতা মাসুদ আলী খান ৮০

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১লা জানুয়ারি ২০২৫ রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা-২০২৫ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ

২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৫-এর উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ সবাইকে সালাম জানাই।

আসসালামু আলাইকুম।

আজ ইংরেজি নতুন বছরের সূচনালগ্নে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী,

আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি, জুলাই বিপ্লবের সকল শহিদকে। আরও স্মরণ করছি সাহসী ছাত্র-জনতাসহ সকলকে, যারা নানাভাবে আত্মত্যাগ স্বীকার করে এ বিপ্লবকে সফল করেছেন।

আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এ মেলার মাধ্যমে উদ্যোক্তা, উৎপাদক, প্রক্রিয়াকারক, রপ্তানিকারক, সাধারণ ক্রেতা-বিক্রেতা ও বিদেশি দর্শনার্থীসহ আমদানিকারকদের কাছে বাংলাদেশের বাণিজ্য পরিচিতি পেয়েছে। পূর্বাচলে এ মেলার আয়োজন আরও অর্থবহ হবে বলে আমি আশা করি।

এ মেলায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার সমারোহ ঘটে। পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানের পণ্যেরও উপস্থিতি থাকে। এ মেলার মাধ্যমে একদিকে যেমন

দেশজ পণ্য-সামগ্রীকে বিদেশি ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরা হয়, অপরদিকে প্রদর্শিত বিদেশি পণ্যের গুণ ও মান সম্পর্কে এ দেশের ব্যবসায়ী ও দর্শনার্থীরা ধারণা লাভ করেন। এভাবে পারস্পরিক জ্ঞান ও দক্ষতা শেয়ারের সুযোগ তৈরি হয়।

সম্মানিত উপস্থিতবৃন্দ,

দেশে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী উৎপাদন ও রপ্তানিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। এই সংস্থা নতুন নতুন পণ্যকে রপ্তানিতে অন্তর্ভুক্তকরণ, পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে প্রতিবছর এ মেলাটি আয়োজন করছে।

এ ধরনের বিপণন প্রসারমূলক কার্যক্রমের ফলে ইতোমধ্যেই আমাদের তৈরি পোশাক বিশ্ববাজারে নেতৃস্থানীয় অবস্থান তৈরি করেছে। বেকারত্ব কমানো, বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন ও দারিদ্র্য কমিয়ে আনার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য দেশের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় পণ্যের মান উন্নয়নে সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। রপ্তানি সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক ও দ্রুততর সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিদ্যমান অবস্থা, সমস্যা ও সম্ভাবনা সংক্রান্ত গ্যাপ নিরূপণের জন্য সার্ভে করা হচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমাদের রপ্তানিকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। পণ্যের পাশাপাশি সেবা খাতে বিনিয়োগ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে আসার জন্য আমি আমাদের ব্যবসায়ী মহলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

জুলাই বিপ্লবে হাজারো ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন আমরা কেবল কথায় নয়, কাজে দেখাতে চাই। আমরা চাই বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি আত্মনির্ভরশীল উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে, যেখানে কোনো দারিদ্র্য থাকবে না, কোনো বেকারত্ব থাকবে না এবং উন্নয়ন হবে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই। এ লক্ষ্যে যেসব গুণগত সংস্কার প্রয়োজন, সে জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

বাংলাদেশকে ব্যবসাবান্ধব করতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাদের এ প্রচেষ্টায় দেশের সম্মানিত ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুপরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করতে চাই। আমি ব্যবসায়ী ভাইবোনদের অনুরোধ করব, আপনারা ব্যবসার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করবেন, এ মেলার মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টা করবেন, বাংলাদেশের পণ্যের গুণগতমান ও বৈচিত্র্য বিশ্বের বুকে তুলে ধরতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

সুপ্রিয় সুধীবৃন্দ,

দেশের রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে সরকার নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে রপ্তানিতে অবদান ও সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনাক্রমে পণ্য খাতকে যথাক্রমে 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত' ও 'বিশেষ অগ্রাধিকার খাত' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া রপ্তানি প্রসার ও প্রণোদনামূলক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করতে প্রতিবছর একটি পণ্য খাতকে 'বর্ষপণ্য' বা 'Product of the Year' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণকে ঘোষিত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণনে উৎসাহিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এবার 'ফার্নিচার পণ্য'কে ২০২৫ সালের 'বর্ষপণ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত পণ্য ও সেবা সামগ্রীকে বহির্বিশ্বে রপ্তানির পথ সুগম করার লক্ষ্যে আয়োজিত ২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সাথে সম্পৃক্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোসহ সকল মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

একইসঙ্গে আমি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৫-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার শুভকামনা। আশা করি, এবারের মেলা সার্বিক সাফল্য পাবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।

আসসালামু আলাইকুম।

ছাত্র-জনতার অবিস্মরণীয় বিজয়

স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে। দীর্ঘ সময় ধরে জনগণের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা সরকার বিদায় নিয়েছে। শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে জনরোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক বিজয় অর্জিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কারের অরাজনৈতিক দাবিতে যে আন্দোলনের সূচনা, তা পর্যায়ক্রমে গণবিদ্রোহে রূপ নেয়। শিক্ষার্থীদের আপোশহীন আন্দোলনের পটভূমিতে কয়েকশো মানুষের প্রাণ গেছে স্বৈরাচারের হামলায় ও গুলিতে। গত ৪ঠা আগস্ট রবিবার স্বৈরাচার মরণ কামড় দেয়। শতাধিক মানুষ নিহত হয়। আগেই আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা এক দফা অর্থাৎ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করে। সরকারের পতন ও প্রধানমন্ত্রীর দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের সে দাবি অর্জিত হয়েছে। ছাত্র-জনতার যে বিজয় উল্লাস (৫ই আগস্ট) ঢাকাসহ সারাদেশে লক্ষ করা গেছে, তা অবিস্মরণীয়। কোনো গণ-আন্দোলনে এমন বিপুল বিজয় এর আগে মানুষ আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জাতি যে বিজয় অর্জন করেছিল তা ইতিহাসের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে। তার কোনো তুলনা হতে পারে না। স্বাধীনতার এত বছর পর ছাত্র-জনতা আরেক গুরুত্ববহ বিজয় অর্জন করল। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মন্তব্য: দেশ নতুন করে আবার স্বাধীন হলো।

তারুণ্য অদম্য, অপ্রতিরোধ্য। তারুণ্যের জোয়ার কোনো কিছু দিয়ে ঠেকানো যায় না। আমরা এও বলেছিলাম, তারুণ্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তারুণ্যের সেই অবশ্যম্ভাবী বিজয় অর্জিত হয়েছে। যে-কোনো রাষ্ট্রে গণশক্তিই সবচেয়ে বড়ো শক্তি। জনগণই রাষ্ট্রের মালিক। সব সময় গণশক্তির মধ্যে উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করে তরুণরা। আমরা ৫২'র ভাষা আন্দোলনের কথা জানি, যা করেছিল ছাত্র-তরুণরা। ৬৯'র গণ-অভ্যুত্থানও করেছিল, ছাত্র-তরুণরা। স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্র-তরুণদের ভূমিকা ছিল অগ্রবর্তী। এই প্রতিটি আন্দোলনের সূচনা করেছিল ছাত্র-তরুণরা। তাতে শামিল হয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এবারও সেটাই প্রত্যক্ষ করা গেছে। আমাদের এই তরুণ প্রজন্ম যে মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার নজির স্থাপন করেছে তা অতুল্য এবং আমাদের আশায় উদ্দীপ্ত করেছে। তারা আগামীতে জাতি বিনির্মাণে উদ্যমী ভূমিকা রাখবে, এটা আমরা প্রত্যাশা করি। গতকালের পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যখন মানুষ জানতে পারে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বক্তব্য রাখবেন। এরপর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জনতার ঢল নামে। এই পরিবর্তনে সেনাবাহিনী প্রধান ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা রয়েছে এটা স্পষ্ট। আরও সংঘাত, আরও রক্তপাত যে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে তার জন্য মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ। সেনাবাহিনী প্রধান যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে তিনি একটি অন্তর্বর্তী সরকারের কথা বলেছেন। জানিয়েছেন, তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন। তার ভিত্তিতে মহামান্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বসে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে। তিনি সকলের দাবিদাওয়া পূরণ করার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রতিটি অন্যায় ও প্রতিটি হত্যার বিচার হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

[সূত্র: সম্পাদকীয়, দৈনিক ইনকিলাব, ৬ই আগস্ট ২০২৪]

জুলাই বিপ্লবের ক্যালেন্ডারে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৮ সালের সরকারি পরিপত্রকে বেআইনি ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক সরকারি চাকরিতে পূর্বেকার কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহাল করলে সূচনা হয় ২০২৪ সালের 'কোটা সংস্কার আন্দোলন'।

তবে তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দমনপীড়ন, সশস্ত্র ও সহিংস হামলায় হাজার মানুষের প্রাণহানিতে সে আন্দোলন দীর্ঘ পনেরো বছরের সঞ্চিত ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ দানবীয় শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে গিয়ে বাজিয়ে দেয় একটি ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের ঘণ্টা।

জুলাই-আগস্টে ঘটে যাওয়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় এই রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম বিদ্যাপীঠ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (ববি)। বৃষ্টিতে ভিজে আর রৌদ্দুরে পুড়ে তারুণ্যের এক অস্থির সংগ্রামী সময়ের নানান গল্প মিশে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রতিটি কোনা থেকে রাজপথে।

শুরুতেই ৯ই জুন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহাল নিয়ে হাইকোর্টের আদেশের প্রেক্ষিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন ববি শিক্ষার্থীরা। এদিন প্রধান ফটকে সকাল ১১টা থেকে এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। ঐদিন এক শিক্ষার্থীর পিঠে 'কোটা নিপাত যাক', আরেক শিক্ষার্থীর পিঠে 'মেধাবীরা মুক্তি পাক' লেখা যেন স্বৈরাচারী এরশাদ শাসনের পতনের আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি ভাসিয়ে তুলছিল উপস্থিতদের মাঝে।

১লা জুলাই

ঈদুল আজহার দীর্ঘদিনের ছুটির পর সবেমাত্র ক্যাম্পাস খুলেছে। চলছে প্রত্যয় পেনশন স্কিম নিয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতি। এদিন বৈষম্যমূলক কোটা বাতিলের দাবিতে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ পালন করেন ববি শিক্ষার্থীরা।

২রা জুলাই

দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এসময় তারা 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার'; 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে'; 'লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে'; 'আপোশ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম'; 'মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'– ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

৩রা জুলাই

সকাল সোয়া ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক ধরে অবরোধ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। কোটা পদ্ধতি বাতিল ও মেধাভিত্তিক নিয়োগ, নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা সুবিধা একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে না, কমিশন গঠন করে দ্রুত সময়ের মধ্যে সরকারি চাকরিতে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাদ দেওয়া এবং কোটাকে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা, দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও মেধাভিত্তিক আমলাতন্ত্র নিশ্চিত করাসহ চার দফা দাবি বাস্তবায়িত না হলে লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।

৪ঠা জুলাই

চতুর্থ দিনের মতো বিক্ষোভ কর্মসূচি অব্যাহত রাখেন শিক্ষার্থীরা। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন তারা। এসময় সেখানে তারা সমাবেশ করেন এবং বই পুড়িয়ে কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবি জানান। দুপুরের দিকে অবরোধ চলাকালীন ববির তৎকালীন উপাচার্য মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক ছেড়ে ক্যাম্পাসের ভেতর আন্দোলন করতে অনুরোধ জানাতে আসলে শিক্ষার্থীরা তার কথা তার সামনেই প্রত্যাখ্যান করেন এবং মহাসড়কেই আন্দোলন চালিয়ে যান।

তবে, এর কিছুক্ষণের মধ্যে তুচ্ছ একটি ঘটনার জন্ম হয়। যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে নামধারী ছাত্রলীগের এক কর্মীর বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হলে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এসময় নামধারী ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মীরা শিক্ষার্থীদের মহাসড়কে অবরোধের জন্য তৈরি বেষ্টনী ছুড়ে ফেলে দিয়ে অবরোধ কর্মসূচি ভণ্ডুল করে। এদিন ছাত্রলীগের হামলায় আন্দোলনরত এক শিক্ষার্থী ও ক্যাম্পাস গণমাধ্যমকর্মী আবু উবায়দার ছাত্রলীগ কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

৭-১০ই জুলাই

কোটা সংস্কার ও চার দফা দাবিতে সারাদেশের শিক্ষার্থীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মহাসড়ক অবরোধ করে টানা চারদিন 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। এসময় সকাল-সন্ধ্যাব্যাপী ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কে অবরোধ চলমান ছিল। এর মধ্যে ৯ই জুলাই সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলনে প্রথমবারের মতো মশাল মিছিল বের করেন।

১১ই জুলাই

এদিন দুপুর ২টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনের ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কে অতিরিক্ত

পুলিশের মোতায়েন ঘটে। শিক্ষার্থীরা মহাসড়কে অবরোধ কর্মসূচি পালন করতে চাইলে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অতিরিক্ত পুলিশের উপস্থিতিতে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন শিক্ষার্থীরা। এরপর আবাসিক হল এবং অন্যান্য স্থান থেকে একে একে বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে মূল ফটকের সামনে থেকে পুলিশ হটিয়ে রাজপথ দখলে নেন। এদিন সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীদের মোমবাতি প্রজ্জ্বলন কর্মসূচিতে জনসমুদ্রে রূপ নেয় ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক।

১৪ই জুলাই

বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থা নিরসনের জন্য সংসদে আইন পাসের লক্ষ্যে জরুরি অধিবেশন আহ্বান এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে নগরীর বেলস পার্ক থেকে পদযাত্রা করে বরিশাল জেলা প্রশাসক শহিদুল ইসলাম বরাবর স্মারকলিপি দেন শিক্ষার্থীরা। এদিন সন্ধ্যায় প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও মশাল মিছিল কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা।

১৫ই জুলাই

১৪ই জুলাই শেখ হাসিনা তার এক বক্তব্যে কোটা আন্দোলনকারীদের পরোক্ষভাবে 'রাজাকারের নাতি-পুতি' হিসেবে অভিহিত করলে সেই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সারাদেশের মতো মাঝরাতে মিছিল- স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ববি ক্যাম্পাস। দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে শিক্ষার্থীরা হল থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়কে মিছিল করে গ্রাউন্ড ফ্লোরে জড়ো হন। এ সময় তারা শেখ হাসিনাকে ব্যঙ্গ করে 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার-রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে, সরকার- সরকার'; 'চাইলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার' ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। এদিন দুপুরে শেখ হাসিনার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে দুপুর ৩টার মধ্যে বিক্ষোভ শেষে চলে যেতে থাকেন শিক্ষার্থীরা।

কিন্তু ঐদিন বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, মারধর ও সংঘর্ষে শতাধিক আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী আহতের ঘটনা শুনে আবারো উত্তাল হয়ে ওঠে ববি ক্যাম্পাস। সন্ধ্যার পর থেকেই নিজ ক্যাম্পাসে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলা রুখে দিতে লাঠি হাতে জনসমুদ্রে রূপ নেয় অবরুদ্ধ মহাসড়ক।

১৬ই জুলাই

রাতভর জাবি, ঢাবিসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের নগ্ন হামলার প্রতিবাদে বেলা ৩টায় বরিশাল শহর থেকে মিছিল নিয়ে দপদপিয়া সেতু পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন শিক্ষার্থীদের একাংশ এবং আবাসিক হল থেকে আসা শিক্ষার্থীদের একটি মিছিল এসে একত্রিত হয়ে ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেন। বিক্ষোভ চলাকালীন মুহূর্তে রংপুরের বেরোবি শিক্ষার্থী আবু সাঈদসহ অন্যান্যদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজপথ। এদিন প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা অবরোধ থাকে মহাসড়ক।

১৭ই জুলাই

অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণার পর বেলা ৩টার মধ্যে ববি শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিলে সকালে হলগুলো থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বের হন শিক্ষার্থীরা। সেদিন হল না ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল পালন করেন। এরপর সন্ধ্যায় সারাদেশে কোটা আন্দোলনে শহিদ শিক্ষার্থীদের স্মরণে ও অধিকার আদায়ের আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের আত্মত্যাগ পরবর্তী প্রজন্মকে জানানোর জন্য ববি শিক্ষার্থীরা একটি শহিদ বেদি নির্মাণ করেন।

এছাড়াও এদিন রাতে ববির আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রলীগ ও বহিরাগতদের হামলার শঙ্কায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় শিক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠা কাটাতে উপাচার্য, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টরসহ আবাসিক শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করতে আসেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে ক্যারাম খেলে আলোচনা-সমালোচনায় আসেন তৎকালীন উপাচার্য।

১৮ই জুলাই

ববির ইতিহাসে স্মৃতিবিজড়িত অধ্যায়ের মধ্যে ১৮ই জুলাই অনন্য দিন হয়ে থাকবে। সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচির দিনটিতে সকাল ১০টার মধ্যে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, এবিপিএনের উপস্থিতি ঘটতে থাকে ব্যাপক হারে। আর শিক্ষার্থীরা সাড়ে ১০টা থেকে প্রশাসনিক ভবনের নীচে জড়ো হতে থাকে। বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস থেকে মহাসড়কে বের হতে চাইলে পুলিশ তাদের প্রধান ফটকের ভেতরে আটকে রাখার চেষ্টা চালায়। এরপর শিক্ষার্থী-পুলিশ কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে শুরু হয় সংঘর্ষ।

সংঘর্ষে টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট ছুড়তে থাকে যৌথবাহিনী। এতে অর্ধশতাধিক এরও বেশি শিক্ষার্থী আহত হলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা শুরু করেন। এ সময় পুলিশ সদস্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে। এর পরপরই শিক্ষার্থীরা হাতে লাঠিসোঁটা নিয়ে ঢাকা-কুয়াকাটা ও বরিশাল-ভোলা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের মাইকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তাদের পাশে স্থানীয়দের এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান। স্থানীয়রাও একাত্মতা প্রকাশ করে সড়কে নেমে পড়েন।

এদিকে শিক্ষার্থীদের মহাসড়কে অবস্থানের কিছুক্ষণ পর খয়রাবাদ সেতুর প্রান্তে আটকে পড়ে পুলিশ, র‍্যাব, এপিবিএন পুলিশ সদস্যরা। তারা বরিশাল নগরমুখী হতে চাইলে শিক্ষার্থীরা তাদের বাধা দেয়। পরে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ব্যারিকেড দিয়ে তাদের দপদপিয়া সেতু পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের এহেন আচরণের জন্য শিক্ষার্থীরা তৎকালীন উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই দায়ী করেন। এদিন আহত শিক্ষার্থীদের শেরে-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। ক্যাম্পাসে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দিতে ছুটে আসে বরিশালের সাউথ অ্যাপোলো মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদেরকে দুপুরের খাবার রান্না করে খাওয়ান স্থানীয়রা এবং প্রশংসায় ভাসেন।

১৯শে জুলাই

প্রশাসনিক চাপে এদিন রাতে হল ছেড়ে যান শিক্ষার্থীরা। অনেকেই দেশের চলমান কারফিউতে পড়েন বিপদে। বন্ধু কিংবা পরিচিতদের মেসে ঐ রাতে আশ্রয় নেন শিক্ষার্থীরা।

২৭শে জুলাই

হল খোলা, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সাধারণ জনগণকে হয়রানি না করা, শিক্ষার্থীদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক কোনো ধরনের হয়রানি না করা, ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও ক্যাম্পাসে নিরাপদ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতের চার দফাসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘোষিত নয় দফা দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন শিক্ষার্থীরা।

২৯শে জুলাই

কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী শিক্ষার্থীদের পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা নিয়ে চলা মিটিংয়ে ববি ছাত্রলীগের পরিচয়ধারী নেতা আরাফাত, শান্ত, রুমি, তমাল গ্রুপের নেতৃত্বে ২০-৩০ জন লাঠিসোঁটা দিয়ে হামলা চালিয়ে অন্তত ১০ জন আন্দোলনকারীকে গুরুতরভাবে আহত করে।

১লা আগস্ট

দেশব্যাপী ছাত্র হত্যা এবং শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ছাত্র-শিক্ষক সংহতির কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসলে সমন্বয়কসহ ১২ শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ। পরবর্তীতে কয়েকজন শিক্ষকের জিম্মানামা নিয়ে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এদিন পরিচয়ধারী ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের নেতা-কর্মীরা একত্রিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থান নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন এবং উপস্থিত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার চেষ্টা চালান। সে সময় পুলিশের প্রেস ব্রিফিংয়ের সামনে থেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে ক্যাম্পাস গণমাধ্যমকর্মী মাসুদ রানাকে হেনস্তা করেন ছাত্রলীগের পরিচয়ধারী নেতা আবুল খায়ের আরাফাত ও তার অনুসারীরা।

৩রা আগস্ট

নিপীড়ন বিরোধী শিক্ষকসমাজের পক্ষ থেকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫ জন শিক্ষক বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজের ওপর হত্যা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে এক যৌথ বিবৃতি দেন। এরপর ৪ঠা আগস্ট এক ভার্চুয়াল সভায় তৎকালীন উপাচার্য বদরুজ্জামান ভূঁইয়াসহ আওয়ামী লীগঘেঁষা ও ববি শিক্ষক সমিতির কয়েকজন শিক্ষক এ বিবৃতির বিষয়ে কৈফিয়ত চান এবং তাদের হুমকি দেন বলে অভিযোগ তুলেন ভুক্তভোগী শিক্ষকরা।

সর্বশেষ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জনতার একদফা স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে রূপান্তরিত হলে ববি শিক্ষার্থীরাও মিশে যায় জনস্রোতে। বরিশাল নগরীর নতুল্লাবাদ-চৌমাথা এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আন্দোলনে যুক্ত থাকেন ববি শিক্ষার্থীরা। এরপর ৫ই আগস্ট দেশের নতুন স্বাধীনতার বীজ বপন হলে ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন শিক্ষার্থীরা।

[সূত্র: আমার সংবাদ, ২১শে অক্টোবর ২০২৪]

বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণে সম্ভাবনাময় তরুণরা

প্রফেসর ড. মো. ফখরুল ইসলাম

গত জুলাইয়ের শুরুতে শিক্ষার্থীরা চাকরির কোটা সংস্কার আন্দোলনকে সামনে রেখে রাজধানীর শাহবাগ চত্বরে নেমে পড়েছিল। তাদের কারো গলায় ঝোলানো ছিল 'মেধা না কোটা, মেধা মেধা'। কারো গলায় ছিল– 'ভেঙে ফেল, কোটার ঐ শিকল' লেখা কার্ড ঝুলানো।

এগুলো খুব স্বাভাবিক দাবি ও যৌক্তিক আন্দোলন ভেবে তখন কেউ ততটা গা করেনি। কেউ কখনও ভাবেননি যে এর দ্বারা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা কী বুঝাতে চেয়েছিল এবং আসলেই দেশে কী ঘটতে পারে! আগস্টের পাঁচ তারিখে তাদের ভাবনাটা এমন একটি বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়ে ফেলে জাতিকে নতুন কিছু অন্বেষণের সন্ধান দিতে বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুলের শিকল ভাঙ্গার গান 'কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট' অথবা অনুপ্রেরণা সংগীত 'চল চল চল, ঊর্ধ্বে গগণে বাজে মাদল' এবং কবিগুরুর 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা' অথবা 'রাত পোহাবার কত দেরী, পাঞ্জেরী'– এসব কিছুই বিমূর্ত আহ্বান থেকে এক বাস্তবতার আকরে পরিণত হয়ে আজ আশার আলো দেখাচ্ছে। এগুলো শুধু কবিতার তত্ত্বীয় পঙ্‌ক্তিমালা নয়, যুগে যুগে বার বার এসব কথা ছন্দ হয়ে ফিরে আসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তরুণের আহ্বানে দীপ্ত শিখা হয়ে। গত ৫, ৬, ৭ই জুলাই তারিখে উন্মত্ত ঘটনাপ্রবাহ দেখে মনে হচ্ছিল জাতিকে কে পরিচালনা করছে ? কোন দিকে যাচ্ছি আমরা? ইত্যাদি।

তখন অনেকের কাছে সবকিছু গোলমেলে মনে হলেও গণমাধ্যমে সংগ্রামী সমন্বয়কারী তরুণদের দৃঢ়চেতা বক্তব্য, সৎসাহস, কণ্ঠের অমিত তেজ ও দেহ-মনের সৌষ্ঠব ভঙ্গিমার সম্মিলিত জোর এবং নৈতিক অবস্থান দেখে-শুনে জাতি ধীরে ধীরে তাদের প্রতি আশ্বস্ত হয়ে পড়ে, যা আগস্ট ৮ তারিখে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে বাস্তব রূপ নেয়।

এর মাঝে তাদেরকে কেউ টলাতে পারেনি। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের সবার বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল যেটা হচ্ছে– তাদের প্রত্যেক সমন্বয়কারীর মধ্যে সুষ্ঠু কো-অর্ডিনেশন এবং অখণ্ড চেতনায় একই সুরে কথা বলার দক্ষতা ও যোগ্যতা।

তারা আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রী। তারা অগাধ মেধাবী ও ন্যায়পরায়ণ। কোনো গুজবে তারা কেউ কান দেয়নি। কোনো প্রকার ভয়ভীতি ও প্রলোভনে তারা সাড়া দেয়নি। তারা সবসময় কয়েকজন অভিজ্ঞ

শিক্ষকের নিকট পরামর্শ নিয়েছে এবং প্রিয় শিক্ষকরা তাদেরকে সবসময় আগলে রেখেছেন।

সরকার নানা প্রকার অন্যায়, অত্যাচার চালিয়ে তাদেরকে বিভক্ত করার প্রচেষ্টা চালালেও তারা ছিল দুর্বার, দুর্দম, অনড়। নিজের মৃত্যুকে তারা একবিন্দুও ভয় করেনি। ডিকেটটিভ পুলিশের ভয়ংকর কৌশলের কাছে তারা মাথা নত করেনি, অত্যাচারিত হয়েও মুখ ফুটে বলেনি কোনো কথা। বত্রিশ ঘণ্টা অনশন করে জানিয়ে দিয়েছে তাদের অবিচল অবস্থানের কথা। ঐ কয়দিন অবরুদ্ধ থাকার সময় প্রকাশ করেনি কোনো ধরনের নৈতিক ও মানসিক দুর্বলতা।

এর ফলে শ্যামল সবুজ বাংলাদেশের বুকে ইতিহাসের এক করুণ, রক্তিম অধ্যায় রচিত হয়ে গেছে। শুরুটা করেছিল অবিশ্বাস্য সাহসী, অমিত তেজী শহিদ আবু সাঈদ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে মডার্ন চত্বরের নিকটে বুক পেতে বুলেট ধারণ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে। এটাই দেশের জন্য তারুণ্যের আত্মত্যাগ, তারুণ্যের গৌরবদীপ্তমাখা অহংকার।

এরপর যা ঘটে গেছে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। শত শত কচি প্রাণের অকালমৃত্যু গণমানুষের মুঠোফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে গেছে

বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর মানুষের নজর ছিল তাদের দৃঢ় অবস্থানের ওপর। মানুষের অশেষ দোয়া, আশা, ভালোবাসা সবকিছুই তাদের মাথার উপর মেঘের সুশীতল ছায়া হিসেবে সবসময় বইছিল যেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দলবেঁধে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য গিয়ে হেনস্থা হয়েছে ডিবি'র কাছে। কথা বলতে না পেরে চরম মনোকষ্ট নিয়ে ফিরে এলেও শিক্ষকদের সাথে গোটা জাতি সেই মনের কষ্ট ভাগ করে নিয়ে আন্দোলনকে প্রবল গতিবেগে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। যেটা হঠকারী আটককারীদের বোঝার শক্তিতে কুলায়নি। বরং তারা অন্যায় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বার বার রং ট্রিগার চেপে মানুষের মনকে তিক্ত করে ক্ষমতাসীনদের ভিত উল্টানোকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল।

পৃথিবীর প্রতিটি কর্নারে। নিয়ন্ত্রিত ও সরকারি পোষা গণমাধ্যমের কপটতায় প্রকৃত মৃত্যুসংখ্যা গোপন করা হলেও তা বেশিদিন গোপন থাকেনি। এমনকি ইন্টারনেট ও মোবাইল ডাটা সার্ভিস বন্ধ করে দিয়ে এ আন্দোলনের সংবাদ ও তথ্য প্রচারে হীন প্রচেষ্টা চালানো হলেও সেটা গোপন করা যায়নি। বিদেশি সূত্রের গণমাধ্যমের দ্বারা মানুষ পরবর্তীতে জানতে পেরেছে।

তাদের নির্মম মৃত্যুর ফলে শত শত লাশ আর আহতদের পরিবারের আহাজারি, কান্না, বিলাপ আর অভিমাপে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠার পরও ভাড়াটিয়া গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে হত্যাকারীরা। পালিয়ে যাবার মুহূর্তে

অগ্নিকাণ্ডে দেশের সম্পদ ধ্বংস করে প্রলয় চালাতে কুণ্ঠিত হয়নি তারা।

দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজদেরকে মোটাতাজাকরণে লিপ্ত করে দেশকে বৈষম্যের আখড়া বানানোর কুশীলবরা অনেকে এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি আঁচ করে আগেভাগেই দেশ ছেড়ে আত্মগোপনে সটকে পড়তে শুরু করলে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। হত্যা, খুন, ডাকাতি চলে কয়েকদিন ধরে। দেশের মানুষ পাড়ায় পাড়ায় দলবেঁধে সেসব ডাকাতদেরকে প্রতিহত করতে থাকে। মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে রাত জেগে পাহারা বসানো হয়।

কয়েকদিন ধরে দেশের অচলাবস্থা নিরসনে সবার আগে স্বেচ্ছাসেবক তরুণরা রাস্তায় নেমে পড়ে। তারা প্রতিটি পাড়ায়-মহল্লায় ধ্বংসস্তূপের ডেবরিজ সরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে নেমে পড়ে। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সংসদ ভবনের গোটা চত্বরকে পরিষ্কার করে হাজার হাজার মোমবাতি জ্বালিয়ে দ্বিতীয় স্বাধীনতা উদ্‌যাপনে শরিক হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ছেলেমেয়ে উভয়েই একত্রে রাজপথে নেমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজে অংশগ্রহণ করেছে, যা হয়ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া বিরল।

এখন একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকারে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, জাপানের মতো আমাদের দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের পার্টটাইম কাজের অভাব হবে না। জাপানে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের ভর্তির পর নবীনবরণ বা ওরিয়েন্টেশনের সময় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকরিদাতা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা চাকরি মেলার আয়োজন করেন। সেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের ডিসিপ্লিনের জ্ঞান অনুযায়ী ব্যবহারিক কাজের সন্ধান ও সুযোগ পান। যারা এর বাইরে থাকে তারাও ছুটি অথবা রাত্রিকালীন সময়ে পার্টটাইম কাজ করে পড়াশুনার জন্য অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। এমনকি যারা পড়াশুনা শেষ করে নির্দিষ্ট গবেষণাকর্ম করতে চান তাদেরকেও অগ্রীম চুক্তি সই করার মতো ব্যবস্থা সেখানে নেওয়া হয়। আমাদের শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব কমানোর জন্য এসব আগামী দিনের কর্মমুখী পরিকল্পনায় বর্তমান তরুণ মেধাবীদেরকে দিয়ে নীতি-মডেল তৈরি করতে হবে।

আরেকটি বিষয় হলো বর্তমান তরুণরা ছাত্র সংসদ কেন্দ্রিক শিক্ষার্থীবান্ধব রাজনীতির পক্ষে। তারা লেজুড়বৃত্তি দলীয় রাজনীতির ঘোরবিরোধী। শিক্ষাঙ্গণে রাজনীতি নিষিদ্ধের পাশাপাশি সকল পেশাদারী প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অফিস-আদালতে তোয়াজ-তোষণের রাজনীতি বন্ধ করে সকল সেক্টরে নিজস্ব গবেষণা

সেল চালু করতে হবে। মেধা উন্নয়নের মাধ্যমে নিজস্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য তরুণদেরকেই ভাবতে হবে। আমাদের দেশে বছরে শ্রমবাজারে সংযুক্ত হয় ২০ লক্ষ নতুন তরুণ। তাদের স্কিল থাকে না। ফলে বেকারত্বের, হতাশায় ডুবে যায় শিক্ষিত তরুণরা। এটা আমাদের দেশে চাকরি ও আয় বৈষম্য সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বাড়ায়। সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট চাকরি প্রাপ্তিতে বৈষম্য ঠেকানোর ফলেই সূচিত হয়ে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার পতন ঘটিয়েছে। সুতরাং দিনের আলো বাকি থাকতেই আগামী দিনের শিক্ষিত বেকার ও সকল তরুণদের কর্মসংস্থান নিয়ে ভাবতে হবে। এই চিন্তার ভার বর্তমান তরুণদেরকেই দিতে হবে, নিতে হবে।

সাম্প্রতিক আন্দোলন ঠেকানোর ঘটনাপ্রবাহে যে ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা খুব দ্রুত পুষিয়ে ওঠা কঠিন। নিজের উপর নিজের দায়িত্ব কী সেটা ভুলে যাওয়ায় সবার সামনে গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট অপেক্ষা করছে। এই দেশটা আমাদের সবার। কোনো দেশের মাটি তার সন্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। তাই সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও ভেদাভেদ ভুলে সবাই মিলেমিশে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেশের কল্যাণে নতুন উদ্যমে আবারো কাজ শুরু করি— আজকের দিনে এটাই হোক সবার লক্ষ্য।

প্রফেসর ড. মো. ফখরুল ইসলাম: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের প্রফেসর ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডীন

[সংগৃহীত]

শহিদ রিয়াজের নামে বরিশালের হিজলায় লঞ্চঘাটের পন্টুন উদ্বোধন

২০২৪-এর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত শহিদ রিয়াজের বাড়িতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন নৌপরিবহণ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। ১৯শে জানুয়ারি ২০২৫ দুপুরে বরিশালের হিজলাতে BRWTP-1 প্রকল্পের আওতায় প্রক্রিয়াধীন হিজলা ল্যান্ডিং স্টেশন/লঞ্চঘাট নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে শহিদ রিয়াজের গ্রামের বাড়িতে যান নৌপরিবহণ উপদেষ্টা।

এ সময় তিনি নিহতের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সান্ত্বনা দেন। উপদেষ্টা রিয়াজের পরিবারের হাতে নগদ আর্থিক সহায়তা তুলে দেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে বলেও আশ্বাস দেন। অতঃপর উপদেষ্টা মহোদয় রিয়াজের কবর জিয়ারত করেন ও তার আত্মার রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মোনাজাতে অংশ নেন।

এর পূর্বে শহিদ রিয়াজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তার স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে রিয়াজের নামে বরিশালের হিজলায় একটি লঞ্চঘাটের পন্টুন উদ্বোধন করেন নৌপরিবহণ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা।

প্রতিবেদন: সমরেশ দাস

কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহালে আদালতের দেওয়া রায়ের প্রতিবাদে ও কোটা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষার্থীরা।

৯ই জুন রবিবার বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা বরিশাল-পটুয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক হয়ে ভোলা রোড প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসে শেষ হয়।

শিক্ষার্থীরা 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে'; 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার'; 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে'; 'লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে'; 'কোটা প্রথা, বাতিল চাই বাতিল চাই'; 'আপোশ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম'; 'মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'– ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন পদাতিকের সভাপতি ভূমিকা সরকার বলেন, আমরা এখানে মূলত কোটা প্রথা সংস্কারের দাবিতে এসেছি। আমি একজন নারী, আমি চাই যে নারী কোটা না থাকুক। নারী কোটার মাধ্যমে নারীদের সমাজে আরও বেশি হেয় করা হয়। ৩০% মুক্তিযোদ্ধা কোটাসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় কোটা ব্যবস্থাগুলোও বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী আরেক শিক্ষার্থী বলেন, ৫৬ শতাংশ কোটা কোনো দেশের স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে না। মেধাবীরা পরিশ্রম করে চাকরি পাবে, কোটায় নয়। কোটা প্রথা কখনোই জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে না। এটা দেশের মেধাবীদের সঙ্গে একধরনের উপহাস করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার ৫ই মে সরকারি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাসহ অন্য কোটা বাতিল করে জারি করা পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছেন উচ্চ আদালত। ফলে সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা বহাল থাকবে।

[সূত্র: ঢাকা টাইমস, ৯ই জুন ২০২৪]

কোটা আন্দোলনে উত্তাল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ

সরকারি চাকরিতে ২০১৮ সালের পরিপত্র বাতিল করে কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের রায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সকল চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ এবং মহাসড়ক অবরোধ করেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষার্থীরা।

২রা জুলাই মঙ্গলবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরে দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

এ সময় শিক্ষার্থীরা 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার'; 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে'; 'লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে'; 'আপোশ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম'; 'মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'– ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সুজয় বিশ্বাস শুভ বলেন, যারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তারা যদি ঠান্ডা মাথায় ভাবতেন তাহলে বুঝতে পারতেন কোটা কার প্রয়োজন আর কার প্রয়োজন না। আমাদের চারপাশে যে খেটে খাওয়া, নিপীড়িত ও শ্রমজীবী মানুষ রয়েছেন তাদের চেয়ে অনেক বেশি রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা একজন মুক্তিযোদ্ধা গ্রহণ করেন। সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকারী একটি পরিবারের সন্তানদের আলাদাভাবে কোটার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি না।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থী নুর মোহাম্মদ বলেন, কোটার মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে একটা জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে রাখা হচ্ছে। স্বাধীন দেশে থেকেও আমরা কোটা প্রথার কারণে বৈষম্যের শিকার হচ্ছি। তাই অনতিবিলম্বে বৈষম্যমূলক এই কোটার সংস্কার চাই।

[সূত্র: ঢাকা টাইমস, ২রা জুলাই ২০২৪]

কোটা বাতিলের দাবিতে কাফন পরে ববি শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

কোটা বাতিলের দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছেন। বুধবার ৩রা জুলাই শিক্ষার্থীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনেকটাই জোরালো হয়েছে আন্দোলন কর্মসূচি। এদিন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহাল রেখে হাইকোর্টের আদেশের প্রতিবাদে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের কাফন পরে মহাসড়কে অবস্থান করতে দেখা গেছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী মাইনুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, লোকপ্রশাসন বিভাগের মো. মিরাজ হোসেন, নাইমুর রহমান, কাইউম, ইংরেজি বিভাগের তামিম ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অপর্ণা আক্তার।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ৩রা জুলাই বেলা ১১টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। পরে তারা সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা সড়কে অবস্থান শেষে দুপুর ২টার দিকে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেয়। তবে চার দফা দাবিসহ কোটা বাতিলের দাবি আদায় না হলে লাগাতার আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভূমিকা সরকার বলেন, কোনো বৈষম্যহীন রাষ্ট্রে ৫৬ শতাংশ কোটা থাকতে পারে না। তীব্র আন্দোলনের মুখে সরকার যেখানে কোটা পদ্ধতি বাতিল করেছিল হাইকোর্ট কেন সেই কোটাকে আবার পুনর্বহাল করল আমরা জানি না। আমি নিজে মেয়ে হয়েও বলছি, আমাদের মেয়েদের জন্য আলাদা কোটার প্রয়োজন নেই। নারী-পুরুষ আমরা সবাই সমান। কোটা বাতিল হোক এটাই আমাদের চাওয়া।

অপর শিক্ষার্থী সেঁজুতি বলেন, আমরা কোটা চাই না। অবিলম্বে এর বাতিল চাই। আশা করি, কোটা বাতিল করে আদালত রায় প্রদান করবেন। যদি তা বাতিল না হয়, তাহলে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী তামিম ইকবাল বলেন, ২০১৮ সালের রক্তের দাগ আজও শুকায়নি। আমাদের সেই সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার পথে। কাফন

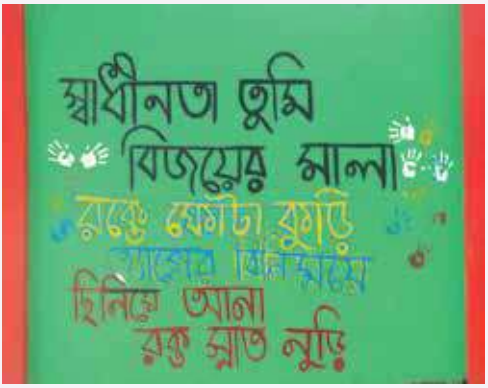

পরে রাস্তায় নেমেছি। কোটা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরব না।

এদিকে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধের কারণে বরিশাল নগর ও খয়রাবাদ সেতু প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা এবং ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় চলাচলকারী যানবাহনের চালক-হেলপারসহ যাত্রীদের পড়তে হয় ভোগান্তিতে। তবে অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি প্রয়োজনের যানবাহনের চলাচল স্বাভাবিক ছিল। এদিকে গণপরিবহণে অনেকেই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে পায়ে হেঁটে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেন।

ঢাকা থেকে পটুয়াখালীর কলাপাড়ার উদ্দেশে রওনা দেওয়া মো. পারভেজ জানান, দীর্ঘ সাড়ে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় জার্নি করে এখানে এসে দুই ঘণ্টা ধরে আটকা আছি। এতে শুধু আমার না গোটা পরিবহণের সবার ভোগান্তি হচ্ছে। যারা কাছের যাত্রী ছিলেন তারা তো নেমে হেঁটে সামনে চলে গেছেন। আমার পক্ষে তাও সম্ভব হচ্ছে না।

নলছিটি থেকে বরিশালগামী বাসের যাত্রী আ. ছাত্তার বলেন, দাবি আদায়ে আন্দোলন করতে হয়, এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু আন্দোলনের নামে কথায় কথায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে আমাদের ভোগান্তির শেষ থাকে না। এক কথায় তাদের হাতে বিভাগের পাঁচ জেলার মানুষ আমরা জিম্মি। তিনি বলেন, তাদের আন্দোলনও চলুক, তবে সেটা সাধারণ মানুষের চলাচলের পথ আটকে নয়।

[সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৩রা জুলাই ২০২৪]

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণ উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতে স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ১লা জানুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অভ্যুত্থানে আহত দুই শিক্ষার্থীর হাতে স্বাস্থ্যকার্ড তুলে দেন প্রধান উপদেষ্টা। গণ-অভ্যুত্থানের এই দুই যোদ্ধা হলেন– নরসিংদী ইউনাইটেড কলেজের শিক্ষার্থী ইফাত হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী ইসরাত জাহান ইমু। গত বছরের ১৯শে জুলাই আন্দোলনের সময় নরসিংদীতে পুলিশের গুলিতে দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি হারান ইফাত। তিনি এখনো এক চোখে দেখতে পান না।

অপরদিকে ১৫ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নারী শিক্ষার্থীদের ওপর নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত ইসরাত বর্তমানে বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন আছেন। তাদের দুজনের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসাসেবা ও অন্যান্য বিষয়ের খোঁজ নেন প্রধান উপদেষ্টা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট জেলায় স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণ করা হবে। স্বাস্থ্যকার্ডের উদ্বোধন ঘোষণা করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'এই স্বাস্থ্যকার্ড থাকার অর্থ হলো এক বছর পরে হোক, দুই বছর পরে হোক যে কোনো সময় দেশের যে-কোনো সরকারি হাসপাতালে কার্ডধারীরা চিকিৎসা পাবেন। এই কার্ড সবসময়ই থাকবে।'

এসময় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান, তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম, স্বাস্থ্য সচিব মো. সাইদুর রহমান এবং জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ ও সম্পাদক সারজিস আলম প্রমুখ।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী

কোটা বাতিলের দাবি

মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে ববি শিক্ষার্থীরদের আন্দোলন

কোটা বাতিলের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বই ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার ৪ঠা জুলাই দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। এরপর সড়কে বই ও টায়ার জ্বালান তারা। বিকেল তিনটা পর্যন্ত তাদের অবরোধ কর্মসূচি বিদ্যমান ছিল।

চারদিন ধরে কোটা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছে ববির শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আন্দোলনের গতি বাড়িয়েছে। সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহাল রেখে হাইকোর্টের আদেশের প্রতিবাদে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে করা অবরোধে নানা স্লোগান দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। পরে কথা হলে জিহাদুল ইসলাম নামে ববির এক শিক্ষার্থী বলেন, সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহাল রেখে হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এখন তো কেউ কোটা চায় না, সবাই মেধা দিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। কোটা নিয়ে নাটকের অবসান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।

অপর শিক্ষার্থী তারেক বলেন, সরকারি চাকরিতে পুনরায় কোটা পদ্ধতি বহাল রাখা হয়েছে। এই খবর শোনা মাত্রই দেশের ছাত্রসমাজ কোটাবিরোধী আন্দোলনে রাজপথে নেমেছে। বেশ কয়েকদিন ধরে টানা অবস্থান কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছি।

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ফারিয়া সুলতানা লিজা বলেন, ২০১৮ সালে আমাদের অধিকার ফিরে পেয়েছিলাম। অথচ তা আবার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কোটা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাস্তায় থাকব। আমাদের কোটার প্রয়োজন নেই। কোটা আমাদের দেশের মেধাকে শূন্য করে দিচ্ছে। এটা শুধু আমাদের দাবি না, পুরো দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীর দাবি। তাই শিগ্‌গিরই কোটা বাতিল করা হোক।

বিক্ষোভ চলাকালীন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ইসমাইল তালুকদার, সাজ্জাদ, লোকপ্রশাসন বিভাগের হাসিবুর রহমান শেখ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আবু নছর মোহাম্মদ তোহা, আইন বিভাগের শিক্ষার্থী মাইনুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের তামিম ও সমাজবিজ্ঞান

বিভাগের অপর্ণা আক্তার।

শিক্ষার্থীরা বলেন, কোটা রেখে বাকিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যারা মেধাবী রয়েছে, তাদের যোগ্যতা কেন কেড়ে নিচ্ছে? এ সিদ্ধান্ত দেশকে মেধাবী শূন্য জাতিতে পরিণত করবে। আমরা কোটা চাই না। অবিলম্বে এ পদ্ধতি বাতিল চাই। আশা করি কোটা বাতিল করে আদালত রায় প্রদান করবেন। যদি কোটা বাতিল না হয়, তাহলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।

এদিকে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধের কারণে বরিশাল শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও খয়রাবাদ সেতু প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা এবং ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় চলাচলকারী যানবাহনের চালক-হেলপারসহ যাত্রীদের পড়তে হয় ভোগান্তিতে। তবে অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি প্রয়োজনের যানবাহনের চলাচল স্বাভাবিক ছিল। এদিকে গণপরিবহণে থাকা অনেককেই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে পায়ে হেঁটে আন্দোলনস্থল অতিক্রম করে গন্তব্যের দিকে যেতে দেখা গেছে।

বরিশাল মেট্রোপলিটনের বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর মুকুল বলেন, শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সবসময় সজাগ আছে। যানবাহন ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি যাতে তারা দ্রুত রাস্তা ছেড়ে দেয়।

[সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৪ঠা জুলাই ২০২৪]

টিসিবির কার্যক্রম পরিচালিত হবে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, কাগুজে ব্যবস্থার পরিবর্তে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে এখন থেকে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। উপদেষ্টা ৮ই জানুয়ারি ঢাকায় তেজগাঁওয়ে বেগুনবাড়ি দীপিকার মোড়ে নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে ভরতুকি মূল্যে শুধুমাত্র স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একথা বলেন।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, টিসিবি পণ্য বিতরণে ডিজিটালাইজড কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই এ কার্যক্রমের আওতায় ৬৩ লাখ স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, তিনি ন্যায়ভিত্তিক বিতরণ কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্রয়কে আরো স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারী একজন গ্রাহক ভোজ্যতেল দুই লিটার ২০০ টাকা, মসুর ডাল দুই কেজি ১২০ টাকা এবং এক কেজি চিনি ৭০ টাকায় কিনতে পারবেন।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বৃষ্টিতে থেমে নেই আন্দোলন, বরিশালে ‘বাংলা ব্লকেড’

বৃষ্টিতে থেমে নেই কোটাবিরোধী আন্দোলন। বাংলা ব্লকেড করে মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা। রবিবার ৭ই জুলাই বেলা ১১টায় অবস্থান কর্মসূচির পরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা।

রবিবার ৭ই জুলাই বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন তারা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এদিকে সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহাল রেখে হাইকোর্টের আদেশের প্রতিবাদে পঞ্চম দিনে মতো উত্তাল ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ। বেলা ১১টা থেকে টানা তিন ঘণ্টা বরিশালের নথুল্লাবাদ এলাকায় সড়ক অবরোধ করে রাখেন তারা।

ববি আন্দোলনের সমন্বয়ক সুজয় শুভ বলেন, সারা বাংলার সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করার। সেই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মেধাকে অগ্রাধিকার দিতে আমাদের আন্দোলন। শিক্ষার্থীদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার ঘোষণা তাদের।

বরিশাল ব্রজমোহন (বিএম) কলেজের এস এম রাজু বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোটা হলো সংবিধান পরিপন্থী একটা বৈষম্যমূলক বিতর্কিত ব্যবস্থা। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দিতেই কোটা বাতিল

করা উচিত। আন্দোলন সফল করতে যে-কোনো পরিবেশ-পরিস্থিতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এর আগে শনিবার ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ডাক দেন একাধিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সাকিল আহমেদ বলেন, বৈষম্যমূলক কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে আমরা সবসময় রাজপথে আছি এবং আমাদের দাবি না হওয়া পর্যন্ত আমরা থাকব। এই কোটা ব্যবস্থার কারণে প্রত্যেক বছর দেশ ছাড়ছে হাজারও মেধাবী। তাই আমরা দ্রুত এই কোটা পদ্ধতির সংস্কার চাই।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী লুৎফুন্নেসা স্মৃতি বলেন, আমাদের এ আন্দোলন সকল চাকরিতে সকল বৈষম্যমূলক কোটা বাতিলের জন্য। আমরা চাই মেধাভিত্তিক নিয়োগ পদ্ধতি। সকল সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন– সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মো. জাহিদুল ইসলাম, আইন বিভাগের শহিদুল ইসলাম, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের রিফাত, দর্শন বিভাগের নিবেদিকা দাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সুজন, ইংরেজি বিভাগের শারমিলা জাহান সেঁজুতি। বিএম কলেজের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ইনামুল হক, হান্নান উদ্দিন ও নাইমুর রহমান প্রমুখ।

[সূত্র: আরটিভি নিউজ, ৭ই জুলাই ২০২৪]

বিডা ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের নতুন সংস্করণ চালু

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সেবা সহজ করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টালের নতুন সংস্করণ চালু হয়েছে। ৫ই জানুয়ারি ২০২৫ এই সংস্করণ উন্মোচন করা হয়।

ওএসএস পোর্টালে নতুন সংস্করণের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের জন্য সেবা আরও সহজ ও স্বচ্ছ করা হয়েছে। এই সংস্করণে পাবলিক সার্ভিস পারফরম্যান্স ড্যাশবোর্ড, অনলাইন মনিটরিং ও ট্র্যাকিং সুবিধা এবং লগইন ছাড়াই সেবা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার সুযোগ যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সেবাগ্রহীতাদের আবেদন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ অবস্থান অনলাইনে ট্র্যাক করার জন্য অনলাইন মনিটরিং এবং আবেদন অগ্রগতি ট্র্যাকিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিডা ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিধিমালা- ২০২০ অনুযায়ী, আবেদনকারীর আবেদন নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি হচ্ছে কি না, তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মনিটরিং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা সময়মতো তাদের সেবা নিশ্চিতভাবে পেতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি চালু হওয়া বিডার ওএসএস পোর্টালের মাধ্যমে বর্তমানে ৪৪টি সংস্থার ১৩৪টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা একটি পোর্টাল ব্যবহার করে এক জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় সেবা নিতে পারেন, যা সময় ও খরচ সাশ্রয় করে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নতুন সংস্করণটি বিনিয়োগকারীদের জন্য আরও উন্নত, স্বচ্ছ ও দ্রুতগামী সেবা নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পোর্টালের ঠিকানা: https://bidaquickserv.org|

প্রতিবেদন: আলেয়া রহমান

কোটা বাতিলের দাবি

আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ববি শিক্ষার্থীদের

সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের দাবিতে ষষ্ঠ দিনের মতো আজ সোমবার মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষার্থীরা। এ সময় যে-কোনো পরিস্থিতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন আন্দোলনকারীরা।

৮ই জুলাই সোমবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাউন্ড ফ্লোরে মানববন্ধনের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়। পরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। এর আগে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনসহ আন্দোলন সফল করতে গতকাল ৭ই জুলাই রবিবার দুপুর ১২টার দিকে ২৩ সদস্যের সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের নওরিন নূর তৃষা বলেন, কোটা পদ্ধতি পাকিস্তানি শোষণ-বৈষম্যের পতাকা বহন করছে। অতি সত্বর আমরা এই কোটা পদ্ধতি থেকে মুক্তি চাই।

অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী আ. রহমান বলেন, বর্তমান কোটাব্যবস্থা সংশোধন করে সমতার ভিত্তিতে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। আমরা চাই, মেধাবী প্রার্থীদের জন্য সুযোগ বাড়ানো হোক। আমরা শিক্ষার্থীরা আগের ন্যায় ক্লাসে ফিরে যেতে চাই। চাই আবারও নিয়মিত বইখাতা নিয়ে বসতে। তিনি সরকারের প্রতি দাবি জানান, শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবি মেনে নিয়ে ক্লাসে ফিরিয়ে নিন।

এদিকে আন্দোলনে পটুয়াখালী-বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন দূরদূরান্তের যাত্রীরা। আজ বেলা ৩টায় আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে কর্মসূচি মুলতুবি রাখেন ববি শিক্ষার্থীরা।

[সূত্র: আজকের পত্রিকা, ৮ই জুলাই ২০২৪]

কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএম কলেজের শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল ও ২০১৮ সালের পরিপত্র বহাল রাখার দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন বরিশালের সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

৯ই জুলাই মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা এবং বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে বরিশালের সঙ্গে সারাদেশের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিএম কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বরিশাল কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল নথুল্লাবাদে যান শিক্ষার্থীরা। পরে সেখানে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা। এতে সারাদেশের সঙ্গে বরিশালের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এসময় আন্দোলনকারীরা সমাবেশ করে প্রতিবন্ধী ও অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর কোটা বাদে বৈষম্যমূলক সব কোটা বাতিলের দাবি জানান।

সমাবেশে বিএম কলেজের শিক্ষার্থী হুজাইফা রহমান, এস এম হাসান, হান্নান উদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন। শিক্ষার্থীরা বলেন, যত ভয়ভীতি ও চাপ দেওয়া হোক না কেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা কলেজে ফিরবেন না। তারা যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

কলেজ শিক্ষার্থী হুজাইফা রহমান বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দেশকে মুক্ত করা হলেও আজও কোটা পদ্ধতি পাকিস্তানি শোষণ বৈষম্য বহন করছে।

অতি সত্বর আমরা এ পদ্ধতি থেকে মুক্তি চাই। আমাদের দাবি হলো, মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা। আমরা

শিক্ষার্থীরা আগের মতো ক্লাসে ফিরে যেতে চাই। তাই আমাদের যৌক্তিক দাবি মেনে নিয়ে আমাদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

বিএম কলেজের শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধে অন্তত তিন কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন হাজার হাজার যাত্রী। বেলা দুইটায় তিন ঘণ্টা অবরোধের পর মহাসড়ক ছেড়ে দেন শিক্ষার্থীরা। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বেলা দুইটায় বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিলে বেলা তিনটার দিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একই দাবিতে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করলে আবার যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে বরিশাল থেকে দক্ষিণের জেলা ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলার সঙ্গে সারাদেশের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সড়কের দুই প্রান্তে অসংখ্য যাত্রী ও পণ্যবাহী যান আটকা পড়ে।

বেলা আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। পরে একাডেমিক ভবনের সামনে সমাবেশ করেন। সমাবেশ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করে স্লোগান দিতে থাকেন আন্দোলনকারীরা।

সমাবেশে শিক্ষার্থীরা বলেন, আমাদের দাবি একটাই, বৈষম্যমূলক কোটা পদ্ধতির বিলোপ। একটি স্বাধীন দেশে এ ধরনের বৈষম্য থাকতে পারে না। এ জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি। অযৌক্তিক কোটা পদ্ধতির কারণে প্রতিবছর হাজারো মেধাবী শিক্ষার্থী দেশ ছাড়ছেন। এতে দেশ মেধাশূন্য হচ্ছে। আমরা দ্রুত এই কোটা পদ্ধতির সংস্কার চাই।

দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী নিবেদিকা দাস বলেন, কোটা পদ্ধতির কারণে দেশে কর্মসংস্থান না হওয়ায়

অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এর ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে দেশ পিছিয়ে পড়বে। এ জন্য আমরা দ্রুত এই পদ্ধতির সংস্কার চাই। এটা দেশের সব শিক্ষার্থীর দাবি।

এতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। বাসযাত্রী আবির হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবি যৌক্তিক। এর প্রতি আমাদেরও সমর্থন আছে; কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে মহাসড়কে আটকে আছি। খুব কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে এর একটা সমাধান দরকার। সন্ধ্যা সাতটার দিকে মশাল মিছিল শেষে অবরোধ তুলে নেওয়ার কথা জানান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

[সূত্র: প্রথম আলো, ৯ই জুলাই ২০২৪]

জানি আঁধার
রাত ঘনিয়ে
হবে
সূর্যোদয়
Asfa Farzana

বাংলাদেশ

বরিশালে ছড়িয়ে পড়েছে আন্দোলন, যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে দেশব্যাপী সর্বাত্মক ব্লকেড কর্মসূচিতে বরিশালে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ১০ই জুলাই বুধবার এ আন্দোলনে আরও কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যুক্ত হয়েছেন। সকালে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষার্থীরা।

একই সময়ে বরিশাল হাতেম আলী কলেজের শিক্ষার্থীরা চৌমাথায় অবরোধ করেন। এছাড়া বিএম কলেজ ও টেক্সটাইল কলেজের শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক আটকে অবরোধ করেছেন নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে। এতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মহাসড়ক অনেকটা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

বুধবার সকালে ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবনের নীচতলা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন ববি শিক্ষার্থীরা, যা গোটা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কে এসে পৌঁছায়। অবরোধের শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দাবি আদায়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এ মহাসড়কের ওপর অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।

এসময় শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, সব চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে তারা আন্দোলন করছেন। তাদের দাবি মানা না হলে আরও কঠোর আন্দোলনে বাধ্য হবেন।

এদিকে মহাসড়ক অবরোধে সড়কের উভয় প্রান্তে যানবাহন আটকে যায়। আন্দোলনের কারণে সাধারণ যাত্রীদের গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যেতে দেখা গেছে। আর পণ্যবাহী গাড়িগুলো সড়কের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

দুপুর ১২টার দিকে কোটা বাতিলের দাবিতে হাতেম আলী কলেজ শিক্ষার্থীরা মহাসড়কের চৌমাথা এলাকায় অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ওই কলেজের শিক্ষার্থীরা জানান, আমরা কোটা চাই না, মেধার মূল্যায়ন চাই। দাবি মানা না হলে ধীরে ধীরে আন্দোলন বেগবান হবে। একই সময়ে বিএম কলেজ শিক্ষার্থীরা নথুল্লাবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে আন্দোলনে যুক্ত হন টেক্সটাইল কলেজের শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনকারী ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ইমাম হাসান ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানের নাহিদ হোসেন বলেন, স্বাধীন দেশে চাকরিতে কোটা শিক্ষার্থীরা মানবেন না। এটা এক ধরনের প্রহসন। কোটা বাতিল না হলে তারা মাঠ ছাড়বেন না। এদিকে আন্দোলন চলাকালে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, চৌমাথা এবং নথুল্লাবাদে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল।

[সূত্র: আজকের পত্রিকা, ১০ই জুলাই ২০২৪]

প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়েও আটকানো যায়নি শিক্ষার্থীদের

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষার্থীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার ১১ই জুলাই বিকেলে অবরোধ শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় পুলিশ শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস থেকে বের না হতে নির্দেশনা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা বাধা উপেক্ষা করে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার্থীরা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিকেলে ক্যাম্পাস সংলগ্ন মহাসড়ক অবরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রাবাসে গিয়ে অবরোধ না করার নির্দেশনা দেয়। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বাধা উপেক্ষা করে দুটি ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীরা মিছিল করে বাইরে বেরিয়ে মহাসড়কে অবস্থান নেন। এসময় তারা সড়কের ওপর আগুন জ্বালিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন। পরিস্থিতি প্রতিকূলে বুঝতে পেরে পুলিশ নীরব ছিল।

কোটাবিরোধী আন্দোলন সমন্বয় কমিটির সদস্য সুজয় শুভ জানান, আমাদের যৌক্তিক দাবি আদায়ে শত বাধা উপেক্ষা করে মাঠে থাকব। সরকার আমাদের দাবি যতদিন মেনে না নেবে, ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

সমন্বয় কমিটির উপদেষ্টা নাঈম উদ্দিন বলেন, বিগত দিনেও নানা যৌক্তিক দাবিতে সংগ্রাম-আন্দোলন করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও পুলিশ সদস্যদের হস্তক্ষেপ ছিল নজিরবিহীন।

এ ব্যাপারে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার আলী আশরাফ ভূঁইয়া বলেন, মহাসড়ক অবরোধের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের ৫ জেলার হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়েন। জনসাধারণের ভোগান্তি লাঘবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম।

[সূত্র: বরিশাল ব্যুরো, সমকাল, ১১ই জুলাই ২০২৪]

কোটা সংস্কার আন্দোলন

শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে পবিপ্রবিতে বিক্ষোভ

সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি সংস্কার দাবির কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার ১২ই জুলাই বিকেল ৪টায় পবিপ্রবির টিএসসি থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় ও উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জয় বাংলা চত্বরে এসে শেষ হয়। এসময় বৈষম্যমূলক কোটা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।

মিছিল শেষে এক সংক্ষিপ্ত সভায় আইন ও ভূমি প্রশাসন অনুষদের শিক্ষার্থী আব্দুল আজিজ তার বক্তব্যে বলেন, ভাষা আন্দোলনে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী যেমন এদেশের ছাত্রসমাজের ওপর বর্বর হামলা চালিয়েছিল, ঠিক একইভাবে কুবি, চবিসহ আরও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে। আমরা এদেশের ছাত্রসমাজ এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। আব্দুল আজিজ আরও বলেন, আমাদের এই দাবি নির্বাহী বিভাগের কাছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে সঠিকভাবে কোটা সংস্কার করলেই ছাত্রসমাজ পড়ার টেবিলে ফিরে যাবে।

[সূত্র: সমকাল, ১২ই জুলাই ২০২৪]

কোটা সংস্কারের দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মশাল মিছিল

বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মশাল মিছিল করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। রবিবার ১৪ই জুলাই রাত ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে শুরু হয় এ মিছিল। মিছিলটি বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেইটে এসে শেষ হয়। এর আগে বিকেল পাঁচটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে শিক্ষার্থীরা। এসময় শিক্ষার্থীরা কোটার যৌক্তিক সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত সকল ধরনের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য সুজয় শুভ বলেন, আমরা চাই পড়ার টেবিলে ফিরে যেতে। এই রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে রাস্তায় থাকতে আমরা আগ্রহী নই। রাষ্ট্রপক্ষ যদি আমাদের দাবি মেনে নেয় তাহলে আমরা বিজয় মিছিলের মাধ্যমে ঘরে ফিরে যাব। অন্যথায় আমরা আরও কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচির দিকে যাব।

মশাল মিছিলে শিক্ষার্থীরা 'আঠারোর তামাশা, আর না আর না'; 'আমার ভাই আহত কেন, প্রশাসন জবাব চাই'; 'একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবারসহ নানা স্লোগান দেন। এর আগে বেলা সাড়ে এগারোটায় বরিশাল নগরীর বেলস পার্ক থেকে বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য সংসদে আইন পাসের লক্ষ্যে জরুরি অধিবেশন আহ্বান ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গণপদযাত্রা ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। এসময় বরিশাল জেলা প্রশাসক শহিদুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি তুলে দেন শিক্ষার্থীরা।

[সূত্র: দেশ রূপান্তর, ১৪ই জুলাই ২০২৪]

নতুন ৪ দফা দাবি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবিসমূহ দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের দাবি জানায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত ৮ দফা দাবিসহ বরিশালের প্রেক্ষাপটে আরও নতুন চারটি দাবি উত্থাপন করা হয়। ২৭শে জুলাই শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি তুলে ধরেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক সুজয় শুভ।

দাবিসমূহ হলো– অনতিবিলম্বে হল খুলে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় সাধারণ জনগণকে কোনো ধরনের মামলা বা হয়রানি করা যাবে না। শিক্ষার্থীদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক কোনো ধরনের হয়রানি করা যাবে না। ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও ক্যাম্পাস খোলার পর ক্যাম্পাসের নিরাপদ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

লিখিত বক্তব্যে সুজয় বলেন, গত ১লা জুলাই থেকে সারাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ন্যায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে আসছে। আমাদের যৌক্তিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আদালত কোটা সংস্কারের পক্ষে রায় প্রদান করেন এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগ তা অনুসরণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

তিনি বলেন, আমরা বরাবরই শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলন করে আসছিলাম। কিন্তু আন্দোলন চলাকালীন সময়ে দেশব্যাপী নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের অনেক ভাই বোন আহত ও শহিদ হয়েছে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমরা কারো অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে চাইনি।

তিনি আরও বলেন, নির্বাহী বিভাগ আমাদের কোটা সংস্কারের দাবি মেনে নিয়ে গেজেট প্রকাশ করেছে। আমরা অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং আমাদের দাবিসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ও নানা বাস্তবতায় আমাদের কোনো কর্মসূচি নেই। সারাদেশে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে আমরা আমাদের পরবর্তী করণীয় জানাবো।

তিনি আরও বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করছি, সন্ত্রাস ও সহিংসতার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই এবং এটাকে আমরা ঘৃণা করি। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন কোটা সংস্কারের দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে থাকা মাহমুদুল আলম রাজিব, ভূমিকা সরকার, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

[সূত্র: যুগান্তর, ২৭শে জুলাই ২০২৪]

বরিশালে গ্রাফিতি এঁকে প্রতিবাদ

ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া ও মামলা প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবিতে গ্রাফিতি এঁকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। ২৯শে জুলাই সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের নীচতলায় নানা গ্রাফিতি অঙ্কনের মাধ্যমে এ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

গ্রাফিতিতে নিহত আবু সাঈদসহ বিভিন্ন বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন লেখার মধ্যে ছিল– 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না', 'একি সভ্যতা নাকি সব ভোঁতা?', 'মাথা উঁচু রাখাই নিয়ম!', 'রাষ্ট্রযন্ত্র না গণতন্ত্র' ইত্যাদি।

বরিশালে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ক সুজয় বিশ্বাস শুভ বলেন, যতই অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হোক না কেন, ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের দমিয়ে রাখা যাবে না। সারাদেশে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের ওপর চলমান বর্বরতার

প্রতিবাদে আমরা গ্রাফিতি অঙ্কন কর্মসূচি পালন করেছি।

এদিকে গ্রাফিতি অঙ্কন শেষে কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী শিক্ষার্থীদের মিটিংয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালান বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে ৮-১০ জন আহত হয়েছেন। এ বিষয়ে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর

রহমান মুকুল বলেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থী ও অন্য এক গ্রুপের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। তারা ছাত্রলীগ কি-না তা বলতে পারব না। তবে তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

[সূত্র: জাগোনিউজ২৪.কম, ২৯শে জুলাই ২০২৪]

ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন

ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়াতে ১৪ই জানুয়ারি দক্ষিণ আমেরিকায় বাংলাদেশের একমাত্র দূতাবাসে 'ই-পাসপোর্ট' কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা। ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক কর্নেল মো. আনোয়ার-উল-আলম ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম ও প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং 'ই-পাসপোর্ট' আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপস্থিত বাংলাদেশিদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বাংলাদেশ ও বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু হওয়ার ফলে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া ও ভেনেজুয়েলায় বসবাসরত কয়েক হাজার প্রবাসী বাংলাদেশির জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রক্রিয়াসমূহ সহজতর ও নিরাপদ হবে।

এই সেবা কার্যক্রম চালু করার ফলে এখন থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উল্লিখিত দেশসমূহে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা দূতাবাসে এসে ই-পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়াও দূতাবাস বিভিন্ন শহরে কনস্যুলার পরিষেবার মাধ্যমে ই-পাসপোর্টের আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন। আবেদনকারীরা পাঁচ বছর বা ১০ বছর মেয়াদি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন। রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্রাসিলিয়াতে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে আবেদনকারীদের ই-পাসপোর্ট এনরোলমেন্ট স্লিপ হস্তান্তর করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, ই-পাসপোর্ট প্রক্রিয়ায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হওয়ায় এর বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশের সাথে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী হবে যা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পাসপোর্টের মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। তিনি বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্রাসিলিয়ায় ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

প্রতিবেদন: রিপন আহমেদ

বরিশালে শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ

বরিশালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচিতে দুই দফায় বেধড়ক লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। এ সময় ছাত্রীরা প্রতিবাদ জানাতে সড়কের ওপর বসলে নারী পুলিশ সদস্য দিয়ে তাদের বেধড়ক লাঠিপেটা ও টানাহেঁচড়া করা হয়। এসব ঘটনায় কমপক্ষে ১০ শিক্ষার্থী আহত এবং ১৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় ছবি ধারণ করতে গিয়ে *যুগান্তরের* ফটোসাংবাদিক শামীম আহমেদ ও যমুনা টিভির ক্যামেরা পারসন পুলিশের লাঠিপেটার শিকার হন।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে শিক্ষার্থী-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘোষিত 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালন করতে শিক্ষার্থীরা সড়কে নামলে ঘটনার সূত্রপাত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফকিরবাড়ি সড়ক থেকে সদর সড়কে ওঠার চেষ্টা করে। পরে পুলিশ ফকিরবাড়ি সড়কের মধ্যেই লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। একই সময়ে আরেকদল শিক্ষার্থী কাঠপট্টি সড়ক থেকে বের হয়ে সদর রোডের অশিবনী কুমার হলের সামনে অবস্থান নিলে তাদের ওপরও পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পরে ফকিরবাড়ি সড়কে ছত্রভঙ্গ হওয়া শিক্ষার্থীরা সংগঠিত হয়ে বগুড়া রোড ঘুরে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে আদালত এলাকায় পৌঁছায়। তার আগেই আদালতের প্রধান ফটক আটকে দেওয়া হয়। এসময় শিক্ষার্থীরা সড়কের ওপর বসে পড়ে। একপর্যায়ে তারা নগর ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা বাধা দেয়। লাঠিচার্জ শুরু করলে ছাত্রীরা সড়কের ওপর বসে স্লোগান দিতে থাকে। পরে নারী পুলিশ সদস্যরা লাঠিপেটাসহ তাদের টানাহেঁচড়া করতে থাকে। পরে অতিরিক্ত নারী পুলিশ এনে সড়কে অবস্থান নেওয়া ছাত্রীদের পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়। সেখান থেকে কয়েকজন ছাত্রকেও আটক করা হয়।

[সূত্র: সমকাল, ৩১শে জুলাই ২০২৪]

বরিশালে বৈষম্যবিরোধী বিক্ষোভে ছাত্র-জনতার ঢল

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ঘোষিত বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন বরিশালের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। ৩রা আগস্ট শনিবার বেলা ১১টায় সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজের মসজিদ গেট থেকে কর্মসূচি শুরু করা হয়। মিছিল সহকারে নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল-সংলগ্ন ঢাকা বরিশাল মহাসড়কে অবস্থান নেন তারা। এই বিক্ষোভে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরীর প্রায় সবকটি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা যোগ দেন। একাত্মতা পোষণ করে স্থানীয় বাসিন্দা, শ্রমিক ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ঢল দেখা গেছে এই বিক্ষোভে।

এদিকে সারাদেশে শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ হত্যা, পুলিশি হয়রানি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঘোষিত কর্মসূচিতে একাত্মতা জানিয়ে সড়ক অবরোধ করেন শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভ সহকারে বেরিয়ে আমতলার মোড় অবরোধ করে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

দুপুর ১টার দিকে নথুল্লাবাদে জমায়েত হওয়া কয়েক হাজার আন্দোলনকর্মী মিছিল সহকারে সিএন্ডবি রোড হয়ে আমতলার মোড়ে মেডিকেলের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে যোগ দেন। এ সময়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতনসহ বিভিন্ন দাবি তুলে স্লোগান দিতে দেখা যায়।

শিক্ষার্থী নাজমুন নাহার বলেন, জনগণের রাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে যিনি মানুষ হত্যার অনুমতি দেয় তাকে আমরা ঘৃণা করি। তিনি এখন আমাদের আলোচনার জন্য ডেকেছেন। তিনি এখনো আমাদের সঙ্গে তামাশা করে চলছেন। আমরাই তো তার কাছে আলোচনার জন্য গিয়েছিলাম। তিনি যখন আলোচনার জন্য ডেকেছেন তখন সময় ফুরিয়ে গেছে। তার মতো স্বৈরাচার আর আমরা দেখতে চাই না। কয়েকশো ছাত্র-জনতা হত্যার জবাব তাকেই দিতে হবে।

আরেক শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আছি। সরকার আমাদের আন্দোলন বিপথে নিতে তারাই সহিংসতার সূত্রপাত করেছে। আমাদের ভাই হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরব না। আমাদের কোটার দরকার নেই, প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, নিহত ভাইদের ফেরত দিতে।

শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী রিফাত বলেন, আমাদের ভাইদের পাখির মতো গুলি করে মেরেছে। বিশ্বের কোনো ইতিহাসে নেই, এত নৃশংসতা একটি স্বাধীন দেশে চলতে পারে। সরকার আমাদের সঙ্গে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। তার কাছে আমাদের কিছুই চাওয়ার নেই। রাষ্ট্র সংস্কার করে আমরা ঘরে ফিরব।

আন্দোলনের জমায়েত হওয়ার সময়ে নথুল্লাবাদে এক শিক্ষার্থী একটি দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আসলে তাকে আন্দোলনকারীরা মারধর করে এলাকা ছাড়া করেন। আহত ওই শিক্ষার্থীর নাম মৃদুল (২২)। সে সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের শিক্ষার্থী।

আন্দোলনকারীরা দাবি করেছেন, তাদের অহিংস আন্দোলনে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে ছাত্রলীগের কর্মীরা অস্ত্রসহ যোগ দিয়েছে। বিষয়টি টের পেয়ে অস্ত্রসহ যোগ দেওয়া ওই ছাত্রকে মারধর করা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে কোনো বক্তব্য দেয়নি শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক সুজয় শুভ বলেন, আলোচনার টেবিলে ফেরার আর কোনো সুযোগ সরকার রাখেনি। এখন যা বলছেন, এটিও সরকারের নাটক। আমরা তো সরকারের কাছেই দাবি তুলেছিলাম। অথচ আমরা দেখলাম তিনি তার সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্রলীগ, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের হত্যা আর নির্যাতন করেছে। আমরা প্রতিটি হত্যার বিচার চাই। যতদিন পর্যন্ত বিচার না পাব ততদিন পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়ব না।

এদিকে সকালে নথুল্লাবাদ, চৌমাথা, আমতলার মোড়সহ নগরীর বিভিন্ন স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল বাড়ানো হলেও শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক দখলে নিলে পুলিশ সদস্যদের সরে যেতে দেখা গেছে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এরপর বিকেল ৩টার দিকে সড়ক ছাড়েন শিক্ষার্থীরা।

[সূত্র: ঢাকা পোস্ট, ৩রা আগস্ট ২০২৪]

জনবান্ধব ভূমিসেবায় কাজ করছে ভূমি মন্ত্রণালয়

জনগণকে উন্নত ও সমন্বিত ভূমি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অটোমেটেড ভূমি সেবা (land.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এ সিস্টেমে নাগরিকগণ একবার নিজ নিজ মোবাইল নাম্বার ও জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন নম্বরের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে মিউটেশন ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, পর্চা, খতিয়ান, ম্যাপ উত্তোলনের মত ভূমিসেবা সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। ১৫ই জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।

নতুন চালুকৃত সফটওয়্যারগুলোর কিছু কারিগরি ত্রুটি ও আন্তঃসমন্বয় সংক্রান্ত জটিলতা, ডেটা সেন্টারের সার্ভার ও মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত কম্পিউটারে সংযোগকৃত ইন্টারনেটের শ্লথ গতির কারণে সাধারণ জনগণ সেবা গ্রহণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। ভূমি সেবা গ্রহণে সেবা গ্রহীতাদের সাময়িক সুবিধার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

জনগণ যেন দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন সেবা পেতে পারেন সে লক্ষ্যে সারাদেশের উপজেলা, সার্কেল, মেট্রো ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন, পৌর, ভূমি অফিসের সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নতুন চালুকৃত সফটওয়্যারগুলোর বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভূমি মন্ত্রণালয়ে সেবা কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করেছে। সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভূমি সেবা সিস্টেমসমূহ এখন অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে কাজ করছে এবং জনগণ ভূমিসেবা নিতে পারছেন।

প্রতিবেদন: জেসিকা রহমান

শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্টের সামনে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্টের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ৩রা আগস্ট শনিবার সকাল ১০টায় লেবুখালিস্থ শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্টের সামনে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। এ সময় তারা ৯ দফা দাবিসহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার পদত্যাগ করে সেনাবাহিনী সরকারের দাবি তোলেন। কর্মসূচি পালনকালে 'এই মুহূর্তে দরকার সেনাবাহিনীর সরকার', 'আমি কে, তুমি কে, রাজাকার, রাজাকার', 'দফা এক দাবি এক, স্বৈরাচারের পদত্যাগ, শেখ হাসিনার পদত্যাগ'– এসব স্লোগান তুলে বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভ মিছিল শেষে বক্তারা বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের যেভাবে পুলিশ বাহিনী ও আওয়ামী পেটোয়া বাহিনী হত্যা করছে তার বিচার চাই। আমাদের শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের দিনের পর দিন হত্যা করা হচ্ছে। আমরা তার সুষ্ঠু বিচার পাচ্ছি না। আমাদের ৯ দফা দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত মেনে না নিচ্ছে আমরা রাজপথ ছাড়ছি না। পরে বরিশালের সর্বস্তরের সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্টের জেওসি'র নিকট স্মারক লিপি প্রদান করা হবে বলে জানান তারা।

[সূত্র: সকালের সময়, ৩রা আগস্ট ২০২৪]

গেজেট থেকে বরিশাল বিভাগের শহিদদের তালিকা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গেজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে বরিশাল বিভাগের শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

গেজেট নং	মেডিক্যাল কেস আইডি	শহীদের নাম	পিতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
১৮	৮৯	সাজিদ হাওলাদার	সুলতান হাওলাদার	উত্তর বাড্ডা, ঢাকা	সুন্দরকাঠি, গোমা দুধল, দুধল, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
৩৪	৪৮০	মোঃ ফয়সাল আহমেদ শান্ত	মোঃ জাকির হোসেন	আলম কলোনী, আলীশাহ পাড়া, ওয়ার্ড নং-৩৯(পার্ট), চট্টগ্রাম পোর্ট, চট্টগ্রাম	রহমতপুর, পূর্ব রহমতপুর, ওয়ার্ড নং-০২, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
৪১	১১১৫	জুলফিকার আহম্মেদ শাকিল	সিদ্দিক মৃধা	বাঘমারা, ৩ নং ওয়ার্ড, ভোলা	বাঘমারা, ৩ নং ওয়ার্ড, ভোলা
৬৭	৩৮৭৩	মোঃ সুজন	মোঃ সিরাজল ইসলাম	সাচড়া ৫ নং ওয়ার্ড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা	সাচড়া ৫ নং ওয়ার্ড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা
৭১	৩৯৬৬	হাসনাইন আহম্মেদ	আলমগীর	চরকলমী, নজরুলনগর, দক্ষিণ আইচা, চরফ্যাসন, ভোলা	চরকলমী, নজরুলনগর, দক্ষিণ আইচা, চরফ্যাসন, ভোলা

৭৬	৪১৬৩	মোঃ মমিন	মোঃ বাবুল বেপারী	মিরপুর-১২, রুপনগর স্টান হাউজিং, ঢাকা	চর আর কলমী, দক্ষিণ আইচা, চরফ্যাসন, ভোলা
৮৪	৪৭৬১	মোঃ শামিম হাওলাদার	আঃ মান্নান হাওলাদার	কোববাত আলী হাওলাদার বাড়ি, গুপ্তমুন্সি, ০৮ নং ওয়ার্ড, পরান গঞ্জ, পূর্ব ইলিশা, ভোলা সদর, ভোলা।	কোববাত আলী হাওলাদার বাড়ি, গুপ্তমুন্সি, ০৮ নং ওয়ার্ড, পরান গঞ্জ, পূর্ব ইলিশা, ভোলা সদর, ভোলা।
১৩৬	১৩৩৪০	মোঃ আরিফুর রহমান	খলিলুর রহমান	স্মৃতি সড়ক, হাজেরা খাতুন স্কুল সড়ক, ওয়ার্ড নং-০১, বরিশাল সদর, বরিশাল	স্মৃতি সড়ক, হাজেরা খাতুন স্কুল সড়ক, ওয়ার্ড নং-০১, বরিশাল সদর, বরিশাল
১৩৭	১৩৩৭৮	আল-আমিন	দুলাল হাওলাদার	হাওলাদার বাড়ী, বেতাল, সলিয়াবাকপুর-৮৫৩১, বানারীপাড়া, বরিশাল	হাওলাদার বাড়ী, বেতাল, সলিয়াবাকপুর-৮৫৩১, বানারী পাড়া, বরিশাল
১৪১	১৩৪৬২	মোঃ আঃ ওয়াদুদ	মোঃ তাহের আলী আকন	৩৮, (৪র্থ তলা), আজিমপুর রোড, ওয়ার্ড নং-২৬, লালবাগ, ঢাকা	দুধাল, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
১৪৪	১৩৬০৮	মোঃ হাবিব	মোঃ শফিউল্লাহ	৫৫২, দনিয়া পুরাতন, দনিয়া পুরাতন, ওয়ার্ড নং-৬১ (পার্ট), কদমতলী, ঢাকা	চরমোল্লাজি, ধলীগৌরনগর, লালমোহন, ভোলা
১৪৮	১৩৬৬৫	মোঃ রিয়াজ	মাহমুদুল হক রাড়ী	৫৫০৪, লক্ষীপুর, বড়জালিয়া, হিজলা, বরিশাল	৫৫০৪, লক্ষীপুর, বড়জালিয়া, হিজলা, বরিশাল
১৫০	১৩৬৯৭	হৃদয় চন্দ্র তরুয়া	রতন তরুয়া	চরপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৬, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	ঘটকের আন্দুয়া, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী
১৬১	১৩৯৮৯	মোঃ রবিউল ইসলাম ফরাজি	আ. লতিফ ফরাজী	গ্রামঃ শাকবুনিয়া, পোষ্টঃ রঘুনাথপুর ইউনিয়নঃ পাদ্রীশীবপুর, উপজেলাঃ বাকেরগঞ্জ, জেলাঃ বরিশাল	গ্রামঃ শাকবুনিয়া, পোষ্টঃ রঘুনাথপুর ইউনিয়নঃ পাদ্রীশীবপুর, উপজেলাঃ বাকেরগঞ্জ, জেলাঃ বরিশাল
১৭০	১৪১৫১	আবদুল্লাহ আল আবীর	মিজানুর রহমান	বাহেরচর ক্ষুদ্রকাঠি, ০৯ নং ওয়ার্ড, ৫নং দেহেরগাতি ইউপি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	বাহেরচর ক্ষুদ্রকাঠি, ০৯ নং ওয়ার্ড, ৫নং দেহেরগাতি ইউপি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল
১৭৫	১৪২৫৫	শাহ জামাল	হারুন ভুইয়া	খাশমহল মৌডুবী, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী	খাশমহল মৌডুবী, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী
১৮০	১৪৩৫২	মোঃ মনির হোসাইন	মোঃ শাজাহান ফরাজী	১০৮৮, খিলবাড়ীর টেক, ভাটারা, ভাটারা, বাড্ডা, ঢাকা	বড় কৈবর্তখালী, রাজাপুর, ঝালকাঠি

১৮১	১৪৩৫৭	মারুফ হোসেন	মোঃ ইদ্রিস	১৯৫৮, পূর্ববাড্ডা, কবরস্থান রোড, বাড্ডা, ওয়ার্ড নং-৩৭, বাড্ডা, ঢাকা	সাং-হেসামদ্দি, ওয়ার্ড নং-০১, ইউনিয়ন-ভাষানচর, কাজিরহাট, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।।
১৮৬	১৪৪৪৭	মোঃ সুজন	মোঃ বাবুল খান	গ্রাম: দক্ষিণ চেচঁরী, ওয়ার্ড নং: ০৫, পো: আনইলবুনিয়া, ইউনিয়ন: চেচঁরীরামপুর, উপজেলা: কাঠালিয়া, জেলা: ঝালকাঠি।	গ্রাম: দক্ষিণ চেচঁরী, ওয়ার্ড নং: ০৫, পো: আনইলবুনিয়া, ইউনিয়ন: চেচঁরীরামপুর, উপজেলা: কাঠালিয়া, জেলা: ঝালকাঠি
১৮৭	১৪৪৮৯	মোঃ জাবেদ	আব্দুল সোবহান	বাড়ী নং-৪২, রোড নং-০৭, নবী নগর হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭	গ্রাম-খরকি, পোস্ট-মেহেন্দীগঞ্জ, থানা-মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল
১৯২	১৪৫৬১	আরিফ	ইউসুফ	সাং-চাঁদপুর, ৯ নং ওয়ার্ড, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লালমোহন, ভোলা	সাং-চাঁদপুর, ৯ নং ওয়ার্ড, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লালমোহন, ভোলা
১৯৫	১৪৬৬২	শাকিল	জলিল উদ্দিন	কাজিরবাদ বদরপুর, লালমোহন, ভোলা	কাজিরবাদ বদরপুর, লালমোহন, ভোলা
১৯৭	১৪৬৯০	মোঃ তাহিদুল ইসলাম	মোঃ মান্নান সরদার	সরদার বাড়ি, বড় চাউলাকাঠী, চাখার, বানারী পাড়া, বরিশাল	সরদার বাড়ি, বড় চাউলাকাঠী, চাখার, বানারীপাড়া, বরিশাল
২১২	১৭২৩৮	মোঃ হৃদয় হাওলাদার	শহিদ হাওলাদার	গ্রাম: শিরযুগ, ওয়ার্ড নং-০১, ইউনিয়ন: শেখেরহাট, উপজেলা: ঝালকাঠি সদর, জেলা: ঝালকাঠি।	গ্রাম: শিরযুগ, ওয়ার্ড নং-০১, ইউনিয়ন: শেখেরহাট, উপজেলা: ঝালকাঠি সদর, জেলা: ঝালকাঠি
২১৮	১৭৪০১	মোঃ আল আমিন হোসেন আগমন	মোঃ হানিফ চিসতী	গ্রাম/রাস্তা: নয়ানগর, ভাটারা, ডাকঘর: গুলশান মডেল টাউন -১২১২, বাড্ডা, ঢাকা।	গ্রামঃ নাপিতখালী, ডাকঘরঃ বুড়িরচর, উপজেলাঃ বরগুনা সদর, জেলাঃ বরগুনা।
২২২	১৭৫৭৭	রোমান	স্বপন বেপারী	হোল্ডিং-১১/১, পোস্ট-নবীপুর, জিগাতলা, হাজারিবাগ, ঢাকা-১২০৯	গ্রাম-বাজিতখা গোলপাড়, পোস্ট+থানা-মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল
২২৬	১৭৭৮৬	মোঃ সেলিম তালুকদার	মোঃ সুলতান তালুকদার	টি-১১৫, লিংক রোড (কুমিল্লা পাড়া), মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২	৩৯৯, দঃ মল্লিকপুর, মল্লিকপুর, ওয়ার্ড নং-০৫, নলছিটি, ঝালকাঠী
২২৮	১৭৯২৭	লিজা আক্তার	জয়নাল শিকদার	৩১, শান্তিনগর, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা	সাচড়া, ৯ নং ওয়ার্ড দেউলা শিবপুর, বোরহানউদ্দিন, ভোলা

২৪১	২০২১৭	নয়ন	মোঃ নুরুল ইসলাম	কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা	মুলাই পত্তন, টবগী, ৯ নং ওয়ার্ড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা
২৪৫	২০৩৫৭	হাফেজ মোঃ জসীম উদ্দিন	আঃ মান্নান হাওলাদার	সেক্টর-১৪, রোড-২০/এ, হাউস-১৯, ঢাকা	সলিয়াবাকপুর, সলিয়াবাকপুর, সলিয়াবাকপুর, বানারী পাড়া, বরিশাল
২৪৮	২০৩৮৫	মোঃ সাগর হাওলাদার	নুরুল হক হাওলাদার	পূর্ব বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	পূর্ব বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৫৭	২০৮২২	মোঃ রাশেল	মৃত আবু কালাম	বাড়ি নং-৪০৬, ওয়ার্ড নং-৬২, শনির আকড়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা	গ্রাম: আলিপুরা, পোস্ট: দশমিনা, পটুয়াখালী
২৫৮	২০৮৩৬	মোঃ রনি	হারুন	সাং-দক্ষিণ বালিয়া, ৪নং ওয়ার্ড, দক্ষিণ দিঘলদী, থানা-ভোলা সদর মডেল, জেলা-ভোলা।	সাং-দক্ষিণ বালিয়া, ৪নং ওয়ার্ড, দক্ষিণ দিঘলদী, থানা-ভোলা সদর মডেল, জেলা-ভোলা।
২৬২	২০৯৭০	মোঃ জামাল হোসেন শিকদার	মোঃ মোহাশীন শিকদার	পাইনাদী, নতুন মহল্লা, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।	গ্রাম-পূর্ব হোসনাবাদ, ০৮ নং ওয়ার্ড, ০৭ নং সরিকল নলচিড়া ইউনিয়ন পরিষদ, গৌরনদী, বরিশাল।
২৬৬	২১২১৭	মোঃ শুভ	মোঃ আবুল হোসেন	৮৬/১, রায়েরবাজার, ঢাকা	গ্রাম-চরসোনাপুর, পোস্ট-শ্যামেরহাট, থানা-কাজীরহাট, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল
২৬৭	২১২৫১	বাবুল	আবুল কাশেম	২৯/এ ভোলা বস্তি, ২৪ পল্লবী, ওয়ার্ড নং-০৬, পল্লবী, ঢাকা	নাদের মিয়ার হাট ইলিশা, ভোলা সদর, ভোলা
২৬৮	২১২৬৯	রাকিব হোসাইন	মোঃ আলমগীর হোসেন	হাওলাদার বাড়ী, রহমতপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	হাওলাদার বাড়ী, রহমতপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল
২৯৪	২২০৪৩	জনাব সাগর গাজী	সিরাজুল গাজী	গ্রাম-১ নং ওয়ার্ড পূর্বপাড় ডাকুয়া, ইউনিয়ন-ডাকুয়া, উপজেলা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-১ নং ওয়ার্ড পূর্বপাড় ডাকুয়া, ইউনিয়ন-ডাকুয়া, উপজেলা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী
২৯৫	২২০৪৬	মোঃ মামুন	মোঃ হাওলাদার	পাগলা পূর্বপাড়া, পাগলা, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ	হাওলাদর বাড়ী, পানখালী, গলাচিপা, পটুয়াখালী
২৯৬	২২০৪৯	মোঃ জসিম উদ্দিন	মোঃ ছোবাহান হাওলাদার	২২/১, রোড# ০৬, শেখের টেক, শ্যামলী হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ওয়ার্ড নং-৩০, আদাবর, ঢাকা	পাংগাশিয়া, দক্ষিণ পাংগাসিয়া, দুমকী, পটুয়াখালী

২৯৭	২২০৭১	মোঃ দুলাল সরদার	মোঃ সুলতান সরদার	হকতুল্লা, বদরপুর, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	হকতুল্লা, বদরপুর, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী
২৯৮	২২০৮১	মোঃ রায়হান	মোঃ কামাল আকন	গ্রাম-চালিতাবুনিয়া গেড়াখালী, উপজেলা-পটুয়াখালী সদর, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-চালিতাবুনিয়া গেড়াখালী, উপজেলা-পটুয়াখালী সদর, জেলা-পটুয়াখালী
২৯৯	২২০৮৭	মোঃ মেহেদী হাসান	মোশারফ হাওলাদার	২০৯/এ, দক্ষিন যাত্রাবাড়ী, যাত্রাবাড়ী, ওয়ার্ড নং-৫০, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	হাওলাদার বাড়ী, উত্তর হোসনাবাদ, ধুলিয়া, বাউফল, পটুয়াখালী
৩০০	২২০৯৪	মোঃ নবীন তালুকদার	ফকরুল ইসলাম (ধলা) তালুকদার	তালুকদার বাড়ি, পূর্ব ইন্দ্রকুল, রাজাপুর কালিশুরী, সুর্যমনি, বাউফল, পটুয়াখালী	তালুকদার বাড়ি, পূর্ব ইন্দ্রকুল, রাজাপুর কালিশুরী, সুর্যমনি, বাউফল, পটুয়াখালী
৩০১	২২০৯৬	মোঃ আমিন	মোঃ ওবাইদুল খা	গ্রাম-ভরিপাশা, ইউনিয়ন-কেশবপুর, উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-ভরিপাশা, ইউনিয়ন-কেশবপুর, উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী
৩০২	২২০৯৮	মোঃ আখতারউজ্জামান নাঈম	আব্দুর রব মিয়া	পন্ডিত রাড়ী, ঘুরচাকাঠী , ধুলিয়া, বাউফল, পটুয়াখালী	পন্ডিত রাড়ী, ঘুরচাকাঠী, ধুলিয়া, বাউফল, পটুয়াখালী
৩০৩	২২১০১	মোঃ সাইদুল রহমান ইমরান	মোঃ কবির হোসেন	গ্রাম-বড় ডালিমা, ইউনিয়ন-নাজিরপুর, উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-বড় ডালিমা, ইউনিয়ন-নাজিরপুর, উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী
৩০৫	২২২২৮	কামাল হোসেন	মুনছুর হাওলাদার	বালকদিয়া, বিনয়কাঠী, ঝালকাঠী সদর, ঝালকাঠী	বালকদিয়া, বিনয়কাঠী, ঝালকাঠী সদর, ঝালকাঠী
৩০৭	২২২৩৯	জনাব মোঃ হাফেজ রাব্বি	মোঃ জুয়েল মাতবর	গ্রাম-বাঁশবাড়িয়া, ইউনিয়ন-কলাগাছিয়া, উপজেলা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-বাঁশবাড়িয়া, ইউনিয়ন-কলাগাছিয়া, উপজেলা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী
৩১৮	২২২৬০	জনাব মোঃ জিহাদ হোসেন	নুরুল আমিন মোল্লা	গ্রাম-দশমিনা, উপজেলা-দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-দশমিনা, উপজেলা-দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী
৩৩০	২২২৮৮	মোঃ রফিকুল ইসলাম	আঃ জব্বার সিকদার	সিকদার বাড়ী, সাতকাছিমা, নাজিরপুর, পিরোজপুর।	সিকদার বাড়ী, সাতকাছিমা, নাজিরপুর, পিরোজপুর ।
৩৮৭	২২৩৯৮	মোঃ আবু জাফর হাওলাদার	আবুল মজিদ	১৯৮/১, ভূঁইয়া পাড়া, ওয়ার্ড নং-০৩, খিলগাঁও, ঢাকা	ছোটমাছুয়া, তুষখালী, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর
৩৯৮	২২৪৩৩	মোঃ তারেক	মোঃ রিয়াজ	ওমরপুর, চরফ্যাসন, ভোলা	ওমরপুর, চরফ্যাসন, ভোলা
৪৪০	২২৪৯৩	রুবেল হোসেন	মোঃ মালেক তালুকদার	গ্রামঃ চর হাইলাকাঠী, ডাকঘরঃ বাদুরতলা, রাজাপুর, ঝালকাঠী	গ্রামঃ চর হাইলাকাঠী, ডাকঘরঃ বাদুরতলা, রাজাপুর, ঝালকাঠী

৪৮৪	২২৫৫০	রিয়াজুল ইসলাম	হাতেম আলী হাং	গ্রামঃ উরবুনিয়া, ডাকঘরঃ চালিতাতলী, উপজেলাঃ বরগুনা সদর, জেলাঃ বরগুনা।	গ্রামঃ উরবুনিয়া, ডাকঘরঃ চালিতাতলী, উপজেলাঃ বরগুনা সদর, জেলাঃ বরগুনা।
৪৯৬	২২৫৬৯	মোঃ শাকিল	মৃত মোঃ দুলাল	গ্রামঃ লক্ষীপুরা হাজিবাড়ী, ডাকঘরঃ বুকাবুনিয়া, উপজেলাঃ বামনা, জেলাঃ বরগুনা।	গ্রামঃ লক্ষীপুরা হাজিবাড়ী, ডাকঘরঃ বুকাবুনিয়া, উপজেলাঃ বামনা, জেলাঃ বরগুনা।
৫০২	২২৫৭৭	মোঃ ইসহাক জমদ্দার	আব্দুল আজিজ	বাসা/ হোল্ডিং: ২৩, গ্রাম/রাস্তা: উত্তর আদাবর, ডাকঘর: মোহাম্মদপুর - ১২০৭, আদাবর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।	গ্রামঃ বেবাজিয়াখালী, ডাকঘরঃ বামনা, উপজেলাঃ বামনা, জেলাঃ বরগুনা।
৫০৫	২২৫৮০	মোঃ টিটু	আঃ রহিম হাওলাদার	গ্রামঃ দক্ষিণ হোসনাবাদ, ডাকঘরঃ রহিমাবাদ, উপজেলাঃ বেতাগী, জেলাঃ বরগুনা।	গ্রামঃ দক্ষিণ হোসনাবাদ, ডাকঘরঃ রহিমাবাদ, উপজেলাঃ বেতাগী, জেলাঃ বরগুনা।
৫০৭	২২৫৮৩	মোঃ লিটন	মোঃ তৈয়াব আলী	গ্রাম/রাস্তা: ভাই ভাই মার্কেট, চালাবন্দ, ডাকঘর: আজমপুর -১২৩০, দক্ষিণখান, ঢাকা।	গ্রামঃ উত্তর করুনা, ডাকঘরঃ রহিমাবাদ, হোসনাবাদ, উপজেলাঃ বেতাগী, জেলাঃ বরগুনা।
৫১০	২২৫৮৬	মোঃ আমীর হোসেন	মোঃ আলতাফ হোসেন	বাসা/ হোল্ডিং: ৪৯ উলন, গ্রাম/রাস্তা: উলন রোড, ডাকঘর: খিলগাঁও টি এস ও -৮৭১০, খিলগাঁও, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।	গ্রামঃ মৌপাড়া, ডাকঘরঃ ছোটবগী, উপজেলাঃ তালতলী, জেলাঃ বরগুনা।
৫১১	২২৫৮৭	মোঃ বাবুল মিয়া	মোঃ কাঞ্চন আলী	উত্তর কালশী সরকার বাড়ি বস্তি, ১২/প, ওয়ার্ড নং- ০২, পল্লবী, ঢাকা	পাতাকাটা, জাকিরতবক ছোটবগী, তালতলী, বরগুনা সদর, বরগুনা
৫১৯	২২৫৯৬	রাকিব হাওলাদার	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	গ্রাম: মহিষকান্দি, ওয়ার্ড নং: ০৭, ইউনিয়ন: চেচঁরীরামপুর, উপজেলা: কাঠালিয়া, জেলা: ঝালকাঠি।	গ্রাম: মহিষকান্দি, ওয়ার্ড নং: ০৭, ইউনিয়ন: চেচঁরীরামপুর, উপজেলা: কাঠালিয়া, জেলা: ঝালকাঠি।
৫২৪	২২৬০৩	মোঃ সাইফুল ইসলাম	আঃ সামাদ মৌলভী	দক্ষিণ খান, হলান রোড, ইসলামবাগ, ওয়ার্ড নং-৪৮ (পার্ট), দক্ষিণখান, ঢাকা	দেউলকাঠি, ০৮ নং গাবখান-ধানসিড়ি, ঝালকাঠী সদর, ঝালকাঠী।

৫৩১	২২৬১৩	মোঃ মিজানুর রহমান	মোঃ দুলাল	বাসা/ হোল্ডিংঃ ইউনুস হাং বাড়ী, গ্রাম/রাস্তা: কালিরতবক, বাঁশবাড়ীয়া, ডাকঘর: হেউলিবুনিয়া - ৮৭০০, বরগুনা সদর, বরগুনা।	বাসা/ হোল্ডিংঃ ইউনুস হাং বাড়ী, গ্রাম/রাস্তা: কালিরতবক, বাঁশবাড়ীয়া, ডাকঘর: হেউলিবুনিয়া - ৮৭০০, বরগুনা সদর, বরগুনা।
৫৩২	২২৬১৪	জনাব মোঃ বাচ্চু হাওলাদার	জনাব আব্দুল মজিদ হাওলাদার	গ্রাম-পশ্চিম শারিকখালী, ইউনিয়ন-কালিকাপুর, উপজেলা-পটুয়াখালী সদর, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-পশ্চিম শারিকখালী, ইউনিয়ন-কালিকাপুর, উপজেলা-পটুয়াখালী সদর, জেলা-পটুয়াখালী
৫৩৪	২২৬১৬	মোঃ নাঈম	মোঃ কামরুল ইসলাম	১৩/১৫৭ উত্তর কুতুবখালী, যাত্রাবাড়ী ঢাকা	গ্রাম: রানাপাশা, ওয়ার্ড নং: ০২, উপজেলা: নলছিটি, জেলা: ঝালকাঠি।
৫৪৯	২২৬৩৩	মোঃ সায়েম হোসেন	মোঃ কবির হোসেন	বাসা/হোল্ডিং: জিদানভিলা, গ্রাম/রাস্তা: খিলবাড়ীর টেক, পূর্ব ভাটারা, ডাকঘর: গুলশান -১২১২, ভাটারা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা	গ্রামঃ দক্ষিণ মনসাতলী, ডাকঘরঃ ধূপতী, উপজেলাঃ বরগুনা সদর, জেলাঃ বরগুনা
৫৫৮	২২৬৪২	মোঃ জাকির হোসেন	আঃ মন্নান হাং	গ্রাম-উত্তর লক্ষীপুর, ইউনিয়ন-বেতাগী সানকীপুর, উপজেলা-দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-উত্তর লক্ষীপুর, ইউনিয়ন-বেতাগী সানকীপুর, উপজেলা-দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী
৫৬২	২২৬৪৬	মোঃ আরিফ	মোঃ সবুজ আলী	গ্রাম-মীর মদন, ইউনিয়ন-আলীপুরা, উপজেলা-দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-মীর মদন, ইউনিয়ন-আলীপুরা, উপজেলা-দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী
৫৭১	২২৬৬০	মোঃ সোহাগ	সালাউদ্দিন ফরাজি	হাজারীগঞ্জ, চরফকিরা, শশীভূষন, চরফ্যাসন, ভোলা	হাজারীগঞ্জ, চরফকিরা, শশীভূষন, চরফ্যাসন, ভোলা
৫৭২	২২৬৬১	রাকিব মোল্লা	আবুল হাশেম মোল্লা	পূর্ব মাদ্রাজ, চরফ্যাসন, ভোলা	পূর্ব মাদ্রাজ, চরফ্যাসন, ভোলা
৫৭৬	২২৬৬৮	মোঃ ইমন	মোঃ নান্টু	সাং-সাচিয়া, ৪নং ওয়ার্ড, থানা-ভোলা সদর, জেলা-ভোলা	সাং-সাচিয়া, ৪নং ওয়ার্ড, থানা-ভোলা সদর, জেলা-ভোলা
৫৭৭	২২৬৬৯	মোঃ ফজলে রাব্বী	মোঃ সেলিম	জাহানপুর, শশীভূষণ, চরফ্যাসন, ভোলা	জাহানপুর, শশীভূষণ, চরফ্যাসন, ভোলা
৫৭৮	২২৬৭০	মোঃ সিয়াম	মোঃ সফিউর রহমান জিয়া	ওসমানগঞ্জ, উত্তর ফ্যাসন, চরফ্যাসন, ভোলা	ওসমানগঞ্জ, উত্তর ফ্যাসন, চরফ্যাসন, ভোলা
৫৭৯	২২৬৭৬	মোঃ হাছান	মোঃ কবির	সেকান্তর মেম্বার বাড়ী, রায়চাঁদ, রায়চাঁদ, রমাগঞ্জ, লালমোহন, ভোলা	সেকান্তর মেম্বার বাড়ী, রায়চাঁদ, রায়চাঁদ, রমাগঞ্জ, লালমোহন, ভোলা

৫৮৩	২২৬৮০	মোঃ সবুজ	কাউসার আহম্মদ	মুন্সী বাড়ি, কচুয়াখালী, কচুয়াখালী, পশ্চিম চর উমেদ, লালমোহন, ভোলা, বরিশাল	মুন্সী বাড়ি, কচুয়াখালী, কচুয়াখালী, মোতাহারনগর, লালমোহন, ভোলা
৫৮৪	২২৬৮২	ওমর ফারুক	ফয়জুল্লাহ মুন্সী	সাং-হরিগঞ্জ, ২ নং ওয়ার্ড, চরভূতা, লালমোহন, ভোলা	সাং-হরিগঞ্জ, ২ নং ওয়ার্ড, চরভূতা, লালমোহন, ভোলা
৫৮৫	২২৬৮৩	মোঃ আলাউদ্দিন	মোঃ কাঞ্চন মল্লিক	দঃ বালিয়া, দঃ বালিয়া, দক্ষিন দিঘলদী, ভোলা সদর, ভোলা	দঃ বালিয়া, দঃ বালিয়া, ভোলা সদর, ভোলা
৫৮৯	২২৬৮৯	মোঃ আকতার হোসেন	ওবায়েদুল হক	আদর্শ গ্রাম, পাঙ্গাশিয়া, পশ্চিম চর উমেদ, লালমোহন, ভোলা	আদর্শ গ্রাম, পাঙ্গাশিয়া, পশ্চিম চর উমেদ, লালমোহন, ভোলা
৫৯০	২২৬৯০	মোঃ হোসেন	মোঃ জাফর	৩২, বছিলা্ রোড, স্বপ্ন ধারা হাউজিং, ওয়ার্ড নং-৩৩ (পার্ট), মোহাম্মদপুর, ঢাকা	নীল কমল, চর নুরুল আমিন, নীল কমল, চর ফ্যাশন, ভোলা
৫৯১	২২৬৯১	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মোঃ চাঁন মিয়া	৬৬৭/৩, জাহাবক্স গাবতলা, ওয়ার্ড নং-৩৫, রমনা, ঢাকা	বড়া কোঠা, উজিরপুর-শিকারপুর, উজিরপুর, বরিশাল
৫৯২	২২৬৯২	সাইদুল	আকবর হোসেন	সাং-লেজসখিনা, ১ নং ওয়ার্ড, লালমোহন, ভোলা	সাং-লেজসখিনা, ১ নং ওয়ার্ড, লালমোহন, ভোলা
৫৯৪	২২৬৯৬	মোঃ সোহেল রানা	আবদুল হক	২৩, সুনিবিড় হাউজিং, ওয়ার্ড নং-৩০, আদাবর, ঢাকা	দেউলা, বোরহানউদ্দীন, ভোলা
৫৯৫	২২৬৯৭	দীপ্ত দে	স্বপন কুমার দে	মাষ্টার কলোনি, আমিরাবাদ বলোরাম মন্দিরের পাশে, থানা-মাদারীপুর সদর, জেলা-মাদারীপুর।	গ্রাম-ছোট মনিকা, বোরহানউদ্দিন, ভোলা
৫৯৬	২২৬৯৮	মোঃ নাহিদ	জলিল মাতুব্বর	সাং-বড় মানিকা, ৫নং ওয়ার্ড, থানা-বোরহানউদ্দিন, জেলা-ভোলা	সাং-বড় মানিকা, ৫নং ওয়ার্ড, থানা-বোরহানউদ্দিন, জেলা-ভোলা
৫৯৯	২২৭০১	হাবিবুর রহমান	আব্দুর রব ফরাজী	ফরাজী বাড়ি, ফরিদাবাদ, ফরিদা বাদ, আহম্মদপুর, চর ফ্যাশন, ভোলা	ফরাজী বাড়ি, ফরিদাবাদ, ফরিদা বাদ, আহম্মদপুর, চর ফ্যাশন, ভোলা
৬০০	২২৭০৪	মোঃ সুমন সিকদার	মোঃ ইউসুফ সিকদার	মুনসি বাড়ী, কবাই, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল	মুনসি বাড়ী, কবাই, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল

৬০১	২২৭০৬	মোঃ মনির	আব্দুল মন্নান	আলতাফ আলী দফাদার বাড়ী, শম্ভূপুর, তজুমুদ্দিন, ভোলা	আলতাফ আলী দফাদার বাড়ী, শম্ভূপুর, তজুমুদ্দিন, ভোলা
৬০৫	২২৭১১	শাওন সিকদার	মোঃ সেলিম শিকদার	শিকদার বাড়ী, চরাদি, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল	শিকদার বাড়ী, চরাদি, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
৬০৬	২২৭১২	মোঃ শাহিন	আঃ মাজেদ	সাং-দক্ষিণ জয়নগর, ৮নং ওয়ার্ড, থানা-দৌলতখান, জেলা-ভোলা।	সাং-দক্ষিণ জয়নগর, ৮নং ওয়ার্ড, থানা-দৌলতখান, জেলা-ভোলা।
৬০৭	২২৭১৩	মোঃ জসিম	আবু কালাম খলিফা	আবুখলিফা বাড়ী, হাসপাতাল রোড, পৌর নবী পুর, ওয়ার্ড নং-০৩, ভোলা সদর, ভোলা	আবুখলিফা বাড়ী, হাসপাতাল রোড, পৌর নবী পুর, ভোলা সদর, ভোলা
৬০৮	২২৭১৬	মুফতি শিহাবুদ্দিন	মোঃ খলিলরদ্দি	সাং-লেছছকিনা, ১ নং ওয়ার্ড, লালমোহন, ভোলা	সাং-লেছছকিনা, ১ নং ওয়ার্ড, লালমোহন, ভোলা
৬০৯	২২৭১৯	মোঃ রাকিব বেপারী	মোশারফ হোসেন	জম্বদীপ, বানারীপাড়া, বরিশাল।	জম্বদীপ, বানারীপাড়া, বরিশাল।
৬১০	২২৭২১	মোঃ শাহিন	মোঃ হাচেন আলী রাঢ়ী,	খুন্নাগোবিন্দপুর, হিজলা, বরিশাল	খুন্নাগোবিন্দপুর, হিজলা, বরিশাল
৬১১	২২৭২২	শাহ জাহান	মোঃ ইমান আলী	২৭, চান মসজিদ রোড নং ৩, চর কামরাঙ্গী, ওয়ার্ড নং-৫৬, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা	ছোটধলী, ১ নং ওয়ার্ড, দৌলতখান, ভোলা
৬১২	২২৭২৩	আক্তার হোসেন	বজলুর রহমান বেপারী	সাং-দক্ষিণ কালমা, ৩নং ওয়ার্ড, লালমোহন, ভোলা	সাং-দক্ষিণ কালমা, ৩নং ওয়ার্ড, লালমোহন, ভোলা
৬১৩	২২৭২৫	মোঃ আতিকুর রহমান	মোঃ নাসির উদ্দীন	১৪, ৪, বক্ক-ডি, পলাশপুর, ওয়ার্ড নং-৬০, কদমতলী, ঢাকা	বড়জালিয়া, হিজলা, বরিশাল
৬১৪	২২৭২৬	মোঃ মোসলে উদ্দিন	আঃ হানিফ মিয়া	৩৮৪/৮, টি.ভি. টাওয়ার রোড, উলন, ওয়ার্ড নং-২২ (পার্ট), রামপুরা, ঢাকা	পাঙ্গাশিয়া, ৫ নং ওয়ার্ড , পশ্চিম চর উমেদ, লালমোহন, ভোলা
৬১৫	২২৭২৮	জামাল উদ্দিন	মৃত আবু ইমাদ্দি	সাং-দেউলা, ৮ নং ওয়ার্ড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা	সাং-দেউলা, ৮ নং ওয়ার্ড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা
৬১৭	২২৭৩২	মোঃ বাবুল মৃধা	মফিজ আলী মৃধা	গ্রাম-খারিজা বেতাগী, ইউনিয়ন-বেতাগী সানকিপুর, উপজেলা-দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-খারিজা বেতাগী, ইউনিয়ন-বেতাগী সানকিপুর, উপজেলা-দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী

৬২০	২২৭৩৬	সুমাইয়া আক্তার	মৃত সেলিম মাতুব্বর	চিটাগং রোড, পাইনাদী, নতুন মহল্লা, দোয়েল চত্বর, নারায়নগঞ্জ	সাং-নন্দপুরা, ওয়ার্ড নং-০৪, ইউনিয়ন-আলিমাবাদ, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।
৬২২	২২৭৩৯	মোঃ মামুন খন্দকার	হাজী মুজিবর রহমান খন্দকার	মধ্য গাজিরচট, বাইপাইল, ধামসোনা, সাভার, ঢাকা	বেতমোর রাজপাড়া, ৩ নং ওয়ার্ড, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর
৬৩৪	২২৭৫৬	মোঃ ইমরান হোসেন	মোঃ নজরুল ইসলাম	ঠিকানাঃ গ্রাম/রাস্তাঃ কালনা, ডাকঘরঃ হাজীপাড়া-৮২৩০, গৌরনদী, বরিশাল	ঠিকানাঃ গ্রাম/রাস্তাঃ কালনা, ডাকঘরঃ হাজীপাড়া-৮২৩০, গৌরনদী, বরিশাল
৬৩৫	২২৭৫৭	মোঃ মিলন হাওলাদার	হোসেন আলী হাওলাদার,	গ্রাম-ঝাটারা, ইউনিয়ন-আঙ্গারিয়া, উপজেলা-দুমকী, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-ঝাটারা, ইউনিয়ন-আঙ্গারিয়া, উপজেলা-দুমকী, জেলা-পটুয়াখালী
৬৪১	২২৭৬৮	এম ডি ইলিয়াস হোসাইন	ফারুক খান	ঠিকানাঃবাসা/হোল্ডিংঃ খান বাড়ি, গ্রাম/রাস্তাঃ পশ্চিম পাড়া, ডাকঘরঃশাওড়া-৮২৩০, গৌরনদী, বরিশাল	ঠিকানাঃবাসা/হোল্ডিংঃ খান বাড়ি, গ্রাম/রাস্তাঃ পশ্চিম পাড়া, ডাকঘরঃশাওড়া-৮২৩০, গৌরনদী, বরিশাল
৬৪৪	২২৭৭১	বাহাদুর হোসেন মনির	আবু জাহের (জাফর)	রসুলপুর, ভাষানচর, শশীভূষণ, চরফ্যাসন, ভোলা	রসুলপুর, ভাষানচর, শশীভূষণ, চরফ্যাসন, ভোলা
৬৫০	২২৭৭৭	মোঃ হাফিজুল শিকদার	মোঃ আবুবকর শিকদার	সেখমাটিয়া, নাজিরপুর, পিরোজপুর	চরঘুনাথপুর, সেখমাটিয়া, নাজিরপুর, পিরোজপুর
৬৫৩	২২৭৮০	মোঃ মহিউদ্দিন	আব্দুল হাশেম	৩২, ১৯, রুপনগর, ওয়ার্ড নং-০৭(পার্ট), মিরপুর, ঢাকা	দঃ চরপাতা, চরপাতা, ইলিশা, ভোলা সদর, ভোলা
৬৫৮	২২৭৮৫	মোঃ আতিকুল ইসলাম	মোঃ শাহ আলম হাওলাদার	গ্রাম-গ্রামর্দ্দন, ইউনিয়ন-পানপট্টি, উপজেলা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-গ্রামর্দ্দন, ইউনিয়ন-পানপট্টি, উপজেলা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী
৬৬২	২২৭৯৩	মোঃ ফজলু	আমিনুল হক	শাহে আলেম সিপাহী বাড়ি, চরফকিরা, চেয়ারম্যান বাজার, চরফ্যাশন, ভোলা	জাহানপুর ৮ নং ওয়ার্ড, শশীভূষ, চরফ্যাশন, ভোলা
৬৬৮	২২৮০১	মোঃ জাকির	ইউনুস মাল	সাং-সাচড়া, ৩ নং ওয়ার্ড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা	সাং-সাচড়া, ৩ নং ওয়ার্ড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা
৬৬৯	২২৮০২	মোঃ রাসেল	মোঃ আবুল হাওলাদার	গ্রাম-চরশিবা, ইউনিয়ন-চর কাজল, উপজেলা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-চরশিবা, ইউনিয়ন-চর কাজল, উপজেলা-গলাচিপা, জেলা-পটুয়াখালী

৬৭১	২২৮০৪	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	মৃত মঈনুদ্দীন	গ্রাম-দ্বিপাশা, ইউনিয়ন-মদনপুরা, উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী	গ্রাম-দ্বিপাশা, ইউনিয়ন-মদনপুরা, উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী
৬৭৪	২২৮০৭	মোঃ ওমর ফারুক	মিলন ফরাজী	নুরাবাদ ২ নং ওয়ার্ড, দুলারহাট, চরফ্যাসন, ভোলা	নুরাবাদ ২ নং ওয়ার্ড, দুলারহাট, চরফ্যাসন, ভোলা
৬৯২	২৪১৮৭	জহিরুল ইসলাম শুভ	সিরাজুল ইসলাম	পাপ্পুদের বাড়ী, মাতুয়াইল উত্তর পাড়া, মাতুয়াইল, ওয়ার্ড নং-৬৩, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	চর সুলতানী, চর রাজাপুর, রাজাপুর, ভোলা সদর, ভোলা
৬৯৭	২৪৩৩৬	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	মোঃ মজিবুর রহমান	১ নং বৃস্টি, বাজার রোড, ভাসানটেক, মিরপুর, ঢাকা।	গ্রাম: হোসেনপুর, পোস্ট: রামচন্দ্রপুর, জেলা: ঝালকাটি।
৬৯৯	২৪৩৬৩	মোঃ জিহাদ হোসেন	মোঃ মোশারফ হোসেন	বিবির বাগিচা, ০৪ নং গেইট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	দক্ষিণ কাজীরচর, কাজীরচর ইউনিয়ন, মুলাদী, বরিশাল।
৭০০	২৪৩৮৫	সিফাত হোসেন	মোঃ জাহাংগীর হোসেন	খৈলারচর, শফিপুর, মুলাদী, বরিশাল।	খৈলারচর, শফিপুর, মুলাদী, বরিশাল।
৭১৯	২৪৫৪৬	মোঃ মিরাজ	মোঃ মাকছুদ ফরাজি	২০/২, ৩৭, সেনপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৬, পল্লবী, ঢাকা	দক্ষিন ইলিশা, ইলিশা, ভোলা সদর, ভোলা
৭২৩	২৪৫৭০	মো: এমদাদুল হক	মো: ছোবাহান হাওলাদার	গ্রাম: ধাওয়া, ডাকঘর : ধাওয়া, উপজেলা : ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর	গ্রাম: ধাওয়া, ডাকঘর : ধাওয়া, উপজেলা : ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
৭৩৪	২৪৬২৯	মোঃ মিজানুর রহমান	মোঃ কামাল হোসেন মোল্লা	মোল্লা বাড়ি, ওটরা, উজিরপুর, বরিশাল	মোল্লা বাড়ি, ওটরা, উজিরপুর, বরিশাল
৭৩৬	২৪৬৩৪	মোঃ দেলোয়ার	মৃত সুলতান আহমেদ মাল	এফ-ব্লক ইস্টার্ন হাউজিং, মিরপুর-১১, পল্লবী, ঢাকা।	শাহমাদার, ভোলা সদর, ভোলা।
৭৪৩	২৪৬৫৫	মো. সরোয়ার হোসেন শাওন	জাকির হোসেন খান	পানবাড়িয়া, ওয়ার্ড নং-০৯, উত্তর উলানিয়া, মেহেদিগঞ্জ, বরিশাল।	পানবাড়িয়া, ওয়ার্ড নং-০৯, উত্তর উলানিয়া, মেহেদিগঞ্জ, বরিশাল।
৮০১	২৭৭৮৩	মোঃ রিয়াজ	আঃ রব	মিয়া বাড়ি, চরখলিফা, দৌলত খান, ভোলা	মিয়া বাড়ি, চরখলিফা, দৌলত খান, ভোলা

গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকার পঞ্চমাংশ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গেজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে ঢাকা বিভাগের (অংশ-০৫) শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

গেজেট নং	মেডিক্যাল কেস আইডি	শহীদের নাম	পিতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
৫৮৮	২২৬৮৮	মোঃ বাপ্পী আহমেদ	মোঃ শহীদউদ্দিন	বাড়ী-০৫, রোড-০২, সেকশন-১১, এভিনিউ-০৩, ব্লক-বি, মিরপুর, ঢাকা	বাড়ী-০৫, রোড-০২, সেকশন-১১, এভিনিউ-০৩, ব্লক-বি, মিরপুর, ঢাকা
৫৯৭	২২৬৯৯	মোঃ সিরাজুল বেপারী	শফিকুল ইসলাম	৪৭০৩, ডিগ্রীরচর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	৪৭০৩, ডিগ্রীরচর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
৫৯৮	২২৭০০	আতাউর রহমান ইয়াসিন	রতন শিকদার	গ্রাম-বালুবন্দ, ডাকঘর-পাতিঝাপ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা	গ্রাম-বালুবন্দ, ডাকঘর-পাতিঝাপ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা
৬০২	২২৭০৭	তামীম শিকদার	মোঃ জুয়েল শিকদার	সাং মুনছুরাবাদ, খাপুরা শিকদার বাড়ী, উপজেলা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর	সাং মুনছুরাবাদ, খাপুরা শিকদার বাড়ী, উপজেলা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর
৬০৩	২২৭০৮	মোঃ হাসিবুর রহমান	দেলোয়ার হোসেন	ডি-৯৩, তালবাগ, সাভার, ঢাকা	ডি -৯৩, তালবাগ, সাভার, ঢাকা

শিক্ষার্থী নিপীড়ন ও হয়রানির প্রতিবাদে ববির ৩৫ শিক্ষকের বিবৃতি

দেশে চলমান শিক্ষার্থী নিপীড়ন ও হয়রানির প্রতিবাদে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। ২রা আগস্ট শুক্রবার রাতে দেওয়া ওই বিবৃতিতে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন ৩৫ শিক্ষক।

বিবৃতিদাতা শিক্ষকরা হলেন– নুসরাত জাহান (মার্কেটিং বিভাগ), ড. মো. মুসহসিন উদ্দিন (ইংরেজি বিভাগ), ড. তানিয়া ইসলাম (সিএসই), সঞ্জয় কুমার সরকার (বাংলা বিভাগ), ইমরুল হাসান (প্রাণরসায়ন ও জীবপ্রযুক্তি), তাইয়্যেবুন নাহার হিমি (বাংলা বিভাগ), শায়েলা হক (প্রাণরসায়ন ও জীবপ্রযুক্তি), মো. হাসিব (প্রাণরসায়ন ও জীবপ্রযুক্তি), উন্মেষ রায় (বাংলা বিভাগ), শ্যামোলিমা শহীদ খান (ইংরেজি), শফিকুল ইসলাম (ইংরেজি বিভাগ), মো. তানভির আহমেদ (অর্থনীতি), প্রজ্ঞা পারমিতা বোস (ইংরেজি), সায়েমা আক্তার (মার্কেটিং), ইমরান হোসেন (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা), পম্পা মজুমদার (বাংলা), ড. মো. জিয়াসমিন খাতুন (প্রাণরসায়ন ও জীবপ্রযুক্তি), মো. সোহেল রানা (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), রাশেদ মোশাররেফ (লোক প্রশাসন), টুম্পা সাহা (দর্শন), তাসনিম জেরিন (কোস্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট), ড. ফেরদৌসী জামান তনু (মৃত্তিকা ও পরিবেশ বিজ্ঞান), মো. রাকিবুল ইসলাম (অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), আবু জিহাদ (সমাজকর্ম), ফাতেমা তুজ জোহরা (মার্কেটিং), হোসনে আরা ডালিয়া (লোক প্রশাসন), মো. ইমরান হোসাইন (পদার্থবিজ্ঞান), খাদিজা আক্তার (ইংরেজি), মো. সাজেদুল ইসলাম

(প্রাণরসায়ন ও জীবপ্রযুক্তি), সোহেলী জাহান (সিএসই), ইরতেজা হাসান (কোস্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট), তাসনুভা হাবিব জিসান (লোক প্রশাসন), মোমতাহিনা মিতু (কোস্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট), ফারজানা মাহবুব (কোস্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট) ও ড. রেহেনা পারভীন (প্রাণরসায়ন ও জীবপ্রযুক্তি)।

বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষকরা বলেন, গত ১৫ই জুলাই থেকে দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবং পরে দেশের সর্বত্র বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজের ওপর হত্যা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের নজিরবিহীন ঘটনা ঘটছে। এ যাবৎ অন্তত দুই শতাধিক মৃত্যুর খবর দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে। গুলিতে ও আঘাতে অনেকে ইতোমধ্যে চোখ হারিয়েছেন এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। দেশের ইতিহাসে এমন ছাত্রহত্যা ও ছাত্র নিপীড়নের ঘটনা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যতীত কোনো সময়ে এমনকি কোনো সামরিক সরকারের সময়েও ঘটার নজির নেই।

বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষকরা আরও জানান, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়েও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীরা একইরূপ হামলার শিকার হয়েছে। রাষ্ট্রের জনগণের পয়সায় কেনা বন্দুকের বুলেটে এভাবে শিশু, নারী ও ছাত্র-জনতার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার ঘটনা আমাদেরকে বাক্‌রুদ্ধ করে দিয়েছে। এমন ঘটনার প্রতি ঘৃণায় আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব রি রি করছে। এখানেই শেষ নয়। রাজপথে, বাড়ির ছাদে এমনকি নিজ ঘরের জানালায় দাঁড়ানো শিশুকে হত্যার পরে আজ সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে, মেসে মেসে হানা দিয়ে এবং এমনকি পাবলিক পরিবহণে মোবাইল চেকিং করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এমন নিপীড়নের ব্যাপকতায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা আজ দিশেহারা।

এমন পরিস্থিতিতে অবিলম্বে এই সকল নিপীড়ন বন্ধের দাবি জানান ৩৫ শিক্ষক। পাশাপাশি দাবি তোলেন ভবিষ্যতে এই আন্দোলনে যুক্ত কোনো মানুষকে যেনো আইনের বেড়াজালে বা কোনোভাবে হয়রানি করা না হয়। একইসাথে শিক্ষার্থী হয়রানি ও শিক্ষার্থী নিপীড়ন বন্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ খুলে দিয়ে অতিসত্ত্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়। শেষে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজের দাবির সাথেও একাত্মতা ঘোষণা করা হয়।

[সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৩রা আগস্ট ২০২৪]

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বরিশালে নতুন মাত্রা

কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ৩রা আগস্ট শনিবারও বরিশাল বিএম কলেজ থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মহাসড়কে অবস্থান নেয়। বেলা ১টার দিকে তারা ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সমাবেশে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যুক্ত হয়ে আন্দোলন নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়। নথুল্লাবাদ যখন উত্তাল হয়ে ওঠে তখন জিয়া সড়ক সংলগ্ন এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ অবস্থান নিলে টানটান উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে অবস্থা অনুকূলে না থাকায় পুলিশ সেখান থেকে সরে যায়। বেলা দেড়টার দিকে আন্দোলনকারীরা মহাসড়ক ছাড়েন।

বেলা ১২টায় নথুল্লাবাদ গিয়ে যুবক শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের যেন ঢল বিক্ষোভে। তারা নানা স্লোগানে প্রকম্পিত করছে গোটা এলাকা। এ সময় সবার হাতে প্ল্যাকার্ড এবং লাল-সবুজের পতাকা। যে কারণে বাস টার্মিনালে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

কথা হয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র গোলাম রব্বানীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ৩রা আগস্ট শনিবার তাদের কর্মসূচি না থাকায় তারা বিএম কলেজ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। রবিবার থেকে পূর্ণ উদ্যমে তারা ববি ক্যাম্পাসেও বিক্ষোভ করবেন। বিএম কলেজ ছাত্র মো. রাজু, সেলিম আহমেদ জানান, তাদের সঙ্গে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যোগ দিয়েছেন। ৯ দফা দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন আরও বেগবান করবেন। এদিকে বরিশাল মেডিকেলে কলেজের শিক্ষার্থীরা শনিবার ক্যাম্পাসের সামনের সড়কে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন। তারা এ সময় নানা স্লোগান দেন। উভয় স্পটেই বিপুল পরিমাণ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য অবস্থান নিয়ে পরে তারা সরে যান। এ ব্যাপারে কোতয়ালী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তারা আন্দোলনকারীদের কর্মসূচিতে কোনো বাধা দেননি।

[সূত্র: দৈনিক ভোরের আলো, ৪ঠা আগস্ট ২০২৪]

বরিশালে বিজয় উল্লাসে জনতার ঢল

শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবরে বরিশালের রাজপথে বিজয় উল্লাস করেছে ছাত্র-জনতা। ৫ই আগস্ট সোমবার দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে নগরীর সদর রোড, নথুল্লাবাদ, রূপাতলীসহ বিভিন্ন এলাকায় আনন্দ মিছিল বের করে জনসাধারণ। এ সময় তাদেরকে হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা গেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, দুপুর ৩টার দিকেই শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ে বরিশালে। এরপরই নগরীর সদর রোড লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে পৃথক মিছিল নিয়ে সদর রোড অতিক্রম করে।

এসব মিছিলে শিশু, ছাত্র-জনতাদের উল্লাস করতে দেখা যায়। এছাড়া নগরীর নথুল্লাবাদে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আনন্দ মিছিল নিয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) ফটকে পৌঁছান। তবে এসব আনন্দ উল্লাস চলাকালে নগরীতে কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি। এবার পুরো বরিশাল নগরী ছিল ছাত্র-জনতার দখলে। এ সময় তারা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে রাজপথ মুখরিত করে রাখে।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক সুজয় শুভ বলেন, এ বিজয় দেশের জনসাধারণের। আমরা ছাত্ররা লাগাতার আন্দোলন করে আমাদের দাবি আদায় করেছি। এ বিজয়ে আমরা আনন্দিত। রিকশাচালক আবদুল মজিদ বলেন, ছাত্র-জনতার বিজয় হয়েছে। তাই তাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করতে রিকশা নিয়ে যোগ দিয়েছি।

[সূত্র: ঢাকা মেইল, ৫ই আগস্ট ২০২৪]

বুলেটে স্বপ্ন ছারখার

ছয় দিন লড়ে হার মানলেন হৃদয় চন্দ্র তরুয়া। ২৩শে জুলাই মঙ্গলবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। গত ১৮ই জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মূল ফটকের সামনে গুলিবিদ্ধ হন ইতিহাস বিভাগের তৃতীয়বর্ষের শিক্ষার্থী হৃদয়।

ঢামেক মর্গের সামনে বাবা রতন চন্দ্র তরুয়ার আর্তনাদ, 'বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলেকে ঘিরে হাজারো স্বপ্ন বুনেছি। পুলিশের একটি বুলেট সব চুরমার করে দিয়েছে।' তিনি বলে চলেন, 'আমি মামলা করব না। থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাচারি করার সামর্থ্য আমার নেই। বড়ো কথা, মামলা করেও ছেলে হত্যার বিচার পাওয়া যাবে না।'

কাঠমিস্ত্রি রতনের বাড়ি পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার ঘটকের আন্দুয়া এলাকায়। ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া করানোর জন্য একযুগ আগে সদরে আসে পরিবারটি, বসবাস করছে শহরের মুন্সেফপাড়ায়। স্ত্রী অর্চনা রানী, এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার। ছেলের পড়ালেখার খরচ জোগাতে পারতেন না তিনি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরই টিউশনি জোগাড় করেন হৃদয়। খরচ চালিয়ে বাবাকেও টাকা পাঠাতেন তিনি। বাবাকে হৃদয় অভয় দিতেন, পড়াশোনা শেষে চাকরি পেলেই বাবা তোমার সব কষ্ট ঘুচে যাবে। আমিই সংসারের হাল ধরব। কিন্তু সবকিছু থেমে গেল, বলেই জ্ঞান হারালেন অর্চনা রানী।

মর্গের সামনে কথা হয় হৃদয়ের একমাত্র বড়ো বোন মিতু রানী তরুয়ার সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমার ভাই তো ওখানে খুন হতে যায়নি, সে ওখানে গিয়েছিল লেখাপড়া করতে। তার কী অপরাধ? কেন তাকে গুলি করে হত্যা করা হলো? কারা তাকে খুন করল, আমি তাদের বিচার চাই।' মিতু বলে চলেন, 'আমাদের সব স্বপ্ন ছিল হৃদয়কে ঘিরে। বাবা দিনমজুর, দিন আনে দিন খায়। কষ্ট করে ওকে লেখাপড়া করাচ্ছিল। লেখাপড়া শেষে চাকরি-বাকরি করলে মা-বাবার দুঃখের দিন শেষ হবে। ঘাতকের বুলেটে আমাদের সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে।'

স্বজনরা জানান, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর হৃদয়কে প্রথমে পার্কভিউ হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে ঢাকায় এনে মহাখালী জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা আইসিইউতে রেখে চিকিৎসা করাতে বললে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয়। সেখানেই ২৩শে জুলাই মারা যান হৃদয়।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হৃদয়ের শরীরে দুই থেকে তিন জায়গায় গুলির চিহ্ন রয়েছে। গুলিতে হৃদয়ের খাদ্য ও শ্বাসনালী ছিঁড়ে গেছে। স্পাইনাল কর্ড ও ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ধরনের জটিলতায় কৃত্রিম ফুসফুসের মাধমে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রাখা প্রয়োজন। দেশে তিন জায়গায় এ ব্যবস্থা থাকলেও, কোথাও হৃদয়কে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

[সূত্র: সমকাল, ২৪শে জুলাই ২০২৪]

বরিশালে শহর পরিষ্কার ও ট্র্যাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার্থীরা

সেনাবাহিনীর টহল ব্যতীত মাঠে কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা না থাকলেও বরিশালে অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে সাধারণ মানুষের চলাচল। দোকানপাটসহ, বিপণিবিতান ও অফিস আদালত খোলা থাকায় সেসব জায়গাতে লোকসমাগম বেড়েছে। ফলে বিগত কয়েকদিনের থেকে সড়কগুলোতে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা, অটোরিকশাসহ বিভিন্ন ধরনের গণপরিবহণ এবং মোটরসাইকেলসহ ব্যক্তিগত গাড়ির চলাচল বেড়েছে। আর বাড়তি গাড়ির চাপ সামাল দিতে সড়কে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখতে শিক্ষার্থীরা আজও মাঠপর্যায়ে কাজ করছে। তবে মঙ্গলবারে থেকে বুধবারে (৬ ও ৭ই আগস্ট) ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাশ্রম উপস্থিতি যেমন বেড়েছে, তেমনি তাদের কর্ম এলাকাও বাড়ানো হয়েছে।

মোটরসাইকেল চালক নাদিম জানান, বুধবার নগরের এমন কোনো ব্যস্ততম সড়ক নেই কিংবা সড়কের মোড় নেই যেখানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি দেখা যায়নি। তারা যানবাহন চলাচলে সার্বিক সহযোগিতা করছেন। গাড়ির চাপ অনুযায়ী ম্যানুয়াল সিগন্যাল (হাত ও বাঁশি) -এর মাধ্যমে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, সেইসাথে শৃঙ্খলা থাকায় নগরের সদর রোডে তেমন কোনো যানজটও পরিলক্ষিত হয়নি দুপুর পর্যন্ত। তিনি বলেন, যানবাহন চালকদের ট্র্যাফিক আইন মেনে চলার অনুরোধ করার পাশাপাশি মোটরসাইকেল চালনার ক্ষেত্রে হেলমেট ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিতে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের।

এদিকে নগরের সদর রোডসহ বিভিন্ন সড়ক, ফুটপাত ও এলাকায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের। সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলছেন, এ দেশটা যেমন আপনার তেমনি আমারও। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা দেশটাকে সুন্দর-স্বাভাবিক রাখতে যেমন চাই, তেমনি সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সবাইকে নিয়ে বসবাসও করতে চাই। সুবিধাবাদীর সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালালেও আমরা সাধারণ মানুষের পাশে ছিলাম থাকব। আর সাধারণ মানুষও আমাদের পাশে রয়েছে।

এদিকে গেল রাতেও বরিশালের বিভিন্ন উপাসনালয়, মন্দিরের নিরাপত্তায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ইসলামি ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। সেইসাথে বরিশালের বিভিন্ন উপজেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের খোঁজখবর নিয়েছেন জামায়াতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। তাদের শান্তিতে বসবাস করার পাশাপাশি কোনো ধরনের সমস্যা হলে নেতাদের অবগত করার কথা জানিয়ে পাশে থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

[সূত্র: সময়ের কণ্ঠস্বর, ৮ই আগস্ট ২০২৪]

কোটা সংস্কার আন্দোলন

শান্তর উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্নযাত্রা থামল গুলিতে

২৪শে জুলাই বুধবার দুপুর ১২টা। বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের মহিষাদী গ্রামের একটি বাড়িতে তখন মানুষের ভিড়। সবাই এসেছেন এলাকার মেধাবী শিক্ষার্থী ফয়সাল আহমেদ শান্তর মুখটা শেষবার দেখতে। তার মরদেহ নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন মা রেশমা আক্তার ও ছোটো বোন সুমাইয়া জান্নাত। বাড়িতে ছেলের মরদেহের অপেক্ষায় বাবা জাকির হোসেন। মরদেহবাহী গাড়ি ঢুকতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। তার কান্না দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি কেউ।

২৩শে জুলাই মঙ্গলবার চট্টগ্রামে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও পুলিশের সংঘর্ষের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান শান্ত। তিনি চট্টগ্রামের এমইএস কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর গ্রামে। তবে তিনি বেড়ে ওঠেন মহিষাদী গ্রামে নানাবাড়িতে। শান্ত, তার মা ও অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া ছোটো বোন চট্টগ্রাম নগরে ভাড়া বাসায় থাকতেন। বাবা জাকির হোসেন বাবুগঞ্জেই থাকেন। জাহাজের পুরোনো আসবাবের ব্যবসা রয়েছে তার। বুধবার জোহরের নামাজের পর মানিককাঠী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে নিজ বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়েছে।

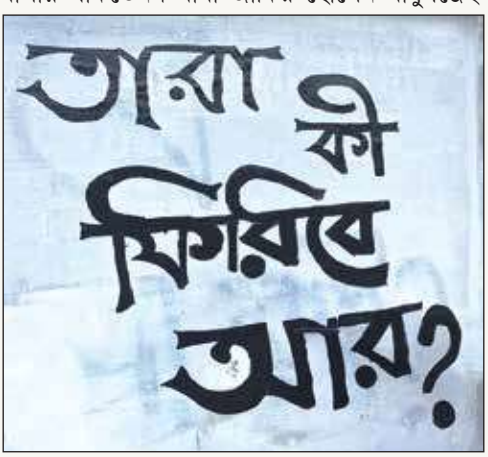

একমাত্র ছেলেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল রেশমা আক্তার ও জাকির হোসেনের। তাকে হারিয়ে তারা পাগলপ্রায়। চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক রেশমা আক্তার বলেন, 'আমার ছেলে তিনটি টিউশনি করত। এতে যে আয় হতো, তা দিয়ে নিজে পড়াশোনোর খরচ চালাত; বাকি টাকা সংসারে দিত। সে সব সময় বলত, চাকরি করব না মা, আমি উদ্যোক্তা হবো। মঙ্গলবার বিকেলে টিউশনির জন্য বাসা থেকে বের হয়। পরে শুনি, গুলিবিদ্ধ হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে। সে কোটা আন্দোলনে জড়িত ছিল কি না, আমরা জানি না। এ ঘটনায় মামলা করব না। কারণ আমার ছেলেকে কে গুলি করছে, আমরা কেউ দেখিনি। চট্টগ্রামে পুলিশ একটি অপমৃত্যু মামলা করেছে।'

জাকির হোসেনের দাবি, তার ছেলে কোটা সংস্কার আন্দোলনে জড়িত ছিলেন না। মঙ্গলবার বিকেলে টিউশনি করার জন্য বাসা থেকে বের হয়েছিলেন। পথে সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে গুলিবিদ্ধ হন। তার শরীরে তিনটি গুলি লাগে। চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তসলিম উদ্দিন জানান, শান্তকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

[সূত্র: সমকাল, ২৫শে জুলাই ২০২৪]

বরিশালে বাজার মনিটরিংয়ে শিক্ষার্থীরা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জোয়ারে স্বৈরাচার খ্যাত শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর রাস্তা পরিষ্কার ও ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এবার বাজারগুলোতেও মনিটরিং কার্যক্রম শুরু করেছেন শিক্ষার্থীরা। ৯ই আগস্ট শুক্রবার বিকেলে বরিশাল নগরের বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করেছেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নগরের নতুনবাজার ও পরে বাজার রোড এলাকায় বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে পোর্টরোড বাজার, নথুল্লাবাদ বাজার, চৌমাথা বাজার পরিদর্শন করবেন।

শিক্ষার্থীরা বলেন, বরিশালে বেশির ভাগ বড়ো বাজারগুলো দুপুরের পর থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত চালু থাকায় বিকেলে এ মনিটরিং কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। মনিটরিংয়ে তারা বাজারে সঠিক মূল্য তালিকা প্রদর্শন হচ্ছে কি না, সেই দরে পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে কি-না সেটা যেমন দেখছেন, তেমনি মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বেচা-বিক্রি রোধেও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হচ্ছে। ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ীদের কিছু নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, যা পরবর্তী সময়ে কার্যকর করা হচ্ছে কি-না, সেটিও মনিটরিংয়ের মাধ্যমে দেখা হবে।

তারা আরও বলেন, বাজার মনিটরিংয়ে নেমে তারা মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য যেমন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেয়েছেন, তেমনি অনেক আগের মূল্যের পণ্যও পেয়েছেন। এছাড়া অনেক পণ্যের মূল্য তালিকা যেমন নেই, তেমনি মেয়াদের বিষয় অন্তর্ভুক্তি করার প্রয়োজন হলেও তাও নেই। আর এসব বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যা তারা বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

[সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৯ই আগস্ট ২০২৪]

আওয়াজ
উজা
বাংলাদেশ

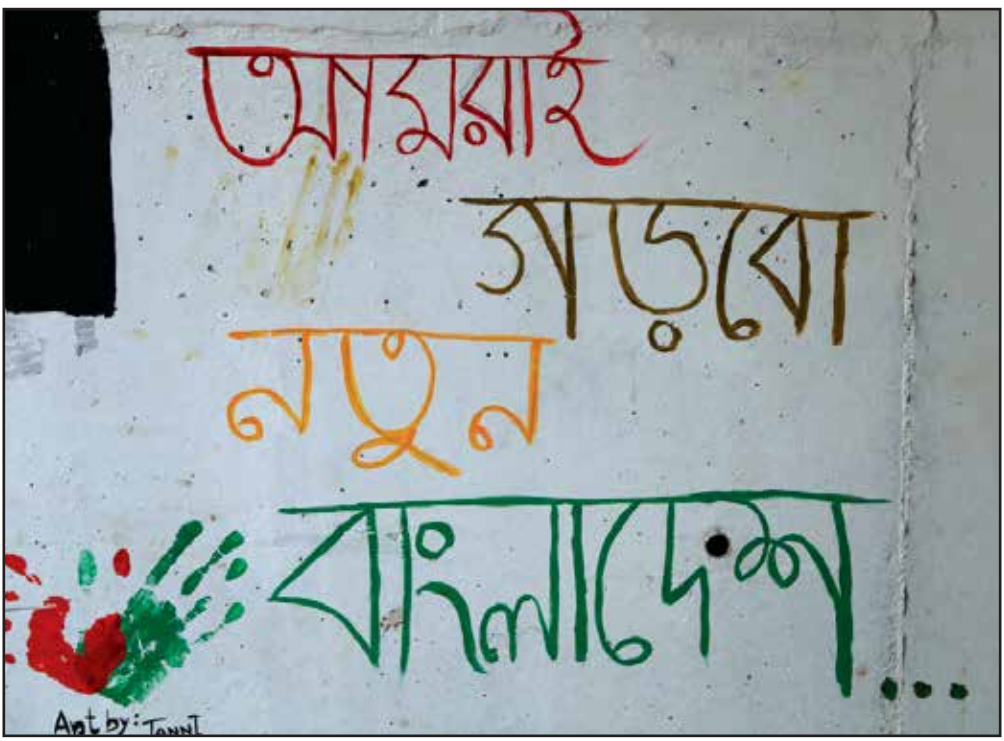
আমরাই
গড়বো
নতুন
বাংলাদেশ...
Art by: Tanni

বাবা এখনও দৌড়ায় কেন, বাসায় কেন আসে না

একটি টিভি চ্যানেলের খবরে গত বুধবার দেখানো পুরানো একটি ঘটনার ফুটেজে পুলিশের পেছনে দৌড়াতে দেখা যায় সম্প্রতি কোটা সংস্কার আন্দোলনের জেরে সহিংসতার সময় গুলিতে শহিদ সাংবাদিক হাসান মেহেদী। টিভিতে বাবাকে দেখেই খুশিতে লাফিয়ে উঠেছিল মেহেদীর সাড়ে তিন বছর বয়সি মেয়ে মাইমুনা বিনতে রিশা। পরক্ষণেই মন খারাপ করে রিশা তার মায়ের কাছে প্রশ্ন করে- 'বাবা এখনও দৌড়ায় কেন? এখনও কেন বাসায় আসে না?' অবুঝ সন্তানের এ প্রশ্নের উত্তর নেই মেহেদীর স্ত্রী ফারজানা ইসলাম পপির কাছে। মেয়েকে তিনি বোঝাতে পারেননি, তোমার বাবা আর কখনোই বাসায় আসবে না।

মেহেদীর স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে ঢাকার কেরানীগঞ্জে ভাড়া বাসায় থাকতেন। গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার হোসনাবাদে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবার চিকিৎসাসহ যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনের জেরে গত ১৮ই জুলাই রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে সহিংসতার সময় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে গুলিতে মারা যান অনলাইন পোর্টাল *ঢাকা টাইমসের* জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেদী।

২০শে জুলাই বাউফলের হোসনাবাদ গ্রামের পৈতৃক বাড়িতেই দাফন করা হয় তাকে। মেহেদী এর আগে *বাংলাদেশের আলো*, *কালের কণ্ঠ*, টিভি চ্যানেল *নিউজ ২৪*-এ কাজ করেছেন বলে জানান তার স্ত্রী। দেড় বছর আগে *ঢাকা টাইমসে* যোগ দেন। প্রতিষ্ঠানটিতে দুদক বিটে কাজ করতেন মেহেদী। ১৮ই জুলাই বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে তাকে যাত্রাবাড়ী পাঠানো হয়েছিল।

পপি জানান, ১৮ই জুলাই বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গে তার কথা হয়। সেদিন সকাল থেকেই অজানা কারণে তার মন খারাপ লাগছিল। স্বামীকে ফোনে বলেন বাসায় ফিরে আসতে। তখন ফোনেই গুলি ও টিয়ার শেলের শব্দ শুনছিলেন। মেহেদী উত্তরে বলেন, আমি ভালো আছি। পরিস্থিতি ভালো দেখছি না। অফিসের অ্যাসাইনমেন্টে যাত্রাবাড়ী আছি। পপি আবারও তাকে ফিরে আসার জন্য জোরাজুরি করলে মেহেদী স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলেন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি, এটা আমার পেশা, রুটি-রুজি। কাজ শেষ করেই তারপর বাসায় ফিরব। এর ঠিক আধা ঘণ্টা পর সাগর নামে এক ব্যক্তি ফোন করে মেহেদীর গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে বলেন পপিকে। কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে পান স্বামীর মৃতদেহ; বুকে অসংখ্য গুলির ক্ষত।

পপি আরও জানান, ২০১৫ সালে ফেসবুকে পরিচয় হয় মেহেদীর সঙ্গে। পরিচয় থেকে প্রেম। ২০১৯ সালে জামালপুর সদরের কেন্দুয়াকালিয়া গ্রামের মেয়ে পপিকে বিয়ে করেন মেহেদী। পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনে তাদের দুটি কন্যাসন্তান সাড়ে তিন বছরের রিশা ও সাত মাস বয়সি মেহের আজরিন।

জানা গেছে, মেহেদীর বাবা মোশারফ হোসেন ঢাকায় একসময় *আলোর জগৎ* নামে একটি সংবাদপত্রে চাকরি করতেন। বাবাকে দেখেই মেহেদী সাংবাদিকতা পেশায় আসেন। স্ট্রোকের রোগী মোশারফ হোসেন বর্তমানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। পপি জানান, অসুস্থ বাবা-মায়ের চিকিৎসার জন্য মেহেদী প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা বাড়িতে পাঠাতেন। এছাড়া বাবা-মাকে টিনের পুরানো ঘর ভেঙে কয়েক মাস আগে বাড়িতে আধাপাকা ঘর নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এখন সব শেষ।

[সূত্র: সমকাল, ৩রা আগস্ট ২০২৪]

বরিশালে শহিদি মার্চ পালন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের এক মাস পূর্ণ হওয়ায় শহিদদের স্মরণে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বরিশালেও শহিদি মার্চ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টায় বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ থেকে শহিদি মার্চ করে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে, বিএম কলেজ শিক্ষার্থীদের সাথে বরিশাল সরকারি হাতেম আলী, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সরকারি বরিশাল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। মিছিলটি বিএম কলেজ জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে নগরীর নথুল্লাবাদ হয়ে চৌমাথা, বটতলা, পুলিশ লাইন্স রোড হয়ে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে শেষ হয়।

শিক্ষার্থীরা বলেন, স্বৈরাচার সরকারকে হটিয়ে যে বিজয় অর্জিত হয়েছে তা রক্ষা করতে হবে। দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তারা।

[সূত্র: আমার সংবাদ, ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৪]

মৃত্যুর আগে ‘বিজয় অথবা শহিদ’ পোস্ট দিয়ে মিছিলে নামেন রাজিব

‘বিজয় অথবা শহিদ’। মৃত্যুর ঠিক কিছুক্ষণ আগে ফেসবুকে এই তিন শব্দের ছোট্ট পোস্ট দেন রাকিব হোসেন রাজিব। পোস্ট দিয়েই নামেন মিছিলে। আকাশ থেকে তখন বৃষ্টি ঝরছিল। বৃষ্টিতে ভিজেই প্রায় ৩০০ ছাত্রের মিছিলটি ৫ই আগস্ট সোমবার কেন্দ্রীয় শহিদমিনার অভিমুখে রওনা দেয়।

ঘড়ির কাঁটায় যখন বেলা ১১টা ছুঁই ছুঁই, তখন মিছিলটি চলে আসে ঢাকা মেডিকেলের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সদস্যরা কোনো ধরনের বাধা কিংবা উসকানি ছাড়াই আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু করে। মিছিলের অগ্রভাগে থাকা রাজিবসহ কয়েকজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। মিছিলের পাশে থাকা রাকিবের দুই বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগে অক্সিজেন মাস্ক লাগানোর কয়েক মিনিট পরেই নিজের লেখাকে সত্যি করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দশম ব্যাচের ছাত্র রাকিব হোসেন রাজিব।

শহিদ রাজিব বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মানিককাঠি গ্রামের কৃষক আলমগীর হোসেনের ছেলে। আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়ের কয়েক ঘণ্টা আগে তার নিহত হওয়ার ঘটনার এভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী হাসানুল বান্না। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। এ সময় স্বজনদের আহাজারিতে ভারি হয়ে ওঠে রাকিবের গ্রামের বাড়ি। মঙ্গলবার সকালে মানিককাঠি বাজারে জানাজা শেষে তার লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

রাকিব বাবুগঞ্জের খানপুরা আলিম মাদ্রাসা থেকে দাখিল পাস এবং বরিশালের ইনফ্রা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা করে বিএসসির জন্য ভর্তি হন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাকিবের সহপাঠী ও বন্ধু হাসানুল বান্না বলেন, ‘রাকিবসহ আমরা তিন বন্ধু একদম শুরু থেকেই কোটা সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম। আমাদের নেতৃত্ব দিতেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। রাকিব ছিল যেমন মেধাবী তেমনই সাহসী। সবসময় মিছিলের সামনের সারিতে থাকতে পছন্দ করত। সে রাজনীতি করত না। তবে প্রায়ই বলত এই দুঃশাসন থেকে হয় স্বাধীন হবো নতুবা শহিদ হব।’

বিলাপ করতে করতে রাকিবের বড়ো ভাই আবুল কালাম বলেন, ‘আমার ভাইকে দুইটা গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ। দুইটা গুলিই তার পেটে বিদ্ধ হয়। তবে তলপেটের গুলিটি শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যায়।’

[সূত্র: সমকাল, ৭ই আগস্ট ২০২৪]

পিরোজপুরে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ও আহতদের স্মরণসভা

পিরোজপুরে জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ও আহতদের স্মরণে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭শে বুধবার বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান। এতে জেলার ৫ জন নিহত ও ৬৫ জন আহত ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদান করা হয়।

সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দায়িত্বে থাকা পদোন্নতিপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, পিরোজপুরে সেনাবাহিনীর দায়িত্বরত মেজর কাজী জাহিদুল ইসলাম, পিরোজপুরের সিভিল সার্জন মো. মিজানুর রহমান, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন, জেলা জামায়তের আমির মো. তাফাজ্জেল হোসাইন ফরিদ।

এসময় জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ৫ জনের পরিবারের সদস্যরা ও আহতরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নিহত পরিবারের স্বজনরা তাদের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের উপার্জনের ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

বক্তরা বলেন, জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এদেশ দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে। এ ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্ররা বৈষম্য নিরসনে ও মুক্তির নেশায় বুকের তাজা রক্ত দিয়ে পুনরায় দেশ স্বাধীন করেছিল। আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে শহিদদের স্মরণ করছি। পাশাপাশি পিরোজপুরে যারা আহত হয়েছিলেন তাদের চিকিৎসার জন্য জেলা প্রশাসন কাজ করবে।

এসময় পিরোজপুরে শহিদ মো. রফিকুল ইসলাম, শহিদ মো. এমদাদুল হক, শহিদ মো. আবু জাফর হাওলাদার, মো. মামুন খন্দকার, মো. হাফিজুল সিকদার-এর পরিবারের সদস্যদের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়াও জেলায় আহত ৬৫ জনকে নগদ অর্থ প্রদান করে জেলা প্রশাসন।

[সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৭শে নভেম্বর ২০২৪]

‘একটা গুলিতে সবকিছু তছনছ হইয়্যা গেল’

‘একটা গুলিতে মোর তিনডা নাবালক মাইয়্যা-পোলা এতিম হইল, আর মুই হইলাম বিধবা। মোর স্বামীর স্বপ্ন ছিল মাইয়্যা-পোলাগো লেহাপড়া করাইয়্যা বড়ো চাকরি দিব। কিন্তু একটা গুলিতে সবকিছু তছনছ হইয়্যা গেল। মুই এহোন তিনডা মাইয়্যা-পোলা লইয়্যা অসহায় হইয়্যা পড়ছি, অথৈ সাগরে ভাসছি।’ অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বলছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঢাকার মোহাম্মদপুরের চৌরাস্তায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ পটুয়াখালীর দুমকীর জসিম উদ্দিন হাওলাদারের (৩৭) স্ত্রী মোসা. রুমা বেগম।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পটুয়াখালীর ১৯ জন নিহত হন। এরই একজন জসিম উদ্দিন। তিনি ছিলেন একটি এনজিওর গাড়িচালক। বাড়ি দুমকীর দক্ষিণ পাঙ্গাশিয়া এলাকায়। ঐ এলাকার সোবাহান হাওলাদার ও রাবেয়া বেগমের তিন সন্তানের মধ্যে জসিম মেজ। ছেলেবেলা থেকেই অভাব-অনটনে বেড়ে ওঠা জসিম ছিলেন পরিবারের সবার প্রিয়। এ কারণে জসিমের মা-বাবাও থাকতেন তার সঙ্গে। বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী, ৯ মাস বয়সি এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে জসিমের সাতজনের সংসার। যা রোজগার করতেন, তা দিয়ে সুখেই কাটছিল দিন। কিন্তু একটি বুলেট এ সুখের সংসারকে তছনছ করে দিয়েছে। বাবা বলে একবারও ডাকতে পারল না ৯ মাসের শিশু সন্তান জুবায়ের ইসলাম।

দিনটি ছিল ১৯শে জুলাই। জসিম ঐদিন বিকেল ৫টার দিকে ঢাকার আদাবর এলাকার বাসা থেকে বের হয়ে সন্ধ্যা ৬টার দিকে মোহাম্মদপুরের চৌরাস্তায় গুলিবিদ্ধ হন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে তাকে ২১শে জুলাই মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়। দুদিন পর তার একটা অস্ত্রোপচার হয়। জসিমের আর জ্ঞান ফেরেনি। পরদিন তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। ১১ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে হেরে যান জসিম। ১লা আগস্ট তার লাশ দুমকীর দক্ষিণ পাঙ্গাশিয়া নিজ বাড়িতে দাফন করা হয়।

জসিমের ১১ বছরের মেয়ে রিয়া মণি কাঁদতে কাঁদতে বলে, ‘আমাদের নিয়ে বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল। তার ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া করিয়ে আমাদের ভালো চাকরি করাবেন। বাবাকে তারা গুলি করে মেরে ফেলল!’

জসিমের শ্বশুর সেকান্দার আলী মৃধা ও শাশুড়ি খাদিজা বেগম বলেন, ‘আমাদের জামাইকে বিনা অপরাধে যারা হত্যা করেছে, তাদের বিচার চাই। স্বামীহারা এ মেয়েটা ছোট্ট তিনডা সন্তান লইয়্যা কেমনে চলবে? সরকার যেন জসিমের এই এতিম নাবালক সন্তানদের দেখে।’

স্থানীয় বাসিন্দা সোহরাব তালুকদার ও আল-আমিন বলেন, ‘একটু সহযোগিতা করলে জসিমের এ পরিবারটা ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারবে। তাই সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, এ অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়ে সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরি দিয়ে জসিম হাওলাদারের ইচ্ছা পূরণ করবে।’

পটুয়াখালীর সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সভাপতি অধ্যাপক পীযূষ কান্তি হরি বলেন, ‘এসব হত্যার সুষ্ঠু বিচার হওয়া প্রয়োজন। এ সহিংসতায় যারা হতাহত হয়েছেন, সরকারের উচিত তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো।’

[সূত্র: সমকাল, ২০শে আগস্ট ২০২৪]

আশুফান্ড

ইজামুল হক

ঘরে ঢুকেই জেবউন নাহার বুঝতে পারে আজও সেই স্বপ্নটা দেখেছে রাশেদ। রাতে ঐ স্বপ্নটা দেখে পরদিন ঘুম ভাঙার পরও বিছানা ছাড়ে না; বাতি জ্বালায় না, যতক্ষণ সম্ভব টয়লেট চেপে রাখে। পাশ বালিশটা বুকে চেপে চোখ বুজে পড়ে থাকে। এসবই স্বপ্নের রেশটা নিজের ভেতর যতটা সম্ভব জিইয়ে রাখা।

স্বপ্নটা বাল্যবন্ধু আশুকে নিয়ে। রাশেদের বাড়ি লাগোয়া যে হিন্দুপাড়া, সে পাড়ার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি পার্শ্বনাথ ঘোষের ছোটো ছেলে। দুজনের গলায় গলায় ভাব। কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারে না। থাকতে হয়ও না। দুজনে একই স্কুলে একই শ্রেণিতে। স্কুলের পর বিকেলটা কাটে খেলার মাঠে। মাঝে মাঝে শ্রীনগর বাজারে যায় ফুটবলের ব্লাডার কিনতে। ফেরার পথে দুবন্ধু পোদ্দার বাড়ির পুরানো ঘাটলায় বসে বাঙ্গি খায়। প্রস্তুতি নেয়, তিন মাইল পায়ে হাঁটা পথ পাড়ি দেবার। পুজো-পার্বণে রাশেদের ডাক পড়ে আশুদের বাড়ি। পুজো সন্ধ্যায় হারিকেন হাতে রাশেদকে ডেকে নিয়ে যায় আশু। বড়ো ঘরের বারান্দায় নিয়ে বসানো হয় ওকে। বড়োসড়ো একটি কাঁসার বাসনে সন্দেশ, লাড্ডু, বুরিন্দা ও নানারকমের ফল-ফলাদি এনে সামনে রাখে। এরপর খিচুড়ি ও গাওয়া ঘি। রাশেদও ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেয় আশুর সাথে। ঈশ্বর বোধ হয় চাইছিলেন না, ওদের এই বন্ধন চির অটুট থাকুক।

ওরা সবেমাত্র প্রাইমারির দরজা পেরিয়েছে। তখনই শুরু হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা। সময়টা উনিশশো একাত্তর। হঠাৎ হঠাৎ স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে ছাত্রছাত্রীরা। বাজারে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। স্কুল মাঠে বক্তৃতা করে সজল, আনিস ও জামালরা। মাঝে মধ্যে শহর থেকে আসে কেউ কেউ। কী সব বলে বুঝতে পারে না ওরা। তবে ইউনিয়ন বোর্ডের দেওয়ালে লেখা আর বড়োদের চাপা গুঞ্জনে টের পায় দেশে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

দিন যত যাচ্ছিল পরিস্থিতি ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। হঠাৎ ২৫শে মার্চ রাতে ছাত্রাবাস, পুলিশ ফাঁড়ি ও ইপিআর-এর ঘাঁটিতে আক্রমণ করে হাজার হাজার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষ হত্যায় মেতে উঠে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ওদের হিংস্রতা আরো বেড়ে যায়। যাকে যেখানে পায় সেখানেই হত্যা করে। যেন শখের বশে পাখি শিকার করা। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষই ওদের মূল টার্গেট হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার গায়ে মেখে একদিন সন্ধ্যায় রাশেদের পাশে এসে দাঁড়ায় আশু। রাশেদ চমকে উঠে। ওকে এমন দেখাচ্ছে কেন। রাশেদ জানতে চাইলে কিছুই বলে না। শুধু আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। এবার ওর দুকাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কী হয়েছে বল। আমরা চলে যাচ্ছি। রাশেদের বুঝতে বাকি থাকে না কোথায় যাচ্ছে ওরা। কদিন আগে আশুর বাবা এসে রাশেদের বাবার সাথে কী কথা বলে গেছে। দুজনেই নীরব থাকে কিছুক্ষণ। ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার আরো গাঢ় হয়। ঢেকে ফেলে কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা দুই কিশোরের মুখাবয়ব।

সবকিছু ঠিকঠাক। পাইকপাড়া গ্রামের এক দালালের হাতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে আশুদের। নিরাপদে

পৌঁছানোর খবর পেলে তবেই শোধ করা হবে দালালের টাকা। এমন সিদ্ধান্ত নিয়েই দুটো নৌকা ছাড়া হলো বর্ষার জলে। বড়োদের সঙ্গে রাশেদ। পেছনে পড়ে থাকল তিন পুরুষের ভিটে, ঢেঁকি ঘর, ঠাকুর ঘর, আর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকা কোলাপাড়া গ্রাম।

একসময় দেশ স্বাধীন হয়। অনেকেই ফিরে আসে। আশুদের আর ফেরা হয়নি। আশুর চলে যাওয়া রাশেদের জীবনের প্রথম বিচ্ছেদ। বুক ভাঙা কষ্টের সাথে প্রথম পরিচয়। তবে এই কষ্ট তাকে বেশিদিন বয়ে বেড়াতে হয়নি। যুদ্ধের তাড়া খেয়ে, ব্যাবসা-বাণিজ্য সব খুইয়ে অনেকেই তখন জন্মভিটায় ফিরে এসেছে। এমন পরিবারের এক কিশোরের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দিন যায়, ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়। বাস্তবের আড়ালে ঢাকা পরে যায় আশুর মুখ। এরপর কৈশোর পেরিয়ে যৌবন, যৌবন পেরিয়ে কখন যে পঞ্চাশে এসে পৌঁছেছে টের-ই পায়নি রাশেদ।

পঞ্চাশ পেরোনোর পর জীবনের কোলাহল যখন অনেকটাই নীরব হয়ে এসেছে। ঠিক তখনই বাস্তবের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে আশুর মুখ। আর তখন থেকেই স্বপ্নের শুরু।

স্বপ্নটা এমন রাশেদ কলকাতা যাচ্ছে। সেখানে আশুর সাথে তার দেখা হবে। এক অপার্থিব আনন্দানুভূতি তার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হতে থাকে। অস্থির অপেক্ষার এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় আকাঙ্ক্ষিত আঙ্গিনায়। অন্য অনেককে দেখতে পেলেও আশুকে দেখতে পায় না। জানতে পারে, অন্য কোথাও আছে; এখনি এসে যাবে। তার আগেই স্বপ্ন থেকে আলগা হয়ে যায় সে। কখনো কাহিনিটা বিপরীত আঙ্গিকেও স্বপ্নায়িত হয়। আশু ঢাকায় এসেছে শুনে তড়িঘড়ি ছুটে যায় রাশেদ। কিন্তু আশুকে দেখতে পায় না। কেউ একজন জানায়, এদিক-ওদিক কোথায়ও আছে। এখনি এসে যাবে। এক পর্যায়ে সে বুঝতে পারে এতক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে ডুবেছিল সে।

ঘুরে ফিরে একই স্বপ্ন সে বহুবার দেখেছে, আশুকে একবারও দেখতে পায়নি। অদ্ভুত এ স্বপ্নের রহস্য সে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না। স্বপ্নের দৈর্ঘ্যটা লম্বা না হলেও এর ভেতরের যে উত্তেজনা তার মূল্য-ই-বা কম কিসের।

রাশেদুল হকের কপাল ভালো স্বপ্ন নিয়ে তার এই আবেগকে তার মেয়েরা ছেলেমানুষি বা বাড়াবাড়ি বলে উড়িয়ে না দিয়ে বরং বলে, তো যাও না, একবার বন্ধুকে দেখে আস। কলকাতা এমন কী দূর! আশুর প্রতি মনটা যতই ঝুঁকে থাকুক, ওদের ওপর বাড়তি খরচের চাপটা চাপিয়ে দিতে মন সায় দেয়নি। আধা বাউল এই মানুষটাতো ওদের জন্য কিছুই করতে পারেনি। ওরা আজ যেখানে এসেছে তা শুধুই স্বপ্নের টানে। রাশেদও আপাতত স্বপ্ন নিয়েই থাকতে চায়। একদিন মেয়েরা বাবার ঘরে ঢুকে চমকে ওঠে। এক কোণায় রাখা একটি মাটির ব্যাংক, তাতে লেখা 'আশুফান্ড'। ওদের কৌতূহল মিটাতে রাশেদ সাহেব নিজেই বলেন– তোমরা যে মাটির ব্যাংকটি দেখছ, ওটা আমি শিশু একাডেমির পাশে মৃৎ শিল্পের দোকান থেকে কিনেছি। এখানে জমানো পয়সা দিয়ে আশুকে দেখতে যাব। ইচ্ছে করলে তোমরাও এখানে কিছু রাখতে পার।

মেয়েরা হাসিমুখে জানিয়ে দেয়, এখন থেকে ওরাও কিছু কিছু রাখবে। রাশেদ সাহেবের মন ফুরফুরে আমেজে ভরে ওঠে। রাতের স্বপ্নের সাথে যোগ হলো দিনের স্বপ্ন।

কিছুদিন হয় রাশেদের মন ভালো নেই। বড়ো মেয়ে দিবা অসুস্থ। ভীষণ কাশি। কিছুতেই কমছে না। এর মধ্যে কয়েকজন ডাক্তার বদলালেও ফল হচ্ছে না। আত্মীয়স্বজন অনেকেই বলছে, কলকাতায় নিয়ে যাবার কথা। ওখানকার চিকিৎসা নাকি ম্যাজিকের মতো কাজ করে। কেউ কেউ নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়ে দিচ্ছে।

মেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে শেষমেষ কলকাতা যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দালালের মাধ্যমে কাগজপত্র পাসপোর্ট ভিসার দ্রুত ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো কলকাতায় এসেছে রাশেদ। আশুর কথা একবারও মনে হয়নি। গা ঘেঁষে চলে গেছে বারাসাতের বাস। চোখেও পড়েনি। শৈশব ছুঁয়ে দেখার স্বপ্নটা মেয়ে দিবার সেরে উঠবার আনন্দের আড়ালে কখন যে হারিয়ে গেছে টেরও পাননি।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এবার ডাক্তার দেখানো, ঔষধ কেনাকাটা শেষ হয়ে গেছে। ফিরতি টিকিটের সময় ধরে মাঝের একদিন শুধু বসেই কাটাতে হবে। রাশেদ ভাবছিলেন টিকিটের সময়টা একদিন এগিয়ে আনতে পারলে ভালো হতো। দিবা ভাবছে অন্য কথা। সে বাবার কাছে জানতে চায় তার কাছে আশু আংকেলের ঠিকানা আছে কিনা। আশুর প্রসঙ্গ উঠতে বাবার যে ঝলমলে চেহারা দেখতে পায় তাতে আরো

সুস্থ হয়ে উঠে দিবা। বাবাকে বলে, আমাদের হাতে তো আরেকটা দিন আছে, চল, তোমাকে তোমার বন্ধুর সাথে দেখা করিয়ে নিয়ে আসি।

নিজেকে অনেক সংযত করে রাশেদ জানিয়ে দেয়, না, এবার না। তিন মাস পর আবার যখন আসব তখন। বন্ধুর বাড়ি যাবো। হঠাৎ করে কী যাওয়া যায়। প্রস্তুতির ব্যাপার তো আছে। এক কাজ করি, এবার না হয় ওকেই আমাদের এখানে আসতে বলি। দেখাতো হোক। সারাদিন একসাথে কোথাও কাটানো যাবে। কত কথা জমা হয়ে আছে।

তা হতে পারে। কিন্তু তোমার কাছে কী নম্বর আছে। না, ঠিক ওর নম্বর নেই, তবে পরিমল মাস্টারের আছে। ওখান থেকে নেওয়া যাবে। ওরা পাশাপাশি থাকে।

একবারেই পাওয়া গেলো পরিমল মাস্টারকে। রাশেদ যেটুকু আশা করেছিল পরিমল মাস্টার তার চেয়ে অনেক বেশি উষ্ণতা ছড়িয়ে কথা বললেন। ফেলে যাওয়া প্রতিবেশি সকলের কথাই জানতে চাইলেন। কুশল বিনিময়ের এক পর্যায়ে আশুর নম্বরও জানিয়ে দিলেন।

পরিমল মাস্টারের আলাপচারিতায় যতটা আবেগ ছিল আশুর মধ্যে ততোটা পাওয়া গেলো না। রাশেদের আমন্ত্রণে সে জানিয়ে দিলো তার পক্ষে আজ দেখা করা মোটেও সম্ভব নয়। জরুরি কাজে ব্যস্ত আছে। আবার এলে দেখা হবে।

প্রথমে ধাক্কা খেলেও নিজেকে সামলে নিতে বেশি সময় লাগে না রাশেদের। স্ত্রী-কন্যারা এ ব্যাপারে তাকে একটু একটু করে প্রস্তুত করেছিল। স্ত্রী জেবউন নাহার তো আশুর প্রসঙ্গ উঠলেই বলত, তুমি আশুকে যতটুকু মনে রেখেছ, আশু কী তোমাকে ততটা মনে রেখেছে। এটা কী সম্ভব। পঞ্চাশ বছর একজন মানুষকে না দেখে নিজের মধ্যে লালন করা কী খুব সহজ কাজ। রাশেদও জানে তাকে নিয়ে আশুর কোনো আবেগ থাকার কথা নয়। তাতে কী। মানুষ যা কিছু করে তা শুধু নিজের জন্য। নিজেকে ভালোবাসতে গিয়েই অন্যকে ভালোবাসতে হয়।

তিন মাস পার হয়ে গেছে। কলকাতা যাবার প্রস্তুতি চলছে বেশ জোরে শোরে। সম্ভবত দিবাকে নিয়ে এটাই শেষ যাত্রা। চিকিৎসক এমন কথাই বলে দিয়েছেন গতবার। রাশেদুল হকের মনটা তাই বেশ ফুরফুরে। স্ত্রী-কন্যাদের ডেকে 'আশুফান্ড' ভাঙা হয়। তাতে যা জমেছে আশুর কাছ থেকে ভালোভাবেই ঘুরে আসা যাবে।

এর মধ্যে একদিন বেনারসী পল্লী গিয়ে জামদানি শাড়ি ও ফতুয়ার কাপড় কিনে আনে রাশেদ। এমন রং যাতে ফর্সা ও শ্যামলা উভয়ের মানিয়ে যায়। ঠিক করা হয়, যাবার সময় টাঙ্গাইলের চমচম নিয়ে যাবার কথাও।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে ফিরে ডিনার সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যায় রাশেদ ও দিবা। খুব ভোরে উঠতে হবে। কলকাতা শহর থেকে বারাসাত খুব একটা কাছে নয়। সকাল সকাল গাড়িতে না চাপলে সন্ধ্যায় ফিরে আসা কঠিন হবে। তাছাড়া এত বছর পর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ওর সাথে দেখা হবে। সহজেই কী ছেড়ে দিতে চাইবে। একটু সময় নিয়ে তো যাওয়া চাই।

উত্তেজনায় রাতে ভালো ঘুম হয়নি। এলার্ম বেজে উঠার আগেই বিছানা ছেড়ে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে রাশেদ। মেয়েকেও ডেকে তোলে। তৈরি হয়ে ট্যাক্সি ডাকার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আশুকে রিং করে পথ নির্দেশনার জন্য। আশুর সাথে এমনটাই কথা হয়েছিল রাশেদের। কিন্তু যতবারই রিং করা হচ্ছে ততবার সেই একই কথা ভেসে আসছে ওপার থেকে এ মুহূর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাপ-মেয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে ঠিকই কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। এক সময় দিবা বলে, চল বাবা, আমাদের কাছে যেটুকু ঠিকানা আছে তা নিয়েই চেষ্টা করি। খুব বেশি সমস্যা হবে না।

রাশেদ শান্ত অমত খুব ভারি গলায় জানিয়ে দেয়, সে যাবে না। দিবা বাবাকে বুঝাতে চেষ্টা করলে রাশেদ খুব স্বাভাবিকভাবে বলে, পঞ্চাশ বছর আগে যে আশুর সাথে আমার পরিচয় এতদিনে সে আশুর ভেতর জন্ম নিয়েছে আরও অনেক আশুর, যাকে আমি চিনি না।

কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে বেশ কিছুদিন হয়ে এল। এর মধ্যে একদিনও সেই স্বপ্ন আর দেখতে পায়নি রাশেদ। কী এক প্রয়োজনে বাবার ঘরে ঢুকে মাটির একটি ব্যাংকে চোখ আটকে যায় দিবা আর দিনার। দেখতে আগের মতোই। গায়ে সেই একই লেখা 'আশুফান্ড'।

মেয়েদের বিস্মিত চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কথা খুব সহজেই পাঠ করে রাশিদুল হক বলেন, মিথ্যে হলেও মানুষকে স্বপ্নের মধ্যে থাকতে হয়। স্বপ্ন জীবনকে মাতিয়ে রাখে। স্বপ্ন মরে গেলে কিছুই থাকে না।

মেয়েরা বুঝতে পারে, বাবা তার দ্বিতীয় শৈশবে পা রেখেছেন।

‘যদি মারা যাই, বিজয়ের পতাকা কবরে দিও’

‘আজ যদি আমি মারা যাই, বিজয়ের পর আমার কবরের পাশে পতাকা দিও। হয়তো লাশ হবো, নয়তো ইতিহাস হবো।’ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার আগের দিন গত ৪ঠা আগস্ট তার নিজের ফেসবুকে এমন স্ট্যাটাস দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী এইচএসসি পরীক্ষার্থী মো. সাগর গাজী (২০)। কিন্তু দুর্বৃত্তদের গুলিতে শেষ পর্যন্ত তাকে লাশই হতে হলো। বিজয়ের আনন্দ করতে না পারলেও তার ইচ্ছা অনুযায়ী কবরের পাশে স্বপ্নের নতুন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

সাগরের ইচ্ছা ছিল, লেখাপড়া করে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মা-বাবার কষ্ট দূর করবে। কিন্তু একটি বুলেট নিমিষেই সব তছনছ করে দেয়। ছেলেকে হারিয়ে মা শাহিদা বেগম এখন পাগলপ্রায়। কিছুক্ষণ পরপরই কবরের পাশে গিয়ে অঝোরে চোখের জল ফেলছেন এবং বার বার মূর্ছা যাচ্ছেন। ছেলেকে হারিয়ে বাবা সিরাজুল গাজী এখন নির্বাক।

গত ৫ই আগস্ট বেলা আড়াইটা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্র-জনতার বিজয় উল্লাস শুরু হয়। রাজধানীর উত্তরায় বিজয় মিছিলে যোগ দেন পটুয়াখালীর গলাচিপার সন্তান সাগর গাজী। বিকেল ৩টার দিকে

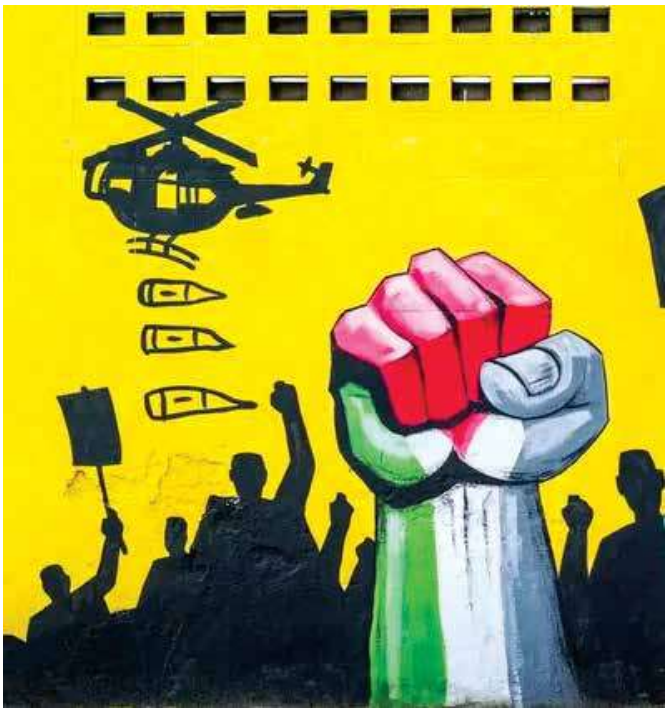

মেজ ছেলে শাওন গাজী ঢাকার টঙ্গী সরকারি কলেজে ডিগ্রিতে লেখাপড়া করছেন। তবে সাগরকে নিয়েই পরিবারের ছিল বড়ো স্বপ্ন। তিনি প্রকৌশলী হয়ে পরিবারের সবার মুখে হাসি ফোটাবেন।

সাগরের বাবা সিরাজুল গাজী বলেন, 'যারা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে, আমি তাদের ফাঁসি চাই। এতে পরানডা শান্তি পাবে, সাগরের আত্মা শান্তি পাবে। আমার ছেলের ইচ্ছা ছিল, সে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আমি বলেছি, বাবা, তোকে আমি ইঞ্জিনিয়ার পড়াব। যতই গরিব হই না কেন, আমি তোমার স্বপ্ন পূরণ করব। কিন্তু আজ সব তছনছ হয়ে গেছে।'

সাদা পোশাকধারী কিছু সশস্ত্র লোক ফ্লাইওভারের ওপর উঠে বিজয় মিছিলে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এ সময় একটি গুলি সাগরের মাথার পেছন থেকে ঢুকে সামনে দিয়ে বের হয়ে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় পার্শ্ববর্তী একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। ঐ দিন রাতেই সাগরের মরদেহ গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার পূর্ব পাড় ডাকুয়া এলাকায় নিয়ে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সিরাজুল দম্পতির তিন সন্তানের মধ্যে সাগর ছিলেন কনিষ্ঠ। গলাচিপার উলানিয়া হাট মাধ্যমিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি পাস করেন এবং ঐ কলেজ থেকেই এ বছর এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। আন্দোলনের কারণে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় তিনি ঢাকার উত্তরায় চাচার বাসায় বেড়াতে যান এবং সেখানে গিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। তার বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করে যা পান, তা দিয়ে সংসার চলে। বড়ো ছেলে সুজন গাজী এইচএসসি পাস করে একটি কোম্পানিতে চাকরি করে সংসারের জোগান দেন।

সাগরের মা শাহিদা বেগম বলেন, 'পুতে আমারে কয়, মা, তোমাগো বেশি দিন আর কষ্ট করা লাগব না। আমি লেখাপড়া কইরা ইঞ্জিনিয়ার হইব এবং চাকরি কইরা তোমাগো স্বপ্ন পূরণ করব। স্বপ্ন পূরণের আগেই আমার পুতে চইল্যা গ্যালো। আল্লাহ, তোমার কাছে বিচার দিলাম, আমার পুতেরে যারা গুলি কইরা হত্যা করল, তুমি তাগো কঠিন শাস্তি দিও।'

তার বড়ো ভাই সুজন গাজী বলেন, 'দেশ স্বাধীন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পালিয়ে গেছেন। তারপরও কেন গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করল? আমরা এসব হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।'

এ প্রসঙ্গে পটুয়াখালী জেলা সুজনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মানস কান্তি দত্ত বলেন, মানুষ হিসেবে কোনো হত্যাকাণ্ডই কাম্য নয়। সব হত্যার সুষ্ঠু এবং দৃষ্টান্তমূলক বিচার ও শাস্তি হওয়া উচিত। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যারা হতাহত হয়েছেন, ঐ সব পরিবারের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

[সূত্র: সমকাল, ২২শে আগস্ট ২০২৪]

হাল ছেড়োনা বন্ধু
বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে

‘এখনও বাবাকে খোঁজে ছোট্ট দ্বীন ও সুমাইয়া’

‘আমরা কেউই এখন আর ভালো নেই। ঐ দিনের পর থেকে আমাদের সব সুখ-আনন্দ-হাসি শেষ হয়ে গেছে। জীবনটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আমরা এখন না থাকার মতন বেঁচে আছি। আট বছরের দ্বীন ও দেড় বছরের সুমাইয়া এখনও খুঁজছে ওদের

বাবাকে। ছেলেটা প্রতিদিন রাতে তার বাবার জন্য কান্না করে এবং জিজ্ঞেস করে, মা বাবা আইবো কখন? বাবা কই গেছে আমাগোরে রাইখা?’ এ কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল মোড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত দুমকী উপজেলার মিলন হাওলাদারের স্ত্রী শাহনাজ বেগম (২৬)।

পটুয়াখালীর দুমকীর আঙ্গারিয়া ইউনিয়নের ঝাটরা গ্রামের বাসিন্দা মিলন হাওলাদার (৩০) পেশায় একজন মাছ বিক্রেতা ছিলেন। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে মিলন চতুর্থ। বোনদের সবার বিয়ে হয়ে গেছে। বড়ো ভাই জাহাঙ্গীর হাওলাদার এলাকায় দিনমজুরের কাজ করেন। ছোটো ভাই মুছা হাওলাদার একাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। বাবা হোসেন হাওলাদার একজন পঙ্গু, মা মমতাজ বেগমও অসুস্থ। অভাবের সংসারে অসুস্থ বাবা-মা ও স্ত্রী-সন্তানদের মুখে দুবেলা খাবার জোগাতে নিজের এলাকা ছেড়ে নারায়ণগঞ্জ চলে আসেন মিলন। পরিবার নিয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় বসবাস করতেন। সেখানে মাছ বিক্রি করে নিজের সংসার সামলানোর সঙ্গে অসুস্থ বাবা-মাকেও অর্থ পাঠাতেন। কিন্তু মিলনের আকস্মিক মৃত্যু পরিবারটিকে তছনছ করে দিয়েছে।

সে দিনটি ছিল ২১শে জুলাই। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সারাদেশের ন্যায় নারায়ণগঞ্জ জেলাও উত্তাল। ঐ দিন পাইকারি মাছ কিনতে সকাল সকাল ঘর থেকে বের হয়ে যান মিলন। বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল মোড়ে ছাত্র-জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলাকালে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মিলন। স্থানীয় লোকজন হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শাহনাজ বলছিলেন, ‘একটা বুলেটে আমার সাজানো সুখের সংসারটা তছনছ করে দিয়েছে এবং ছোট্ট শিশু দুটোর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে বাবার আদর, স্নেহ ও ভালোবাসাটুকু। তারা এখনও বুঝতে পারছে না ওদের বাবা এ পৃথিবীতে আর বেঁচে নেই। এখন আমি কী করব? কে দেখবে আমার এই নাবালক সন্তান দুটিকে?’ পরক্ষণে অশ্রু মুছতে মুছতে স্বামী হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন তিনি।

সন্তান হত্যার বিচার চেয়ে মিলনের বৃদ্ধ বাবা মো. হোসেন হাওলাদার বলেন, ‘আমার পোলাডার কী অপরাধ ছিল? ক্যান ওকে গুলি করা হইলো? গুলিতে মোর পোলাডার বুকটা ঝাঁজরা হইয়্যা গ্যাছে। অয়তো রাজনীতি করতো না, করতো মাছের ব্যবসা। অরে গুলি করলো ক্যান? কেডায় এহোন আমাগোরে দ্যাখবো? কেডায় অর নাবালক মাইয়্যা-পোলাডারে দ্যাখবো’ মিলনের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন দুমকী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহীন মাহমুদ। *সমকালকে* তিনি বলেন, ওই পরিবারকে উপজেলা প্রশাসন থেকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হবে।

[সূত্র: সমকাল, ২৩শে আগস্ট ২০২৪]

আগুন ঝরা বৃষ্টি

শামীমা চৌধুরী

সকাল থেকে মনটা অস্থির। বাইরে যাওয়া খুব দরকার। কিন্তু সকাল থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। একবার বাড়ছে, একবার কমছে। থামার লেশমাত্র নেই। গরমের এই সময়টাতে এত বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। আবহাওয়া কেমন বদলে গেছে। এ সময় ঝড়ো বাতাস আর কালবৈশাখি হওয়ার কথা। ঝড়ের পরে কিছুক্ষণ প্রবল বৃষ্টি হয়। এখন এই বৈশাখে শুরু হয়েছে শ্রাবণের মাতম।

অথচ আজ তার না বের হলেই নয়। মনের ভেতর অস্থিরতা বাড়ছে কামরুন্নাহার খানের। ঘন ঘন কয়েকবার বজ্রপাত হলো। অনেকটা দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন। বজ্রপাত হলে তিনি খুব ভয় পান। তখন তিনি স্কুলের ছাত্রী । মফস্বল শহরের অনেক এলাকায় তখনও ছিল গ্রামের ছোঁয়া। বান্ধবীরা জোটবেঁধে মাঠের ভেতর দিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথে শুরু হলো ঝড়-বৃষ্টি আর বজ্রপাত। চোখের সামনে ক্ষেতে কাজ করা দুজনের মাথার উপর বজ্রপাত হলো! এদের একজন তাদের বাড়ির গরুর রাখাল হরি। সেই কথা মনে হলে এই আশি ছুঁইছুঁই বয়সেও শিউরে ওঠেন তিনি। হরির সেই মৃত দেহটার কথা মনে হতেই বুকটা খালি হয়ে গেল তার।

এ সময় বাসায় কেউ থাকে না। ছেলে ফারুক মস্ত বড়ো ব্যাংক অফিসার। সকাল নয়টার মধ্যে চলে যায়। ফেরে রাতে। বউমা লাইসা একটি নামি স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক। তারও আসতে আসতে বিকেল। নাতনি রাইমা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এখন কানাডায়। আর নাতি রাহুল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। সারাদিন এই বাড়ির একমাত্র মালিক তিনি। ফোনে একমাত্র বোনের সাথে কথা বলা, টেলিভিশন দেখা, নামাজ আর ধর্ম পালন ছাড়া আর কোনো কিছু করার নেই তার। কেবল মৃত্যুর জন্য দিন গোনা। তিন বেডরুমের এই বিশাল বাসায় একাই কাটে তার দিন। কুমিল্লায় তার

সহকর্মীরা, আত্মীয়স্বজনরা সব সময় আসতো। দুটো টিউশনি ছিল। নানারকম সেবামূলক কাজ ছিল। সময় কেটে যেত। আর এখন বন্দি পাখি।

একবার ঘর একবার বারান্দা করতে করতে বেলা বারোটা গড়িয়ে গেল। না, যেমন করে হোক আজ তাকে বের হতেই হবে। তার ছেলের ফ্ল্যাটটি এমন অভিজাত এলাকায় যার আশপাশে কোনো ফার্মেসি নেই। সাধারণ কোনো মুদি দোকানও নেই। যেতে হয় ব্যস্ত রাস্তা পার হয়ে মার্কেটে। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ আর ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ফুরিয়ে গেছে। পেটের গ্যাসের কারণে খেতে পারছেন না। খেলেই বমি হয়। হাঁটুর ব্যথাও বেড়ে গেছে। ফিজিওথেরাপিও করা হয়নি অনেকদিন। তার শরীর এখন বেশ অনেকগুলো অসুখের নিরাপদ বসতবাড়ি। ব্লাড প্রেসার, আর্থ্রাইটিস, গ্যাস্ট্রিক, ডায়াবেটিস, ডিমেনশিয়া সব রোগের বাসা তার শরীর। শরীরের ব্যথাটা আজকাল সব সময় থাকে। একটি চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে। আরেকটিতে ঝাপসা দেখছেন। ছেলেকে এ কথা বলা হয়নি। কখন বলবে? রাতে ফিরে ও বড়ো ক্লান্ত থাকে। আর বৌমাকে বোঝা বড়ো কঠিন। ছেলের সামনে যতটা আন্তরিক ছেলের অবর্তমানে ততটাই রূঢ়। ওষুধই যেন তার জীবনের প্রধান খরচ। ওষুধ ফুরিয়ে যাবার কথা শুনলে ফারুক ঠিকই এনে দেবে। তবে আজকাল তা সহাস্য বদনে নয়; বিরক্তির সাথে এনে দেয়। সে দিনও স্ত্রী লাইসাকে বলছিল,

– তুমিতো মায়ের ওষুধগুলো কিনে আনতে পারো। আমারতো ব্যাংক থেকে ফিরতে রাত হয়ে যায়। তোমারতো স্কুলের কাছেই ফার্মেসি।

– ঠিক আছে আমি এনে দেব।

কয়েকবার বউমা ওষুধগুলো এনে দিয়েছিল বটে তবে বেশ কথা শুনিয়ে। তবে কোনো ওষুধই এক পাতার বেশি কেনে না। একপাতা মানে দশদিনের। গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ আরও কম পাঁচটি করে। আজ তো কঠিন সুরে বলল,

– মা আপনিতো পেনশন পান। হাতে আপনার টাকা থাকে। আপনিতো ড্রাইভার, দারোয়ান কাউকে দিয়ে ওষুধ আনিয়ে নিতে পারেন। তাছাড়া আপনি নিজেও তো চলাফেরা করতে পারেন। ফার্মেসি তো আপনার চেনা। দেখছেন না আমরা কত ব্যস্ত থাকি।

বৃদ্ধ কামরুন্নাহার খান স্তব্ধ। কোনো উত্তর দিতে পারেননি। এই বউমাই বাড়ি বিক্রির আগে তার প্রয়োজনীয় সব জিনিস কিনে পাঠাতো। ঈদে কুমিল্লা এলে সবাইকে রান্না করে খাওয়াতো। তার বউভাগ্য দেখে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হতো। ঢাকায় আসার পর ছেলেমেয়েকে দাদির কাছে রেখে স্বস্তিতে চাকরি করেছে, বেড়াতে গেছে। সেই বউমা আজ কী করে একথা বলতে পারল? তার আর স্বামীর পেনশনের টাকা তো তার ছেলেই তোলে। অবশ্য ছেলের যুক্তিটা তার কাছে সঠিকই মনে হয়। ও বলছিল,

– মা তোমারতো আজকাল কিছু মনে থাকে না। তোমার পেনশনের টাকাটা আমার কাছে থাক। দরকার হলে চেয়ে নিও।

না, চেয়ে নিতে তার হয় না। ফারুক অবশ্য প্রায়ই মায়ের হাতে কিছু টাকা দিয়ে রাখে। তবে তার পরিমাণ সামান্যই। তার নিজের আর স্বামীর পেনশন– দুটো মিলিয়ে এই টাকার অঙ্কটা নেহায়েত কম না। এটা বুঝতে তার অসুবিধা হয় না।

না, বৃষ্টি দেখছি থামছেই না। ঝড় আর বৃষ্টিকে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন তিনি। ঝড়ের রাতে তার বিয়ে হয়েছিল। এই ঝড়ে কুমিল্লার বাড়ির গাছের আম নিশ্চয় পড়েছে। সেই সিঁদুর রঙের আম। খেতে দারুণ মিষ্টি। তার নিজের লাগানো গাছ। শুনেছেন নতুন মালিক নাকি গাছটি কাটেনি। বাড়ির চারপাশে নারিকেল, সুপারি, কদবেল, আমড়া, কাঁঠাল, পেয়ারা– সব গাছই তার নিজের লাগানো। বাড়িটা বদলে দোতালা হয়েছে। আশপাশের বাড়িঘর সব পাকা এখন। একতলা টিনের চালের বাড়িগুলো নেই। আহা! একবার যদি যেতে পারতাম! গাছগাছালি ঘেরা বাড়িটার জন্য এখনও বুকের ভেতর হু হু করে কামরুন্নাহারের।

কামরুন্নাহার খানের বিয়ে হয়েছিল ক্লাস নাইনে পড়ার সময়। শিক্ষক স্বামী সাইফুদ্দিন খান তাকে ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন। প্রাইমারি স্কুলে ঢুকে পিটিআই ট্রেনিংও নিয়েছিলেন তিনি। নিজেদের তিল তিল করে জমানো টাকা দিয়ে কুমিল্লা শহরের একপ্রান্তে কেনেন ছয় কাঠা জমি।

গড়ে তোলেন ছোট্ট একতলা বাড়ি 'নাহার ভিলা', তার স্বামীর দেওয়া নামে। গেটের সামনে মাধবীলতা ঝাড়ের নীচে খোদাই করে লেখা বাড়ির নাম। নামটা কী এখনও আছে? গেটের পাশে ফারুকের ব্যায়াম করার ঘরটি?

স্বামী, সংসার, দুই পুত্র, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী সবাইকে নিয়ে কী জমজমাট জীবন ছিল। স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুর পরও তার জীবনের গতি থেমে থাকেনি। কিন্তু গতি থামিয়ে দিলো দুর্ঘটনায় ছোটো ছেলে ফয়সালের মৃত্যু আর বড়ো ছেলে ফারুকের বাড়ি বিক্রির চাপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম কম পাস করে ব্যাংকে ঢোকার পরপরই তার পছন্দের পাত্রীর সাথে ধুমধাম করে বিয়ে দেন তিনি।

বিয়ের পর থেকেই তার ওপর ফারুকের বাড়ি বিক্রির চাপ আসতে থাকে। আত্মীয়স্বজনের কারণে আর বিভিন্ন প্রশিক্ষণে বার বার ঢাকায় আসায় ঢাকার কোন এলাকা অভিজাত শ্রেণির আর কোন এলাকা মধ্যবিত্তের বসবাস এ কথা তার জানা ছিল। তাই সরাসরি ছেলের মুখোমুখি হলেন,

– গুলশানের নিকেতনে ফ্ল্যাট কিনতে হবে কেন? মালিবাগ, সিদ্ধেশ্বরী, শান্তিনগর, কলাবাগান– এসব এলাকায় কেনা যায় না? এসব এলাকায় তো ফ্ল্যাটের দাম কিছুটা কম। তাহলে তো বাড়ি বিক্রির প্রশ্ন ওঠে না।

– মা, বোঝার চেষ্টা করো। আমার ছেলেমেয়ে ওরা কী ভবিষ্যতে ওসব জায়গায় থাকতে চাইবে? আর লাইসার ভাইবোনেরা সবাই তো গুলশান, বারিধারায় থাকে। ওর দিকটাও তো তোমাকে ভাবতে হবে। ও তো তোমার একমাত্র ছেলের বউ। ওর স্কুল তো ওদিকে।

এরপর অনেকদিন মা-ছেলের মধ্যে সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু ছোটো ছেলের মৃত্যু আর আত্মীয়স্বজনের বোঝানোর কারণে নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর ছেদ টানলেন। ফারুকই তো তার অন্ধের যষ্টি। প্রথম প্রথম নাতি-নাতনিকে স্কুলে আনা-নেওয়া, দেখাশুনা করা, খাওয়ানো, পড়ানো– এই নিয়ে সময়টা কেটে গেলেও ওরা বড়ো হয়ে বাইরে চলে যাবার পর মনে হলো তার আর কিছু করার নেই। ছেলে আর বউমার আচরণে আজকাল মনে হয় তাদের সংসারে কর্মহীন মায়ের প্রয়োজন আর নেই। কেবল একটা বোঝা। ফেলে দেওয়া যায় না তাই রাখা।

বৃষ্টিটা বোধহয় একটু কমেছে। বেলা দেড়টা বাজে প্রায়। গ্যাস্ট্রিকের ওষুধটা না খেলে আজও দুপুরের খাওয়া হবে না। না খাওয়ার জন্য হাত-পা খুব কাঁপছে কদিন। এটাতো ওরা জানে না। পার্সটা খুলে দেখলেন পাঁচশো টাকার মতো আছে। এতেই আপাতত হয়ে যাবে। ছাতাটা নেওয়া দরকার। শাড়িটা আর বদলালেন না। শাড়ির ওপরে একটি ওড়না জড়িয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন। বড়ো ফার্মেসিটা রাস্তার ওপারে। ব্যস্ত রাস্তা। পার হবেন কীভাবে?

– আন্টি আমার হাতটা ধরেন।

ছেলেটিকে মনে হলো ফারুকের মতো। ওর হাত ধরে রাস্তা পার হলেন। ফার্মেসিতে ঢুকে ওষুধের নাম বলতে গিয়ে মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল। কেমন অন্ধকার চারদিক। আর কিছু মনে নেই। এভাবে কতক্ষণ ছিলেন জানেন না। চোখ মেলতেই দেখলেন তিনি ফার্মেসির ডক্টরস রুমে শুয়ে।

– আন্টি আপনার তো হাইপো হয়ে গিয়েছিল। খাওয়াদাওয়া করেন না? এই নিন এই বিস্কুট, জুস আর মিষ্টি খেয়ে নিন। আপনার বাসায় খবর দেওয়া হয়েছে।

জুসটা মুখে তুলতেই ছেলে ফারুক আর পুত্রবধূ লাইসা হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে।

– মা, তুমি একা ওষুধ কিনতে এসেছিলে কেন? তোমার বউমাকে তো বলতে পারতে?

– বলবে কেন? উনিতো আমাদের ছোটো করতে চান? লাইসার কণ্ঠে ঝাঁঝ।

– কেন বউমা তুমিই তো আমাকে বলেছ আমি যেন নিজের ওষুধ নিজে কিনি।

প্রবল বৃষ্টি আর বজ্রপাত ছাড়িয়ে জীবন সায়াহ্নে, দিনের শেষে এই প্রথম স্কুল শিক্ষক কামরুন্নাহার খানের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো প্রতিবাদ যেন 'আগুন ঝরা বৃষ্টি'।

———— ○ ————

টিটুর পরিবারে এখন শোকের মাতম

ঢাকায় ধানমন্ডিতে কাজে বের হওয়ার সময় গুলিতে নিহত প্রাইভেটকার চালক মো. টিটু হাওলাদার (৩৫)'র পরিবারে এখন শোকের মাতম বইছে। টিটু হাওলাদার বরগুনার বেতাগী উপজেলার হোসনাবাদ ইউনিয়নের দক্ষিণ হোসনাবাদ গ্রামের বাসিন্দা আব্দুর রহিম হাওলাদারের ছেলে। মা নেই। স্ত্রী আয়েশা বেগম। টিটু ও আয়েশা দম্পতির বড়ো

মেয়ে মোসা. তানজিলার বয়স ১০ বছর, ছেলে সাইমুন সাত বছর ও ছোট্ট মেয়ে তামান্নার বয়স চার মাস। তিনি ঢাকার ধানমন্ডির গ্রিন লাইফ হাসপাতালের এক চিকিৎসকের অধীনে প্রাইভেটকার চালাতেন।

বাবাকে হারানো তার শিশুদের কান্না দেখে আশপাশের মানুষগুলোও চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি কেউ। সন্তান হারিয়ে পাগলপ্রায় বাবা আব্দুর রহিম হাওলাদার। স্ত্রী আয়েশা বেগম তিন শিশু সন্তান নিয়ে চরম অসহায় হয়ে পড়েছে।

বড়ো মেয়ে তানজিলা বাড়ির কাছেই আনোর জলিশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ও মেঝ ছেলে সাইমুন স্থানীয় বয়াতি বাড়ি কওমী মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী। বাবা, স্ত্রী ও তিন শিশু সন্তানদের বাড়িতে রেখে টিটু হাওলাদার একা কর্মস্থলে থাকতেন।

টিটু হাওলাদারের রিকশা চালক বাবা আব্দুর রহিম হাওলাদার এখন বয়সের ভারে বৃদ্ধ। আর টিটুর চার ভাইবোনের মধ্যে মো. ইমরান হোসেনও রিকশা চালিয়ে চলে। বলতে গেলে এখন মানুষের দান-দক্ষিণায় চলে টিটু পরিবারের জীবিকা। বিবাহিত বড়ো বোন রুমেনা বেগম (৩৫) থাকেন স্বামীর সংসারে আর ছোটো বোন ফাতিমা আক্তার (১৮) প্রতিবন্ধী হওয়ায় বসবাস করেন একই সংসারে।

টিটু হাওলাদারের স্ত্রী আয়েশা বেগম জানান, টিটু গত ১১ই জুলাই বাড়ি থেকে কর্মস্থল ঢাকায় যান। এরই মধ্যে গত শুক্রবার বিকেলে ফোন করে তাদের এক নিকট আত্মীয় জানান, তোমার স্বামীর গায়ে গুলি লেগেছে। বিনা অপরাধে তাকে জীবন দিতে হলো। আমি অবুঝ সন্তানদের কী বুঝ দেব?

বৃদ্ধ বাবা আব্দুর রহিম হাওলাদার বলেন, এই ছিল আমার ভাগ্যে? আমার বুকের ধন শ্যাষ। আমি আর এ্যাহন বেঁচে থেকে কি লাভ?

গত ২১শে জুলাই রবিবার রাতে টিটু হাওলাদারের ফুফাতো ভাই মো. রাকিব লাশ নিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে আসেন। ঐ দিন রাতেই জানাজা শেষে স্থানীয়ভাবে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

[সূত্র: দ্য কান্ট্রি টুডে, ২৫শে জুলাই ২০২৪]

বিপ্লবী পাসওয়ার্ড

আজাদুল হক আজাদ

শতাব্দীর সাক্ষী তুমি বিপ্লবী পাসওয়ার্ড
সাহসের বাতিঘর মিছিলের অগ্রভাগ

তুমি ভেঙে দিলে সব ভয়, জীর্ণ-জরা
ভেসে গেল জোয়ারে উড়িয়ে দিয়ে খরা।

সুনীল আকাশে উড়িয়ে ডানা মৃত্যু করলে জয়
তুমি দুরন্ত যৌবনের ফেরিওয়ালা অকুতোভয়

তুমি সময়ের শ্রেষ্ঠ মিছিল জালিমের দুশমন
তুমি নিরাশার মুখে ছাই সোনালি পূর্বকোণ

তুমি নেমেছ রাজপথে ছুড়ে ফেলেছ সব ভয়–
বুক পেতে নিয়েছ গুলি, ছিনিয়ে এনেছ জয়!

অমরত্বের মালা পরেছ গলায় সিনা করে টান
তোমার জন্য মাথা নত করে পালিয়েছে শয়তান।

তুমি উড়ালে বিজয় নিশান বাংলার আকাশে
বারুদের গন্ধ তাই আজ সুবাস ছড়ায় বাতাসে।

তোমার জন্য বাংলাদেশ ফিরে পেল আনন্দ ঈদ
তুমি আমাদের বিপ্লবী বীর, তুমিই আবু সাঈদ।

মুক্তির গান

তরুন ইউসুফ

এবার শোষক পালা পালা পালা
অত্যাচারী পালা পালা পালা

এবার কেটেছে আমাদের যত ভয়
আর তো সময় পিছু হটার নয়
এবার দিয়েছি মৃত্যুর গলে মালা
অত্যাচারী পালা পালা পালা

এবার মিলেছে আমাদের যত গান
আমরা মিলেছি আমাদের সব প্রাণ
ঘোচাতে এসেছে বন্দিত্বের জ্বালা
অত্যাচারী পালা পালা পালা

আমরা বুঝেছি জুলুমের হাতিয়ার
পিছু হটেছে মিলিত প্রতিরোধে
আমরা জেনেছি শোষণ সিংহাসন
পুড়তে যাচ্ছে জনতার চাপা ক্রোধে
এবার মেটাবো প্রতিশোধের জ্বালা

অত্যাচারী পালা পালা পালা
এবার শোষক পালা পালা পালা।

কালের কপোলে লেখা

মিয়াজান কবীর

মাগো তোমার ছেলে আর কোনো দিন আসবে না ফিরে
এই শ্যামল শোভা বাংলায় ছায়া শীতল নীড়ে।

আমার কথা যদি তোমার মনে পড়ে
ছেলেহারা বেদনায় যদি কান্না ঝরে
স্মৃতির পটে আঁকিও ছবি আঁখি নীরে।

শাহবাগের মোড়ে লাল-সবুজ পতাকা হাতে
সংগ্রামী বীর ছাত্র-জনতার সাথে
আমাকে দেখতে পাবে মিছিলের ভিড়ে।

আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ফারহান, নাঈমা, তাহির
কালের কপোলে লেখা কত শত বীর
তাদের মাঝে থাকবো আমি ইতিহাস ঘিরে।

স্বাধীনতা

আবুল কালাম তালুকদার

দাম্ভিকতার উল্লাসে
বিশ্ব দেখেছিল অসহায়ের আর্তনাদ
রক্তের স্রোতে ভেসেছিল পথ
অশুদ্ধ আচরণে মানবতা পিষ্ট হয়ে
সূর্য হারিয়ে ছিল আলো, বাতাসে ছিল না সৌরভ
স্নিগ্ধতায় ছিল না ভোর, থেমে গিয়েছিল নদীর বয়ে চলা
দীর্ঘ হয়েছিল মৃত্যুর মিছিল।

তারপর রক্তের মানচিত্রে দাঁড়িয়ে
বিয়োগের ব্যথা ভুলে, জুলুমের বিদায়ে
পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুগ্ধ আর সাঈদ'রা
ভয়কে জয় করে বিদ্রোহে জ্বলে ওঠে
অধিকার আদায়ের পথে হেঁটে
ফিরিয়ে আনে পূর্ণ স্বাধীনতা।

রক্তস্নাত জুলাই

শিউলি আক্তার শিতল

রক্তাক্ত রাজপথ–
মৃত্যুর মিছিলে, গভীর অন্ধকারে
ঢাকার শহর।

শৃঙ্খল ভাঙার ডাক দেশব্যাপী
স্বৈরাচার নিপাত যাক
গণতন্ত্র মুক্তি পাক।

বৈষম্য দূর হবে–
আলোর পথে বাংলাদেশ
মুহূর্তেই নতুন ইতিহাস।

লাল-সবুজের পতাকায়–
নতুন একটি গল্প, নতুন একটি কবিতা
শিল্পীর তুলিতে, নতুন বাংলাদেশ।

শহিদ আবু সাঈদ

মুহাম্মদ ইসমাঈল

আবু সাঈদ–
আপনাকে কোটি কোটি সালাম
আপনার ঋণ এই জাতি কোনো দিন পরিশোধ করতে পারবে না।
শাহাদতের তামান্না সবার থাকে না
কবুল হয় না অনেক সময়।
জাতির ক্রান্তিলগ্নে আপনার বুক চিতিয়ে
গুলিকে আলিঙ্গন করা
সহজ ব্যাপার নয়।
জাতিকে মুক্তি করার মানসে
আপনার লড়াই।

আবু সাঈদ–
উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের নায়ক শহিদ আসাদ।
নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের নায়ক শহিদ নূর হোসেন।
আজকের বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদ
বিরোধী সংগ্রামের বীরনায়ক শহিদ আবু সাঈদ
বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের দুঃসাহসী প্রজ্বলিত
তারুণ্যের প্রতীক শহিদ আবু সাঈদ।

নতুন বাংলাদেশ

রুস্তম আলী

বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙে–
প্রতিবাদের শপথ
জাগ্রত জনতা এবং
ছাত্রসমাজ।

নতুন বাংলাদেশ গড়তে
দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়
বুকের তাজা রক্ত ঢেলে
রাজপথে ছাত্র-জনতার নিথর দেহ।

অকুতোভয় ছাত্র-জনতার
এক দফা, এক দাবি–
স্বৈরশাসককে নির্মূল এবং
গণতন্ত্রের শিকড় হোক মজবুত।

ঘরের ভেতর হামাগুড়ি দেওয়া শিশুটিও
বুকের তাজা রক্তে বুলেটকে সিক্ত করে
এক সাগর রক্তে
ইতিহাস গেছে গড়ে।

লক্ষ কোটি কুর্নিশ ও স্যালুট
জানাই তাদের তরে
বুকের তাজা রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে
যারা নতুন বাংলাদেশ গড়তে।

চলে গেলেন অভিনেতা প্রবীর মিত্র

কনক হোসেন

খ্যাতিমান অভিনেতা প্রবীর মিত্র চলে গেলেন না ফেরার দেশে। প্রবীর মিত্রকে বেশ কিছু শারীরিক জটিলতার কারণে ২০২৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ২০২৫ সালের ৫ই জানুয়ারি তিনি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রবীর মিত্র ১৯৪৩ সালের ১৮ই আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের (বর্তমান বাংলাদেশ) কুমিল্লার চান্দিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম প্রবীর কুমার মিত্র। তার পিতা গোপেন্দ্র নাথ মিত্র এবং মাতা অমিয়বালা মিত্র। বংশপরম্পরায় পুরানো ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা প্রবীর মিত্র। তিনি ঢাকা শহরেই বেড়ে ওঠেন। তিনি প্রথম জীবনে সেন্ট গ্রেগরি থেকে পোগজ স্কুলে পড়াশোনা করেন। বিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় জীবনে প্রথমবারের মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘর নাটকে প্রহরী চরিত্রে অভিনয় করেন। এরপর তিনি জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন।

প্রবীর মিত্র ষাটের দশকে ঢাকা ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেটে ক্যাপ্টেন হিসেবে খেলেছেন। একই সময় তিনি ফায়ার সার্ভিসের হয়ে ফার্স্ট ডিভিশন হকি খেলেছেন। এছাড়া কামাল স্পোর্টিংয়ের হয়ে সেকেন্ড ডিভিশন ফুটবলও খেলেছেন।

প্রবীর লালকুঠি থিয়েটার গ্রুপে অভিনয়ের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর পুরানো ঢাকার লালকুঠিতে শুরু হয় তার নাট্যচর্চা। ১৯৬৯ সালে পরিচালক এইচ আকবরের জলছবি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন। চলচ্চিত্রটির গল্প ও সংলাপ লিখেছিলেন তারই স্কুল জীবনের বন্ধু এটিএম শামসুজ্জামান। চলচ্চিত্রটি ১৯৭১ সালের ১লা জানুয়ারি মুক্তি পায়। এরপর তিনি অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাস অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত একই নামের চলচ্চিত্রে কিশোর চরিত্রে অভিনয় করেন। পাঁচ দশকের কর্মজীবনে তিনি চার শতাধিক চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। সর্বশেষ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন রঙিন নবাব সিরাজউদ্দৌলা চলচ্চিত্রে। পরবর্তী সময় তিনি চরিত্রাভিনেতার দিকে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। *তিতাস একটি নদীর নাম*, *জীবন তৃষ্ণা*, *সেয়ানা*, *জালিয়াত*, *ফরিয়াদ*, *রক্ত শপথ*, *চরিত্রহীন*, *জয় পরাজয়*, *অঙ্গার*, *মিন্টু আমার নাম*, *ফকির মজনু শাহ*, *মধুমিতা*, *অশান্ত ঢেউ*, *অলংকার*, *অনুরাগ*, *প্রতিজ্ঞা*, *তরুলতা*, *গাঁয়ের ছেলে*, *পুত্রবধূ'সহ* চার শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।

১৯৮২ সালে তিনি মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের *বড় ভালো লোক ছিল* চলচ্চিত্রে ট্রাক চালক লোকমান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। পরের বছর তিনি সীমার চলচ্চিত্রে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগ বাচসাস পুরস্কার অর্জন করেন। তিনি বুলবুল আহমেদের রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে তার দ্বিতীয় বাচসাস পুরস্কার অর্জন করেন। ২০১৮ সালে তাঁকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়।

তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন সংগঠন শোক প্রকাশ করেছেন। ৬ই জানুয়ারি বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে আজিমপুর কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

Pictorial books on Bangladesh history, heritage and culture are available. Readers may collect those books at 25% commission from DFP sale centre. Agent commission is 33% and it is effective for at least 3 copies of each publication.

Meet Bangladesh : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,000

Birds of Bangladesh : 216 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750

Wildlife of Bangladesh : 240 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,250

Tourist Attractions in Bangladesh- Sylhet Division : 112 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750

Tourist Attractions in Bangladesh- Chittagong Division : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,200

Tourist Attractions in Bangladesh- Khulna Division : 184 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 800

Tourist Attractions in Bangladesh- Barishal Division : 136 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 700

নবারুণ
এখন মোবাইল অ্যাপস-এ পড়া যাচ্ছে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করে নাও।

নবারুণ,
সচিত্র বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি সহজে পেতে
০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ
করে গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই বাড়ি
পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
নবারুণ
পড়ুন ও লেখা পাঠান

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

Bangladesh
Quarterly

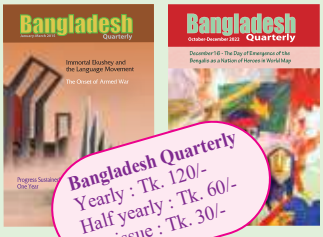

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
ই মেইল-সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com ; dfpsb1@gmail.com
নবারুণ : editornobarun@dfp.gov.bd
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি : bangladeshquarterly@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করুন।
- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% হারে দেওয়া হয়।

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 07, January 2025, Tk. 25.00

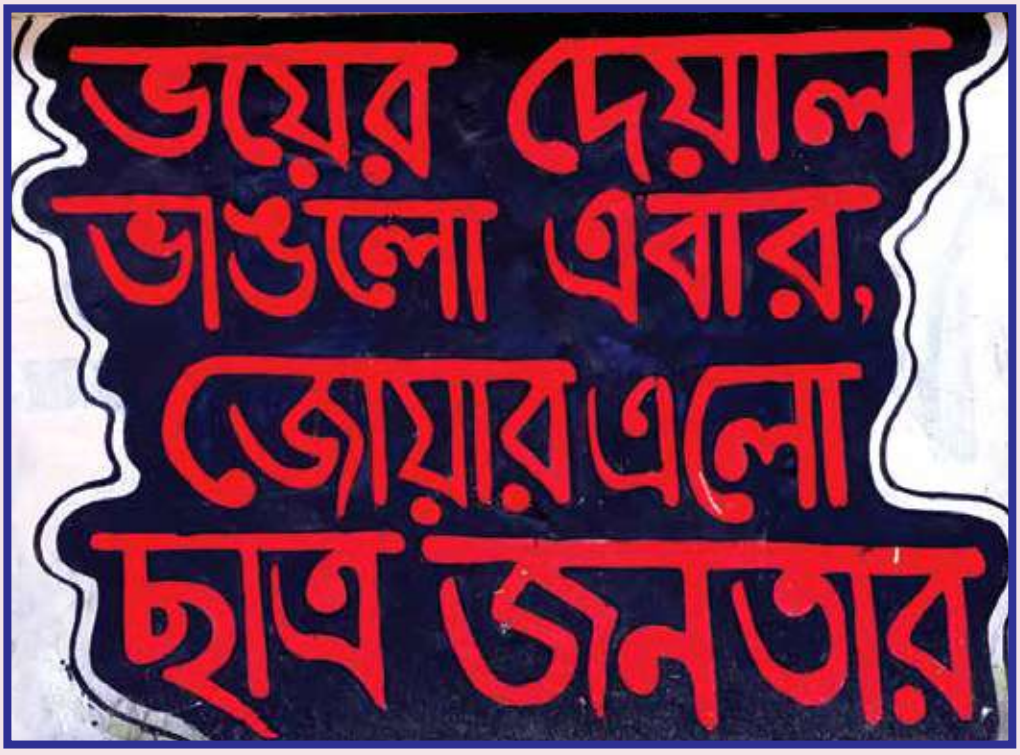

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd